শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস রচিত

আকিদাতুত তাহাবি

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আকিদাতুত তাহাবি

[সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বই :	আকিদাতুত তাহাবি [সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ]
লেখক :	ইমাম আবু জাফার আত-তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ
ব্যাখ্যা :	শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস
ভাষান্তর :	উস্তায রিফাত মাহমুদ
ভাষা সম্পাদনা :	মুওয়াফফিকা বিনতে আব্দুল্লাহ
সম্পাদনা :	মুফতি তারেকুজ্জামান, মুফতি আবুল হাসানাত কাসিম
বানান ও ভাষারীতি :	যাহিদ আহমাদ, উস্তায মাহবুবুর রহমান
প্রচ্ছদ :	সমকালীন গ্রাফিক্স টীম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস রচিত

আকিদাতুত তাহাবি

[সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আকিদাতুত তাহাবি

[সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণ

স্বরবর্ণ প্রিন্টিং এন্ড প্রেস

১৩৫/১৪৪, ডি.আই.টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৪০৯-৩০৪০৫০

অনলাইন পরিবেশক

www.islamiboi.com

www.rokomari.com

www.wafilife.com

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 245.00 US $10.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোনঃ ০১৪০৯-৮০০-৯০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার, যিনি আমাদের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। সালাত ও সালাম শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের প্রতি।

ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আকিদা। কারো আকিদা বিশুদ্ধ না হলে তার কোনো আমলই কাজে আসবে না। জীবনের যত নেক আমল, ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রম আর সাধনা সব বিফলে যাবে হাশরের ময়দানে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদের হুঁশিয়ার করেছেন, 'যদি শিরক করেন, তবে আপনার সকল কর্ম নিষ্ফল হবে। আর আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।'[১]

দ্বীনের সর্বোচ্চ মৌলিক বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপনের নাম আকিদা। আর সেই বিশ্বাস অন্তরে ধারণ, মুখে স্বীকার এবং ইবাদতের মাধ্যমে তা কাজে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ঈমান। অর্থাৎ আকিদা ছাড়া ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না। এজন্য সবার আগে আমাদের আকিদা বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এ ব্যাপারে আমরা অনেকেই উদাসীন। আকিদার মৌলিক বিষয়গুলোর পরিবর্তে শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ব্যাপক আগ্রহ। ফলে আমরা কখনো বিশুদ্ধ আকিদার সন্ধান পাই না, প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করা থেকে।

---

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আকিদার দুটি অংশ—মৌলিক ও শাখাগত। শাখাগত অংশে মতবৈচিত্র্য থাকলেও মৌলিক অংশে কারো কোনো দ্বিমত নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আকিদার মৌলিক অংশগুলো আমাদের কাছে অতটা পরিষ্কার নয়। তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বড়ই যে অভাব! এসব বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান জানতে ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত *আকিদাতুত তাহাবি* গ্রন্থটি সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত একটি গ্রন্থ। এই কিতাবের সহজ ব্যাখ্যা তুলে ধরে আরবের বিখ্যাত লেখক ড. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস রচনা করেন *শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়্যা আল-মুয়াসসার*। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সেই ব্যাখ্যাগ্রন্থেরই সাবলীল বাংলা অনুবাদ যা এখন শোভা পাচ্ছে আপনার হাতে।

মূল বইতে বেশকিছু আরবি শব্দের অর্থ আরবি থেকে আরবিতে হওয়ায় এখানে সেগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি। তাই হাতেগোনা কয়েকটি অধ্যায়ে কেবল শাব্দিক অর্থ বসানো হয়েছে। পাশাপাশি জটিল শব্দ আর নতুন পরিভাষাগুলোতে আমরা টীকা যুক্ত করেছি। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ এ বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

সম্মানিত পাঠকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, এ বইটির কোথাও কোনো অসংগতি কিংবা ভুলভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক ইমেইল অথবা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে আমাদের অবহিত করবেন। আপনাদের যেকোনো ধরনের পরামর্শ ও মতামত আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করব।

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট বিশেষ প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করে নেন, এ কাজের অসিলায় হাশরের ময়দানে তাঁর আরশের নিচে একটুখানি আশ্রয় দেন এবং এ বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমিন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সম্পাদকের কলম থেকে

একজন মুসলিমের জীবনে আকিদার গুরুত্ব অপরিসীম। ঈমান আনার পর বিশুদ্ধ আকিদার ইলম অর্জন করা এবং অন্তরে সে বিশ্বাস লালন করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য একান্ত আবশ্যক। কারণ, বিশুদ্ধ আকিদা ছাড়া একজন মুমিনের ঈমান পূর্ণতা পায় না; বরং কখনো তো ভুল আকিদার কারণে একজন ব্যক্তির ঈমান পর্যন্ত চলে যায়। হালাল-হারামের আহকাম ও শারয়ি মাসআলা-মাসায়িলের ক্ষেত্রে ভুল হলে সেটা ক্ষমাযোগ্য, কিন্তু আকিদার মাসআলায় ভুল হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ক্ষমার অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তাই একজন মুমিনের জন্য ঈমানের পর বিশুদ্ধ আকিদার ইলম অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

আকিদার ক্ষেত্রে দুটি ভাগ রয়েছে। একটি হলো মৌলিক, যেখানে কোনো মতানৈক্য নেই। যেমন : আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, নবি-রাসুল, বিচার দিবস, তাকদির, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিশ্বাস করা। আরেকটি হলো শাখাগত, যেখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আলিমদের মাঝে কিছু মাসআলার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন : নবি-রাসুলদের থেকে সগিরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া, মিরাজের রাতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহকে দেখা, আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতের (যথা : ইয়াদ বা হাত, কদাম বা পা, ওয়াজহ বা চেহারা ইত্যাদির) অর্থ করা, দুআয় অসিলা ধরা, আল্লাহর জন্য 'উলু' (ঊর্ধ্বে থাকা) সাব্যস্ত করা ইত্যাদি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মৌলিক আকিদায় কোনো মতভেদ নেই। শাখাগত আকিদার বেশির ভাগ অংশের ক্ষেত্রেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আলিমদের মাঝে ঐকমত্য-সমর্থিত। এর খুব কম অংশেই মতভেদ লক্ষ করা যায়। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই অনেক আলিম বলে থাকেন, আকিদার মাসআলায় কোনো মতভেদ নেই। এর বিপরীতে মুতাজিলা, জাহমিয়া, কাররামিয়া, মুশাব্বিহা, রাফিজি, খারিজি ইত্যাদি দলের সাথে আকিদার মৌলিক ও শাখাগত অনেক বিষয়েই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র মতানৈক্য বিদ্যমান। তাই আকিদা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে আকিদা গ্রহণ করি।

আকিদা-মানহাজের ক্ষেত্রে যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও জামাআতে সাহাবার অনুসারী, পরিভাষায় তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বলা হয়। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা বলতে আমরা ওই সব আকিদাকে বুঝি, যা নবিজি এবং তার সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত হয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষকে বাতিলপন্থিদের ভ্রান্ত আকিদা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা নিয়ে যুগে যুগে অনেক আলিম কলম ধরেছেন। রচনা করেছেন অগণিত গ্রন্থ আর পুস্তিকা। কোনো সন্দেহ নেই, এসব গ্রন্থের মাঝে *আকিদাতুত তাহাবিই* সর্বাধিক স্বীকৃত, ব্যাপক সমাদৃত ও অনন্য।

আকিদাতুত তাহাবির লেখক ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ একাধারে হাদিস, ফিকহ ও আকিদার একজন প্রসিদ্ধ ইমাম। পাশাপাশি তিনি আরো অনেক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও বহুগুণের অধিকারী। আর এজন্যই যুগে যুগে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আলিমগণ বিশুদ্ধ আকিদা শিক্ষাদানের জন্য তার কিতাবটিকে রেখেছেন সর্বাগ্রে। কারণ এ কিতাবটি যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি সুস্পষ্ট অর্থবহ এবং বিশুদ্ধ আকিদার বাহক। অপ্রয়োজনীয় দ্বন্দ্ব ও বিতর্কমুক্ত এ সংক্ষিপ্ত কিতাবটি সর্বমহলেই সমাদৃত ও প্রশংসিত। আর এজন্যই এটার ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিমাণও অনেক বেশি। নানাজন নানা আঙ্গিকে এ গ্রন্থটির ব্যাখ্যা করেছেন।

আকিদাতুত তাহাবির এ ব্যাখ্যাগ্রন্থটি লিখেছেন ড. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস। সংক্ষেপে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যার করার ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার। আলোচ্য গ্রন্থটির ব্যাখ্যায় তিনি প্রান্তিকতামুক্ত মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র ব্যাখ্যার আলোকে তিনি সাধারণ পাঠকদের জন্য

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন আকিদার পাঠ। আমাদের আশা, গ্রন্থটির ক্ষুদ্র কলেবর, পরিষ্কার ভাষ্য ও বিশুদ্ধ আলোচনা সবাইকে আকৃষ্ট করবে এবং জনসমাজে বিশুদ্ধ আকিদার প্রসারে শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

মুফতি তারেকুজ্জামান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনুবাদকের অনুভূতি

পার্থিব জীবনে একজন মুসলিমের সবচেয়ে বড় মূলধন হচ্ছে আকিদা। আকিদা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, কারো যদি আমল ঠিক থাকে, রাসুলের প্রতি ভালোবাসা থাকে, অথচ তার আকিদা বিশুদ্ধ নয়, তাহলে তার গোটা জীবনের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে। এমনকি যদি সে দ্বীনের পথে নিজের প্রাণও বিলিয়ে দেয়, তবু তার আমল কোনো কাজে আসবে না। অপরদিকে, কেউ যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা ধারণ করে, তবে তার কম আমল থাকা সত্ত্বেও, সালাত-সিয়ামে গাফিলতি থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহ তাকে (শাস্তি প্রদানের পর) জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। তাই কালিমাপাঠের পর একজন মুমিনের জন্য প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী হওয়া।

ইসলামি জ্ঞানচর্চার শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ আলিমগণ সকল শ্রেণির মানুষের জন্য আকিদাশাস্ত্রের ওপর প্রচুর গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তবে আবু জাফর তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ প্রণীত *আকিদাতুত তাহাবি* গ্রন্থটি আলিম থেকে নিয়ে সাধারণ মানুষ সর্বমহলেই প্রায় ১ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। সহজ ভাষা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণে আর কোনো গ্রন্থে এতটা চমৎকারভাবে আকিদাশাস্ত্র তুলে ধরা হয়নি।

যুগে যুগে মানুষের বোধ ও উপলব্ধিতে ঘটছে নানা পরিবর্তন। সেই সঙ্গে ইসলামি জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব দিনদিন বেড়েই চলছে। অতীতে ইসলামি আহকাম ও বিধিবিধান সম্পর্কে ছোট বালকদের পর্যন্ত এত বেশি জ্ঞান ছিল যা বর্তমানে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমদেরও নেই। তাই সাধারণ মানুষের কাছে আরো বোধগম্য করে তোলার জন্য শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস *আকিদাতুত তাহাবি* গ্রন্থটিকে আরো সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাই আমরা আশা রাখি, পাঠক এই গ্রন্থের মাধ্যমে আকিদার মূল সবক গ্রহণ করতে পারবেন এবং নিজেদের ঈমান, আমল ও আকিদাকে পরিশুদ্ধ করতে পারবেন।

মহান আল্লাহর কাছে আমাদের আকুল আর্জি, তিনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর সর্বদা অটল রাখুন এবং আকিদা পরিশুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে নাজাত লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

উস্তায রিফাত মাহমুদ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

অবতরণিকা	১৫
প্রথম অধ্যায় : তাওহিদ ও শিরক	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় : কাদিম ও কাইয়ুম	২৪
তৃতীয় অধ্যায় : খালিক ও রব	৩১
চতুর্থ অধ্যায় : সৃষ্টির সীমা, পরিমাপ ও অদৃশ্যের জ্ঞান	৩৬
পঞ্চম অধ্যায় : আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা	৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায় : আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ কেউ নেই	৪৫
সপ্তম অধ্যায় : রিসালাত	৪৮
অষ্টম অধ্যায় : কুরআন	৫৩
নবম অধ্যায় : আল্লাহর গুণাবলি অনন্য ও অতুলনীয়	৫৬
দশম অধ্যায় : আল্লাহর দর্শন লাভ	৫৮
একাদশ অধ্যায় : ইসরা ও মিরাজ	৬৬
দ্বাদশ অধ্যায় : নবিজির সুপারিশ	৬৯
ত্রয়োদশ অধ্যায় : তাকদির	৭২
চতুর্দশ অধ্যায় : লাওহে মাহফুজ	৭৭
পঞ্চদশ অধ্যায় : আরশ ও কুরসি	৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ষোড়শ অধ্যায় : আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ও কথোপকথন ৮৭
সপ্তদশ অধ্যায় : আহলুল কিবলা ৯২
অষ্টাদশ অধ্যায় : আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ৯৪
ঊনবিংশ অধ্যায় : মুসলিম যখন গুনাহ করে ৯৭
বিংশ অধ্যায় : ঈমানের যত স্তর ১০৪
একবিংশ অধ্যায় : ঈমানের মূলভিত্তিসমূহ ১০৭
দ্বাবিংশ অধ্যায় : ফাসিক ও মুরতাদ ১১১
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় : ইসলামি শাসক ও খলিফার আনুগত্য ১১৮
চতুর্বিংশ অধ্যায় : আল্লাহু আ'লাম, মোজার ওপর মাসেহ, জিহাদ ও হজ ১২৩
পঞ্চবিংশ অধ্যায় : কতিপয় সম্মানিত ফেরেশতা ১২৬
ষড়বিংশ অধ্যায় : পুনরুত্থান ও আখিরাত ১৩০
সপ্তবিংশ অধ্যায় : দুআ ও প্রার্থনা ১৩৮
অষ্টাবিংশ অধ্যায় : নবিজির প্রিয় সাহাবিগণ ১৪২
ঊনত্রিংশ অধ্যায় : আল্লাহর ওলিগণ ও তাদের কারামত ১৪৭
ত্রিংশ অধ্যায় : কিয়ামতের আলামত ১৫০
একত্রিংশ অধ্যায় : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ১৫৩
শেষকথা ১৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য—আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও মন্দ কাজ থেকে কেবল তাঁরই আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ তাআলা যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তিনি যাকে বিপথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে সুপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল।

'হে মানবজাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই নফস (আদম) থেকে। আর তার জোড়াও সৃষ্টি করেছেন তার থেকে এবং এই দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী। অতএব ভয় করো আল্লাহকে, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে (পাওনা) চেয়ে থাকো। আর রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ব্যাপারেও সাবধান থাকো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।'[১]

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য ও সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ করে দেবেন আর তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মেনে চললে সে

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।'[১]

আল্লাহ তাআলার বাণী আল-কুরআন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ হলো সর্বোত্তম আদর্শ। আর শরিয়তের নামে নব উদ্ভাবিত সংস্কার ও নিয়মনীতি সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয়। এ সমস্ত বিষয়ই বিদআত, আর বিদআত মানেই পথভ্রষ্টতা এবং পথভ্রষ্টতার পরিণতি নিঃসন্দেহে জাহান্নাম।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র[২] আকিদা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা আন-নুমান ইবনু সাবিত আল-কুফি, ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম আল-আনসারি এবং ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানি রাহিমাহুমুল্লাহ, মুসলিম উম্মাহর এই বিশিষ্ট ফকিহগণ যে আকিদা পোষণ করতেন, সে আকিদাই এ বইতে যত্ন সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। ইমাম আবু জাফর আত-তাহাবি এই মহান ব্যক্তিগণের আকিদা তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা সংক্ষিপ্ত আকারে এবং অল্প কথায় তুলে ধরেছেন। এই কাজে তিনি বেশ নিপুণতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তার মতো মহান ও গুণধর ব্যক্তির পক্ষেই এত সুন্দরভাবে এবং সফলতার সাথে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করা সম্ভব। ফিকহে হানাফিতে তার দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের কারণে উল্লিখিত ইমামদের আকিদা বর্ণনা ও সংকলন করার ক্ষেত্রে তিনি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সমসাময়িক ব্যক্তিদের তুলনায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

তার গ্রন্থটি লোকসমাজে অতীতে ও বর্তমানে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ার অন্যতম কারণ তিনি ফকিহ ও মুহাদ্দিসগণের কাছে একজন আস্থাশীল ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। এ পর্যন্ত এই গ্রন্থটির অসংখ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। কেউ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র চিন্তাধারার অনুসরণ করে, আবার কেউ আহলুল কালামের[৩] চিন্তা অনুসরণ করে এই গ্রন্থটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করার চেষ্টা করেছেন। এই গ্রন্থটির

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৭০-৭১

[২] 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' হচ্ছে ওই সকল লোক, যারা আকিদা-মানহাযের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণের প্রকৃত অনুসারী।—শারয়ি সম্পাদক

[৩] এখানে 'আহলুল কালাম' বলতে ওই সব লোককে বোঝানো হচ্ছে, যারা নিজেদের আকল-বিবেকের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার জন্য বিভিন্ন সিফাত (গুণ ও বৈশিষ্ট্য) সাব্যস্ত কিংবা নাকচ করে।—শারয়ি সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে ইমাম ইবনু আবিল ইযের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থটাই সবচেয়ে বেশি উপকারী ও তথ্যবহুল। ইমাম তাহাবির এই বিখ্যাত আকিদা পুস্তিকাটির তিনটি আলোচনায় আপত্তি তুলেছেন ইমাম ইবনু আবিল ইয। যথা—

প্রথম আপত্তি

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি কাদিম (চিরন্তন)।' আহলুল কালাম (থিওলজিয়ান বা ঐশ্বরতত্ত্ববিদ) আল্লাহ তাআলার শানে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে থাকে। এই শব্দটি আল্লাহ তাআলা নিজের গুণ ও সিফাত আলোচনার করার সময় যেমন উল্লেখ করেননি, তেমনি তাঁর সম্মানিত রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কখনো আল্লাহ তাআলাকে 'কাদিম' বলে আখ্যায়িত করেননি।

দ্বিতীয় আপত্তি

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি সীমা, পরিধি, অঙ্গাপ্রত্যঙ্গা ও উপাদান-উপকরণের বহু ঊর্ধ্বে। তিনি এসব থেকে পবিত্র।' শরিয়তে (কুরআন ও সুন্নাহতে) আকিদার আলোচনা প্রসঙ্গো আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো গুণ সাব্যস্ত বা নাকচ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। আহলুল কালাম এই শব্দগুলো তৈরি করেছে। তাই শরিয়তে বর্ণিত শব্দ ও বাগধারা ব্যবহারে সচেষ্ট থাকাই কাম্য।

তৃতীয় আপত্তি

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ ঈমানের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে, 'ঈমান হচ্ছে (তাওহিদ ও রিসালাতের কথা) মুখে স্বীকার করা এবং মনে মনে সত্য বলে মেনে নেওয়া।' ঈমানের সংজ্ঞা থেকে তিনি আমলকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। অথচ সকল মাযহাব থেকে জানা যায়, অধিকাংশ আলিম ও স্কলার ঈমানের পরিচয় দেওয়ার সময় আমল বা কাজকর্মকেও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা ইমাম তাহাবি ও ইবনু আবিল ইয রাহিমাহুমাল্লাহ এই দুই সম্মানিত ইমাম-সহ সকল আলিম ও ইমামের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র পক্ষ থেকে তারা উম্মাহর জন্য যে ইলমি খিদমত রেখে গিয়েছেন, সেজন্য তাদের কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে থাকব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আমি প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে এই কিতাবটির একটি সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ লিখেছি। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই গ্রন্থটির মাধ্যমে মুসলিমদের ব্যাপক উপকার সাধন করেন এবং আমার আমলের পাল্লাও ভারী করে দেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের নিয়ত অনুযায়ী কর্মফল দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কর্মব্যবস্থাপক। আমাদের সর্বশেষ বাক্যটি যেন হয় এই স্বীকারোক্তি—সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা বিশ্বজগতের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহর তাআলার জন্যই।

ড. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

প্রথম অধ্যায়

তাওহিদ ও শিরক

ইমাম আল-হুজ্জাহ আবু জাফার আল-ওয়াররাক আত-তাহাবি বলেন, এই কিতাবে আমি মুসলিম উম্মাহর বিশিষ্ট ফকিহ ইমাম আবু হানিফা আন নুমান ইবনু সাবিত আল-কুফি, ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইবরাহিম আল-আনসারি এবং ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানি রাহিমাহুমুল্লাহর মাযহাব অনুযায়ী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা (দ্বীনের মূলভিত্তিসমূহ) উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি।

এক. আল্লাহ তাআলার তাওফিকের ওপর নির্ভর করে বলছি, তাঁর একত্ববাদ ও তাওহিদের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হলো—'আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক (অংশীদার) নেই।'

শাব্দিক অর্থ

শরিক—কোনো কিছুতে যার কোনো অংশ কিংবা ভাগ থাকে, তাকে শরিক বলা হয়।

ব্যাখ্যা

সব কিছুতেই আল্লাহ তাআলা অদ্বিতীয়—তিনি সত্তার ক্ষেত্রে অনন্য, কাজের ক্ষেত্রে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অনন্য, নাম ও গুণের ক্ষেত্রে অনন্য, ইবাদতের উপযুক্ততার ক্ষেত্রেও অনন্য। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই। সৃষ্টি ও নির্দেশেও তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জেনে রেখো, সৃষ্টি ও আদেশ কেবল তাঁরই।'[১] 'আল্লাহ ছাড়া কি অন্য কোনো স্রষ্টা রয়েছে, যিনি তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে রিযিক দান করে?'[২]

উপকার ও ক্ষতিসাধন এবং জীবন ও মৃত্যুদান করা ছাড়াও এই বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। তেমনিভাবে তাঁর নাম ও গুণাবলিতেও কোনো শরিক নেই, উপাস্য হওয়া ও ইবাদতের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরিক নেই। একজন মানুষ যতক্ষণ না নিজের চিন্তাকে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সর্বপ্রকার অংশীদারি থেকে মুক্ত করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর তাওহিদ বা একত্ববাদ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাকে অংশীদারপূর্ণ মনোভাব থেকে বের হয়ে নিখাদ একত্ববাদমূলক চিন্তায় ফিরে আসতে হবে। প্রতিপালক ও কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহকে অনন্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাঁকে অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। যে গুণগুলো কেবল আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত, সে গুণ কোনো সৃষ্টিজীবের প্রতি কখনোই আরোপ করা যাবে না। ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য হিসেবে কেবল তাঁকেই মানতে হবে, অন্য কাউকে কোনো ধরনের ইবাদতের উপযুক্ত বলে বিশ্বাস করা যাবে না।

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।'[৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[৪]

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৪

[২] সুরা ফাতির, আয়াত : ৩

[৩] সুরা ফাতিহা, আয়াত : ৫

[৪] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

☆☆☆

দুই. তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই। **তিন.** কোনো কাজই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়। **চার.** তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই।

শাব্দিক অর্থ

ইলাহ—যার উপাসনা ও ইবাদত করা হয় তাকে ইলাহ বলে। ব্যক্তি যার আরাধনা করে সেই তার ইলাহ (চাই সে সত্য ইলাহ হোক কিংবা মিথ্যা)।

ব্যাখ্যা

দুই. তাওহিদের অন্যতম মূলভিত্তি হলো, এই বিশ্বাস স্থাপন করা—'কোনো কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয়। আর তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[১]

সৃষ্টিজীবের মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর মতো নয়। তিনিও সত্তাগতভাবে, কর্মগতভাবে, নাম-গুণাবলি এবং অধিকারের দিক থেকে কোনো সৃষ্টিজীবের মতো নন।

তিন. আল্লাহ যা চান তা-ই করতে সক্ষম। কোনো কাজই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়।

কুরআনুল কারিমে এসেছে, 'তিনি যখন কিছু করতে চান, তখন শুধু "হও" বলেন আর অমনি তা হয়ে যায়।'[২]

এই বিশ্বজগতে এমন কিছু নেই, যা তাঁর জন্য করা কঠিন কিংবা অসাধ্য।

কুরআন মাজিদ থেকে আমরা আরো জানতে পারি, 'আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমান জমিনের কোনো কিছু তাঁকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান।'[৩]

এটি তাঁর কুদরত ও শক্তির পূর্ণতার পরিচায়ক। তিনি যা চান তা ঘটে, আর যা চান

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

[২] সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৮২

[৩] সুরা ফাতির, আয়াত : ৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

না, তা কখনোই ঘটে না—এটি তাঁর রব ও অধিপতি হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

চার. তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এই কথাটুকু তাওহিদের কালিমা বা একত্ববাদের বার্তা। যে বার্তা নিয়ে সমস্ত নবি ও রাসুল এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসুল পাঠিয়েছি (এই বাণী প্রচার করার জন্য যে), তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো এবং তাগুতকে (মিথ্যা উপাস্য) বর্জন করো।'[১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তাআলাই কেবল ইবাদতের উপযুক্ত। কারণ তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, আমাদের মালিক এবং সবকিছুর ব্যবস্থাপক। এ কারণেই তিনি যাবতীয় ইবাদতের একমাত্র হকদার। যে ব্যক্তি তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করল, সে তাগুতের ইবাদত করল।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 'এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য। আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সমুচ্চ, মহামহিম।'[২]

মানুষ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যেসব বস্তুর উপাসনা করে থাকে সেগুলো বাতিল, ইবাদতের অযোগ্য। কারণ তাদের নির্দেশ প্রদানের যেমন ক্ষমতা নেই, তেমনি তারা এই বিশ্বজগতের কোনো কিছুই পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে না। 'ইলাহ' শব্দটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং শুধু তিনিই ইবাদতের উপযুক্ত। সেই সাথে আল্লাহ তাআলাকে উপাস্য হিসেবে স্বীকার করার অর্থ—তিনি ছাড়া অন্যসব উপাস্যকে অস্বীকার করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। আর একেই বলা হয় 'তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ'।

সারকথা

আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে এক ও অদ্বিতীয়, নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে অনুপম এবং ইবাদতের হকদার হওয়ার ক্ষেত্রেও অদ্বিতীয়। সৃষ্টিজীবের মধ্যে কেউই কোনো দিক থেকে তাঁর সাথে সাদৃশ্য রাখে না। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। কোনো কিছুই

---

[১] সুরা নাহল, আয়াত : ৩৬

[২] সুরা হজ, আয়াত : ৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাঁর ক্ষমতার ঊর্ধ্বে নয় এবং এমন কিছু নেই, যা তিনি করতে অপারগ। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

জিজ্ঞাসা

» আল্লাহ তাআলা এক হওয়ার অর্থ কী?

» তিন প্রকার তাওহিদ কী?

» তিন প্রকার শিরক কী?

» সকল নবি-রাসুল (আলাইহিমুস সালাম) আজীবন কোন কথাটি প্রচার করে গিয়েছেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাদিম ও কাইয়ুম

এক. তিনি কাদিম (চিরন্তন), তাঁর শুরু নেই; তিনি চিরস্থায়ী, তাঁর কোনো সমাপ্তি নেই। **দুই.** তাঁর কোনো ফানা (বিলুপ্তি) নেই, তাঁর কোনো বাইদ (ধ্বংস) নেই। **তিন.** তিনি যা চান কেবল তা-ই হয়।

শাব্দিক অর্থ

কাদিম—যে সবার থেকে এগিয়ে রয়েছে। **ফানা ও বাইদ**—এই শব্দ দুটির একই অর্থ। বিলুপ্তি ও ধ্বংস।

ব্যাখ্যা

এক. কাদিম আল্লাহ তাআলার কোনো গুণবাচক নাম নয়। কাদিম বলতে বোঝানো হচ্ছে, তাঁর আগে কেউ ছিল না। একমাত্র তিনিই আদি। অনন্তকালব্যাপী তিনি স্থায়ী থাকবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনিই আদি এবং তিনিই অন্ত।'[১]

'কাদিম' বলতে কুরআনুল কারিমের এই আয়াতটিকেই বোঝানো হচ্ছে। তিনি

---

[১] সুরা হাদিদ, আয়াত : ৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আদি অর্থাৎ তাঁর আগে কেউ নেই। তিনি অন্ত অর্থাৎ তাঁর পরে কেউ নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই আল্লাহ তাআলার আদি ও অন্ত হওয়ার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

দুই. তাঁর কোনো ফানা (বিলুপ্তি) নেই, তাঁর কোনো বাইদ (ধ্বংস) নেই।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলার মহিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবে শুধু আপনার মহামহিম ও চিরসম্মানিত প্রভুর চেহারা (সত্তা)।'[১]

কুরআন মাজিদে আরো বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।'[২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টি ও সৃষ্টিজীবকে ধ্বংস করবেন, তবে তিনি বেঁচে থাকবেন, তার কোনো ধ্বংস বা লয় নেই। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হওয়ার পরেও কেবল তিনিই থাকবেন।

তিন. তিনি যা চান কেবল তা-ই হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলার যা ইচ্ছা তিনি তা-ই করতে সক্ষম। তাঁর কোনো অক্ষমতা নেই এবং তাঁর কাজে কেউ বাধা দিতে পারে না।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলার পরাক্রমশালিতার ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।'[৩]

তিনি যদি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, আর সমগ্র সৃষ্টি যদি সেটা না-ও চায়, তিনি তা করবেনই, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আর যদি তিনি কোনো কিছু ঘটাতে না চান, তবে কারো সাধ্য নেই সেটা ঘটানোর। আর এই যে তাঁর

---

[১] সুরা রহমান, আয়াত : ২৬-২৭

[২] সুরা কাসাস, আয়াত : ৮৮

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ইচ্ছা, এটা হলো মহাজাগতিক ইচ্ছা, যা কখনো অকার্যকর হয় না; বরং সর্বদাই বাস্তবায়িত হয়।[১] পৃথিবীতে ভালো ও মন্দ, উত্তম ও অনুত্তম যা কিছুই হোক না কেন—সবকিছুই আল্লাহ তাআলার চাওয়ার কারণেই ঘটে থাকে। তাঁর এই ইচ্ছা কারো কাছে অবদমিত ও নিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি যা চান তা ঘটবে এবং তিনি যা চাইবেন না, তা কখনো ঘটবে না। আল্লাহ তাআলার এই গুণটির স্বপক্ষে (কুরআন-হাদিসে) অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে।

☆☆☆

চার. কোনো ওয়াহাম (কল্পনা) তাঁকে ধারণ করতে পারে না এবং কোনো ফাহম (উপলব্ধি) তাঁকে অবধারণ করতে পারে না। **পাঁচ.** তিনি আনামের (সৃষ্টির) সদৃশ

---

[১] আল্লাহর ইচ্ছা দু-ধরনের।

এক. আল-ইরাদাতুল কাওনিয়্যা বা মহাজাগতিক ইচ্ছা। এটার অর্থ হলো, আসমান ও জমিনে যা কিছু ঘটে সবই তাঁর ইচ্ছায় ঘটে; চাই সেটা তাঁর পছন্দনীয় কাজ হোক কিংবা তাঁর অপছন্দনীয় কাজ হোক। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত ভালো-মন্দ কোনো কিছুই ঘটে না। যেমন আমরা সাধারণ কথায় বলে থাকি, 'আল্লাহ যা চান তা-ই হবে।' অর্থাৎ ভালো-মন্দ সবকিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। এ ইচ্ছাকে আমরা তাকদিরও বলতে পারি। অর্থাৎ আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা-ই ঘটে। এতে কখনো কোনো ধরনের ব্যতিক্রম হয় না এবং এর কোনো সুযোগও নেই। বান্দা পছন্দ করুক বা না করুক, সে ইচ্ছা করুক বা না করুক; সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। কারণ আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

দুই. আল-ইরাদাতুশ শারইয়্যা বা শরিয়ত-বিষয়ক ইচ্ছা। এটার অর্থ হলো, তিনি বান্দাদেরকে আদেশ-নিষেধ জানিয়ে দেওয়ার পর প্রত্যাশা করেন, তারা তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। তাঁর এ ইচ্ছা কেবল তাঁর পছন্দনীয় কাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন : কেউ কোনো পাপকাজ করলে আমরা বলি, সে এমন একটা কাজ করল, যা আল্লাহ চান না। অর্থাৎ আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। এখানে চাওয়া বলতে পছন্দ বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর সকল বিধান বান্দাদের মেনে চলার ব্যাপারে তাঁর চাওয়াটা হলো, আল-ইরাদাতুশ শারইয়্যা বা শরিয়ত-বিষয়ক ইচ্ছা। এটি প্রথমটির মতো বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ প্রথমটিতে বান্দা ইচ্ছা করুক বা না করুক, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু এ দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছার ক্ষেত্রে তেমন বাধ্যবাধকতা নেই। বান্দাকে এখানে আল্লাহর ইচ্ছা তথা পছন্দকে বাস্তবায়ন করা ও না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর এ ইচ্ছা কখনো বাস্তবায়িত হয়; যেমন একজন খাঁটি মুমিন বান্দার ক্ষেত্রে ঘটে। আবার কখনো বাস্তবায়িত হয় না; যেমন ফাসিক বা কাফিরদের ক্ষেত্রে ঘটে।

উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় প্রকারের ইচ্ছা কিছু ক্ষেত্রে (যেমন ফাসিক বা কাফিরের ক্ষেত্রে) বাস্তবায়িত হয় না, এর দ্বারা কিন্তু আল্লাহর অক্ষমতা (নাউজুবিল্লাহ) বোঝা যায় না। বরং এক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা বা পছন্দ বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে বান্দাকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, এটাও কিন্তু তাঁর (প্রথম প্রকারের) ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার চাওয়া সত্ত্বেও কাফিররা ইসলাম গ্রহণ করে না কেন, এতে এ প্রশ্নের পরিষ্কার জবাব রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছার এ দুটি ভাগ জানা ও বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যা নানা প্রশ্ন ও সংশয় দূর করে দেয়।—শারয়ি সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নন। **ছয়.** তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি কাইয়ুম (অবিনশ্বর ও সবকিছুর ধারক), তাঁর নিদ্রার কোনো প্রয়োজন নেই।

শাব্দিক অর্থ

আনাম—সৃষ্টিজীবকে আনাম বলা হয়। **কাইয়ুম**—যিনি সার্বক্ষণিক কোনো জিনিসের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন।

ব্যাখ্যা

চার. কোনো মাখলুকের পক্ষে আল্লাহ তাআলাকে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়।

কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদের সামনে ও পেছনে (আগে ও পরে) যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। কিন্তু তারা তাদের জ্ঞানের আওতায় তাঁকে আনতে পারবে না।'[১]

সুতরাং মানুষ নিজের চিন্তা, ভাবনা, ধারণা ও কল্পনা কোনো কিছুতেই আল্লাহকে ধারণ করতে পারে না। কোনো মাখলুকই আল্লাহর স্বত্তাগত স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়।

পাঁচ. আল্লাহ তাআলা তাঁর সত্তা, নাম, গুণাবলি ও কর্মে কোনো মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখেন না। তিনি মাখলুকের সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। কোনো কিছুই তাঁর মতো হতে পারে না।

ছয়. আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব সত্তা, তাঁর মৃত্যু নেই। কুরআনুল কারিমে বর্ণিত রয়েছে, 'আর আপনি সেই চিরঞ্জীব সত্তার ওপর নির্ভর করুন, যার মৃত্যু নেই।'[২]

আল্লাহ তাআলার মহিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ভূপৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবে শুধু আপনার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা (সত্তা)।'[৩]

কুরআন মাজিদ থেকে আরো জানা যায়, 'একমাত্র তাঁর সত্তা ছাড়া আর সবকিছুই

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১১০

[২] সুরা ফুরকান, আয়াত : ৫৮

[৩] সুরা রহমান, আয়াত : ২৬-২৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ধ্বংস হয়ে যাবে। বিধান তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।'[১]

আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব সত্তা, মৃত্যু কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। তিনি কাইয়ুম, সকল কিছুর ধারক ও ব্যবস্থাপক। তাঁর কোনো তন্দ্রা নেই, তাঁর কোনো নিদ্রা নেই। তিনি যদি ঘুমুতেন, তাহলে বিশ্বজগৎ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত, সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেত। তিনি প্রতিটি মুহূর্তে যথাযথভাবে মহাবিশ্বের পরিচালনা করছেন।

এসব আলোচনা দ্বারা এখানে মুশাব্বিহা ফিরকার ভ্রান্ত মত খণ্ডন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিজীবের সাথে তুলনা করে এবং তাঁর সঙ্গে মাখলুকের সাদৃশ্য স্থাপন করে।

☆☆☆

সাত. তিনি কোনো প্রকারের মুখাপেক্ষিতা ও প্রয়োজন ছাড়াই (সকল মাখলুকের) সৃষ্টিকারী এবং কোনো প্রকারের কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়াই (সবার) রিযিকদাতা। **আট.** তিনি কোনো ধরনের ভয় ও শঙ্কা ছাড়াই (প্রতিটি জীবের) মৃত্যুদানকারী এবং কোনোরূপ কষ্ট ছাড়াই (সবাইকে) পুনরুত্থানকারী।

ব্যাখ্যা

সাত. আল্লাহ তাআলা মানুষ ও সৃষ্টিজীবকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজ প্রয়োজনে বা তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণের আশায় কাউকে সৃষ্টি করেননি।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জ্বীন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[২]

আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টি তথা জলজ ও স্থলজ প্রাণী, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী মানুষ এবং অদৃশ্য জ্বীনজাতি—সবাইকে রিযিক প্রদান করেন। তিনি তাদের সবার

---

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ৮৮

[২] সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সব ধরনের চাহিদা, অভাব-অনটন ও প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। এতে তাঁর সেই বিশাল রিযিকের ভাণ্ডারে বিন্দু পরিমাণ ঘাটতিও দেখা দেয় না। তাঁর কাছে রয়েছে আসমান ও জমিনের অফুরন্ত রিযিক আর সীমাহীন ঐশ্বর্য।

আট. সমস্ত জীব ও প্রাণীর জীবন তাঁর কব্জায় রয়েছে। তিনি যার আয়ু বাড়িয়ে দিতে চান, সে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। আর যার আয়ু কমিয়ে দিতে চান, সে দ্রুত মৃত্যুবরণ করে। তিনি কারো ভয়ে কিংবা কারো পক্ষ থেকে ক্ষতির আশঙ্কায় কারো জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দেন না।

কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ আত্মাসমূহকে নিয়ে নেন তাদের মৃত্যুর সময়।[১] তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।[২] তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে না; বরং (সকল মানুষ ও জ্বীন যা করে সে ব্যাপারে) তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।[৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কাফিররা মনে করে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। আপনি বলুন, অবশ্যই করা হবে, আমার রবের শপথ, অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে সে ব্যাপারে তোমাদের অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।'[৪]

কুরআনুল কারিম বলছে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্র করবেন, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।'[৫]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন আবারও জীবিত করবেন। এটা করতে তাঁর কোনো কষ্ট হবে না। যিনি পানি দ্বারা নিষ্প্রাণ মাটির ভেতর প্রাণসঞ্চার করেন, যিনি পানি দ্বারা জমিনে ফসল উৎপাদন করেন, তিনি মৃতকে জীবিত করতে অবশ্যই সক্ষম।

---

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৪২

[২] সুরা রাদ, আয়াত : ৪১

[৩] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩

[৪] সুরা তাগাবুন, আয়াত : ৭

[৫] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রহমত তথা বৃষ্টির পূর্বে বায়ু প্রবাহিত করেন সুসংবাদ হিসেবে। এমনকি যখন তা ভারী মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি সেটাকে মৃত জনপদের দিকে হাঁকিয়ে দিই। অতঃপর তা থেকে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি। অতঃপর তা দিয়ে সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদের বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।'[১]

যিনি মানুষকে একবার সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে সুন্দর ও অভিনব আকৃতি দান করেছেন, তাঁর পক্ষে আবার তাদেরকে পুনরুত্থিত করা কীভাবে অসম্ভব হতে পারে? যুক্তির বিচারে প্রথম সৃষ্টির তুলনায় তো দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাই তুলনামূলক অধিক সহজ। অবিশ্বাসীরা আল্লাহ তাআলার ওপর যে অভিযোগ আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

সারকথা

আল্লাহ তাআলা আদি ও অন্ত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো ধ্বংস, মৃত্যু, ক্ষয় ও বিনাশ নেই। তিনি যা চান তা-ই করেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। কোনো মাখলুকের পক্ষে তাঁকে ধারণ ও অবধারণ করা সম্ভব নয়। তিনি কখনো ঘুমান না। ঘুম, তন্দ্রা বা নিদ্রা কখনোই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি তাঁর কোনো কাজের জন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ নন। কোনো কিছুর জন্য কারো কাছে তাঁকে জবাবদিহিতা করতে হয় না। তবে প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ কাজের জন্য কিয়ামতের ময়দানে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং ভালো-মন্দ সব কাজের হিসেব দিতে হবে।

জিজ্ঞাসা

» 'কাদিম' কি আল্লাহ তাআলার কোনো নাম? যদি না হয়, তাহলে এর কারণ কী?

» 'তিনি যা চান তা-ই হয়'—এটা বলতে কী বোঝায়?

» শিরক-কুফর ও পাপাচার কি আল্লাহর ইচ্ছেতেই হয়? হলে এই কথাটির ব্যাখ্যা কী?

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তৃতীয় অধ্যায়

খালিক ও রব

এক. বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে ও পরে, সেই অনন্তকাল থেকে তিনি নিজস্ব গুণাবলি ধারণ করে আছেন। মানবজাতি সৃষ্টি করার কারণে তাঁর গুণ, যোগ্যতা বা শক্তি-সামর্থ্যের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। তিনি যেমন আযাল (অনন্তকাল) থেকে গুণাবলি ধারণ করে আছেন, তেমনি আবাদ (চিরকাল) পর্যন্ত তা ধারণ করে থাকবেন।

দুই. মাখলুক সৃষ্টি করার পর তাঁর নাম 'খালিক' (স্রষ্টা) হয়নি কিংবা সৃষ্টিজগৎ নির্মাণ করার পর তাঁর নাম 'বারী' (নির্মাণকারী) হয়নি। বরং আযাল (অনন্তকাল) থেকেই তিনি নির্মাণকারী। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে থেকেই তিনি সৃষ্টিকর্তা।

শাব্দিক অর্থ

আযাল—যে কালের কোনো শুরু নেই। **আবাদ**—যে কালের কোনো অন্ত নেই। **বারী**–যিনি কোনো পূর্ব নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেন।

ব্যাখ্যা

এক. আল্লাহ তাআলার সমস্ত গুণাবলি সেই অনন্তকাল থেকে রয়েছে। তাঁর এসব নাম আগে থেকেই যেমন বিদ্যমান ছিল, এখনও তেমন আছে এবং চিরকাল একইভাবে বিদ্যমান থাকবে। তাঁর এ সকল গুণ হলো পূর্ণতার গুণ। এই গুণগুলো না

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থাকা তাঁর জন্য অপূর্ণতা। তাই তিনি যদি আযাল থেকেই এসব গুণ ধারণ না করে পরবর্তীতে এই গুণগুলো ধারণ করে থাকেন, তাহলে (ইতঃপূর্বে) এই গুণগুলো না থাকার কারণে তিনি অপূর্ণ বলে বিবেচিত হবেন। অথচ সব ধরনের অপূর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা থেকে তিনি মুক্ত। মানুষ সৃষ্টি করার পর নতুন করে তাঁর মধ্যে কোনো গুণাবলি যুক্ত হয়নি। মানুষ সৃষ্টি করার আগ থেকেই সব ধরনের গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি যেমন অনন্তকাল থেকে এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন, তেমনি তিনি চিরকাল এসব গুণে গুণান্বিত থাকবেন। এই গুণাবলি তাঁর থেকে কখনো হ্রাস পাবে না। তাঁর গুণাবলি ধারণ করার কোনো সূচনাকাল নেই। আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর এই গুণগুলোও চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহ তাআলা এমন এক সত্তা, যিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যু যাকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না।

দুই. মহান আল্লাহ জীবজগৎ সৃষ্টি করার আগে থেকেই স্রষ্টা। সৃষ্টি করার পরেও তিনি স্রষ্টা নামেই ভূষিত। বাস্তবে সৃজন ও সৃষ্টি প্রকাশ পাওয়ার সাথে তাঁর গুণ ও নাম সম্পৃক্ত নয়।

আল্লাহ তাআলার 'বারী' নামের ক্ষেত্রেও একই কথা। তিনি সৃষ্টিজীব ও সমস্ত সৃষ্টিজগৎ পূর্বের কোনো নমুনা ব্যতীত সৃষ্টি করার পর এই নাম গ্রহণ করেননি; বরং এই নাম ও গুণ অনন্তকাল থেকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। আল্লাহ তাআলার সত্তা যেমন শাশ্বত, চিরন্তন ও চিরঞ্জীব তেমনি তাঁর নাম ও গুণও চিরস্থায়ী ও চিরন্তন।

হাদিস থেকে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার ৫০ হাজার বছর আগেই সৃষ্টিজীবের তাকদির নির্ধারণ করে রেখেছেন।[১]

☆☆☆

তিন. যখন কোনো মারবুব (যার প্রতিপালন করা হয় অর্থাৎ মাখলুক) ছিল না তখন থেকেই তাঁর মধ্যে রুবুবিয়্যাহ (প্রতিপালন গুণ) প্রতিষ্ঠিত আছে। যখন কোনো সৃষ্টি ছিল না তখন থেকেই তাঁর মধ্যে সৃষ্টি করার গুণ প্রতিষ্ঠিত আছে।

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৬৫৩; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৬১৩৮; *সুনানুত তিরমিযি* : ২১৫৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৬৫৭৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চার. মৃতদের জীবন দান করার পরে যেমন তিনি 'আল-মুহয়ি' (জীবনদানকারী), মৃতদের জীবন দান করার আগেও তিনি 'আল-মুহয়ি' (জীবনদানকারী)। একইভাবে সৃষ্টি করার পরে যেমন তিনি 'খালিক' (স্রষ্টা), সৃষ্টি করার আগে থেকেও তিনি 'খালিক' (স্রষ্টা)।

পাঁচ. তাঁর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, তিনি অভাবমুক্ত। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু আমরা সকলেই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। কোনো কাজই তাঁর পক্ষে কঠিন কিছু নয়, বরং সবকিছুই তাঁর জন্য অতিশয় সহজ। কুরআনুল কারিমে মহামহিম আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।'[১]

শাব্দিক অর্থ

রুবুবিয়্যাহ—মালিকানা, হস্তক্ষেপ এবং ব্যবস্থাপনার সম্মিলিত রূপ। **মারবুব**—যার প্রতিপালনের ভার নেওয়া হয়। অর্থাৎ যাকে প্রতিপালন করা হয়।

ব্যাখ্যা

তিন. প্রতিপালনের যতগুলো দিক আছে, সবগুলো দিক বিবেচনায় আল্লাহ তাআলা আমাদের রব। তাঁর এই গুণ সৃষ্টিজীব প্রতিপালনের আগ থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি যেমন সৃষ্টি করার আগ থেকেই স্রষ্টা, তেমনই তিনি প্রতিপালন করার আগ থেকেই রব বা প্রতিপালক। এই নাম ও বৈশিষ্ট্যগুলো আদিকাল থেকেই তাঁর জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং চিরকাল থাকবে।

চার. আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জীবনদান করার পর যেমন তিনি মৃতকে জীবন-দানকারী, তেমনি জীবনদান করার আগেও তিনি মৃতকে জীবনদানকারী। সৃষ্টি করার আগেও তিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টি করার পরেও তিনি স্রষ্টা। কারণ তিনি সবকিছু করতে সক্ষম, তাঁর জন্য অসাধ্য কিছু নেই। কোনো কিছু না করার অর্থ এই নয় যে, তিনি তা পারেন না; তেমনই কোনো কিছু করার অর্থও এই নয় যে, তিনি সেই কাজের মুখাপেক্ষী। বরং তিনি কোনো কিছু চাইলেই করেন, আর না চাইলে

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করেন না। আর এই যে তাঁর ইচ্ছা, এটা হলো মহাজাগতিক ইচ্ছা, যা কখনো অকার্যকর হয় না; বরং সর্বদাই বাস্তবায়িত হয়। পুরো জগতে এমন কিছুই নেই, যা তাঁর ইচ্ছার বাহিরে এবং এমন কিছুই নেই, যা তিনি ইচ্ছে করলেও করতে সক্ষম নন। মুতাযিলা সম্প্রদায়ের[১] লোকগুলো মনে করে, আল্লাহ তাআলা এমন কাজই কেবল করতে সক্ষম, যা তাঁর নিজের কাজ। তারা দাবি করে, বান্দার কাজ আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে নয়, তিনি তাদের কাজের ওপর কোনো ক্ষমতা রাখেন না। বান্দা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে নিজের ইচ্ছাতেই সব কাজ করে থাকে। তাদের এই ভ্রান্ত চিন্তা ও বক্তব্য মেনে নিলে আল্লাহ তাআলার পূর্ণতার গুণকে অস্বীকার করা হয়। কারণ আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে সক্ষম। এমন কিছুই নেই, যা তিনি করতে পারেন না। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[২]

পাঁচ. এই দুনিয়ায় সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা আর ফয়সালাতেই হয়ে থাকে—এই বিশ্বাস আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতের প্রতি ঈমান আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এ জগতে যা কিছু আছে সেগুলোর সৃষ্টি হওয়া থেকে শুরু করে বেঁচে থাকা ও টিকে থাকা সবকিছু আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ ও সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষী। সবকিছুই তাঁর জন্য সহজ, কোনো কিছুই তাঁর জন্য কঠিন বা অসাধ্য নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'পৃথিবীতে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের যে বিপর্যয়ই আসে তা সংঘটিত হওয়ার আগেই আমি তা কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।'[৩]

আল্লাহ তাআলার কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই, তবে অনিবার্যভাবে তাঁকে সবার প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলার প্রতি সকলের এই যে মুখাপেক্ষিতা, এর কোনো হ্রাসবৃদ্ধি নেই, সদাসর্বদা এই মুখাপেক্ষিতা বিদ্যমান। এই অভাব ও প্রয়োজনের জন্য সকল মাখলুক সবসময় আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল এবং তাঁর প্রতি

---

[১] একটি ভ্রান্ত দল। মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস প্রণয়নে এরা দলিলের পরিবর্তে বিবেককে প্রাধান্য দিত। ওয়াসিল ইবনু আতা নামের এক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি এর গোড়াপত্তন করে।

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৪

[৩] সুরা হাদিদ, আয়াত : ২২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মুখাপেক্ষী। এমন কোনো সময় বা স্থান নেই, যখন তাঁর প্রতি এই মুখাপেক্ষিতার সমাপ্তি ঘটবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। আর তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।'[১]

সারকথা

আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত গুণাবলি কাদিম (অবিনশ্বর ও চিরন্তন) এবং তাঁর কর্মের সাথে সম্পৃক্ত গুণাবলিও শ্রেণিগতভাবে কাদিম। অবশ্য তাঁর (কর্মের সাথে সম্পৃক্ত গুণাবলির) একক প্রকারসমূহ (যেমন : কোনো ব্যক্তিকে সৃষ্টি ও তাকে জীবনদান বা মৃত্যুদান ইত্যাদি কাজের অস্তিত্ব এবং বাস্তবায়ন) নশ্বর, যা পরে অস্তিত্বে এসেছে। আল্লাহ তাআলা যেমনি অবিনশ্বর, তাঁর গুণাবলিও অবিনশ্বর। সকল কিছু সৃষ্টির পরেও যেমন তিনি তাঁর সমস্ত নাম ও গুণাবলির উপযুক্ত, তেমনি সবকিছু সৃষ্টির আগেও তিনি তাঁর সমস্ত নাম ও গুণাবলির উপযুক্ত।

জিজ্ঞাসা

» রুবুবিয়্যাহ গুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য মারবুবের কোনো প্রয়োজন আছে কি?

» সকল বিষয়ে কি আল্লাহ তাআলার শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে?

» আল্লাহ তাআলার বাণী, 'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়'—কথাটির ব্যাখ্যা কী?

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চতুর্থ অধ্যায়

সৃষ্টির সীমা, পরিমাপ ও অদৃশ্যের জ্ঞান

এক. তিনি মাখলুক সৃষ্টি করেছেন নিজ জ্ঞানে। **দুই.** তাদের জন্য সবকিছুর পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। **তিন.** তাদের আজাল (জীবন-মৃত্যুর সময়সীমা) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। **চার.** তাদের সৃষ্টি করার আগেও তাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন ছিল না এবং তাদের সৃষ্টি করার আগে থেকেই তিনি জানেন তারা ভবিষ্যতে কী করবে।

শাব্দিক অর্থ

আজাল—একটি নির্ধারিত সময়কাল, যা পেরিয়ে গেলে কোনো বস্তু শেষ সীমায় পৌঁছে যায় এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ব্যাখ্যা

এক. তিনি যা সৃষ্টি করছেন তা জেনে-বুঝেই করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে নির্মাণের সময় থেকেই অবগত। যেমনটা কুরআনুল কারিমে বর্ণিত, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।'[১]

---

[১] সুরা মুলক, আয়াত : ১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

'তাদের সামনে-পেছনে (আগে-পরে) যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। কিন্তু তারা তাদের জ্ঞানের আওতায় তাঁকে আনতে পারবে না।'[১]

'আসমান ও জমিনে অণু পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও ছোট বা বড় কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। বরং সবই সুস্পষ্টভাবে কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।'[২]

কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। বড় থেকে ছোট সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের ভেতর রয়েছে।

দুই. আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছি পরিমিতরূপে।'[৩]

কুরআন মাজিদে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।'[৪]

ভালো ও মন্দ দুটোই আল্লাহ তাআলার মাখলুক। তিনি সবকিছু নির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তৈরি করেছেন নির্দিষ্ট পরিমাপে। এ বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে লেখক ওই সকল লোকের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন, যারা বলে, মন্দ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি নয়।

তিন. আল্লাহ তাআলা মাখলুকের জন্য যে জীবনসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেই সীমা তারা অতিক্রম করতে পারে না।

কুরআন থেকে জানা যায়, 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি (নির্দিষ্ট) মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের সে (নির্দিষ্ট) মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পেছাতে পারবে, আর না এক মুহূর্ত এগুতে পারবে।'[৫]

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ১১০

[২] সুরা সাবা, আয়াত : ৩

[৩] সুরা কমার, আয়াত : ৪৯

[৪] সুরা ফুরকান, আয়াত : ২

[৫] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাই আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমার আগেও কিছু ঘটবে না এবং পরেও কিছু ঘটবে না।

চার. আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করার আগে থেকেই সবকিছু জানেন। তিনি জানেন, ভবিষ্যতে কে সৌভাগ্যবান হবে আর কে দুর্ভাগ্যবান। তিনি জানেন, কে নেককার হবে আর কে বদকার হবে, কে সৎ হবে আর কে অসৎ হবে। তিনি জানেন, কোন দিনে কার কী হবে, কে কোন অবস্থায় থাকবে। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান সর্বব্যাপী, কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের ঊর্ধ্বে নয়।

সারকথা

আল্লাহ তাআলা জেনে-বুঝেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট একটি পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টি ও কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। তিনি সৃষ্টিজগতের সামান্য নড়াচড়া সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করার আগে থেকেই তিনি সেসবের ব্যাপারে জানেন।

জিজ্ঞাসা

» 'তিনি প্রতিটি জিনিসের পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।'—এই বাক্যটির অর্থ কী?

» আল্লাহ তাআলা কি মানুষকে সৃষ্টি করার আগেই তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে অবগত?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর ইচ্ছা ও ফয়সালা

এক. তিনি তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। **দুই.** সবকিছুই তাঁর নির্ধারিত ভাগ্যলিপি ও ইচ্ছা অনুযায়ী চলে। কেবল তাঁর ইচ্ছা ও ফয়সালাই কার্যকর হয়। বান্দার ফয়সালা ও ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু হয় না। সুতরাং তিনি যদি কোনো কিছু চান, তবেই সেটি সংঘটিত হয়। অন্যথায় তা কখনো সংঘটিত হয় না।

শাব্দিক অর্থ

তাঁর ইচ্ছা ও ফয়সালাই কার্যকর হয়। অর্থাৎ তাঁর ইরাদাই বাস্তবায়িত হয় এবং তিনি যা চান, কেবল তা-ই ঘটে থাকে।

ব্যাখ্যা

এক. আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিজীবকে কেবল তাঁরই আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং এজন্য বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তিনি তাঁর অবাধ্য হতে আমাদের নিষেধ করেছেন এবং এই অবাধ্যতার জন্য ভয়ানক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

‘এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশমতো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চলে, তবে তিনি তাকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেসবের তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হলো বিরাট সাফল্য। আর কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁর সীমা অতিক্রম করে, তবে তিনি তাকে আগুনে (জাহান্নামে) প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।[১]

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করার পর আদেশ ও নিষেধের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কেবল আদেশ-নিষেধ করার অধিকার রাখেন, তিনিই কেবল জীবন-বিধান ও জীবন-নির্দেশিকা দিতে পারেন; অন্য কারোর তা দেওয়ার অধিকার নেই। কুরআনুল কারিমে এ ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে, 'শুনে রেখো, সৃষ্টি এবং আদেশ তাঁরই।'[২]

দুই. সবকিছু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদির, তাঁর ইচ্ছা ও ফয়সালার পরিমাপ অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই হতে পারে না, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনো কিছুই ঘটতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা ও ফয়সালাই কেবল কার্যকর ও বাস্তবায়িত হয়। এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না। একেই বলে তাঁর মহাজাগতিক ইচ্ছা। এ মহাজাগতিক ইচ্ছার মাধ্যমেই সমগ্র জগতে ভালো ও মন্দ সবকিছু ঘটে থাকে। কুরআনে বর্ণিত রয়েছে, 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'[৩]

'আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করত না, কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।'[৪]

'আর বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ না চাইলে তোমরা (কিছু) চাইতে পারো না।'[৫]

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৩-১৪

[২] সুরা আরাফ, আয়াত : ৫৪

[৩] সুরা আনআম, আয়াত : ৩৯

[৪] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৩

[৫] সুরা তাকভির, আয়াত : ২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তবে আল্লাহ তাআলার এই মহাজাগতিক ইরাদাটি শারয়ি ইরাদা (শরিয়ত-বিষয়ক ইচ্ছা) থেকে ভিন্ন। কেননা তাঁর মহাজাগতিক ইচ্ছার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। তিনি যেমন চান তেমনই ঘটে। কিন্তু শরিয়ত-বিষয়ক ইচ্ছার ক্ষেত্রে এমনটা হওয়া জরুরি নয়। কখনো এমন হয় যে, তিনি (শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে) কোনো একটি কাজ সংঘটিত হওয়ার কামনা করেন, কিন্তু (তাঁর মহাজাগতিক ইচ্ছার কারণে) সেটা বাস্তবায়িত হয় না। আবার কখনো তিনি (শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে) কোনো একটি কাজ সংঘটিত হওয়াটাকে অপছন্দ করেন, কিন্তু (তাঁর মহাজাগতিক ইচ্ছার কারণে) সেটা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। নিশ্চয়ই এতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ কোনো হিকমাহ ও রহস্য নিহিত রয়েছে, যা কেবল তিনিই জানেন। বস্তুত তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যা চান তা-ই ঘটে থাকে। আর তিনি তাদের জন্য যা চান না, তা কখনোই ঘটে না; যদিও পৃথিবীর সকল মানুষ তা কামনা করে।

তবে ভ্রান্ত কাদরিয়া সম্প্রদায় এক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তা পোষণ করে। তাদের বিশ্বাস—মানুষ পাপকর্ম করে নিজের ইচ্ছায়, এতে আল্লাহ তাআলার কোনো হাত নেই। এক্ষেত্রে তিনি না চাইলেও যে-কেউ পাপ করতে পারে, তাঁর ইচ্ছার বাইরে গিয়ে সে এমন অনেক কাজই করতে সক্ষম! এ ব্যাপারে মানুষ আল্লাহ তাআলার চাওয়া বা না-চাওয়ার মুখাপেক্ষী নয়! তাদের এই চিন্তা সঠিক ধরে নিলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তাদের মতে, মানুষ এমন অনেক কিছুই করতে পারে এবং অনেক কিছুরই অস্তিত্ব দিতে পারে, যা আল্লাহ তাআলা চাননি। (নাউযুবিল্লাহ)

☆☆☆

তিন. তিনি যাকে চান তাকে সুপথে পরিচালিত করেন, তাকে রক্ষা করেন এবং ক্ষমা করে দেন। তিনি এ সবকিছু করেন নিজ অনুগ্রহে। আর যাকে চান তাকে তিনি বিপথে পরিচালিত করেন এবং পরীক্ষায় ফেলে দেন। তিনি এসব করেন ন্যায়পরায়ণতার কারণেই। **চার.** সবাই তাঁর ইনসাফ ও অনুগ্রহের ইচ্ছার মধ্যে আবর্তিত হয়।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তাকে হিদায়াত দেন, তাকে ঈমানের দৌলত দান করেন এবং গুনাহ ও পাপকাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। দুনিয়া ও আখিরাতে পাপ কাজের পরিণাম থেকেও রক্ষা করেন। আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তাআলা কেবল তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কারণেই এমনটি করে থাকেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলার প্রতি সেই বান্দার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অন্যদিকে কাউকে তিনি বিপথে পরিচালিত করেন, তাকে পরিত্যাগ করেন এবং শয়তানের প্রতারণা থেকে তাকে রক্ষা করেন না। গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন না। তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন। ফলে সে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইনসাফের দাবি থেকেই আল্লাহ তাআলা তার সাথে এই আচরণ করেন। তিনি কারো ওপর বিন্দু পরিমাণ জুলুমও করেন না। তাঁর সমস্ত কাজে হিকমাহ ও সর্বোচ্চ ইনসাফ থাকে। 'আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে সুপথে পরিচালিত করেন, আর যাকে চান তাকে বিপথে পরিচালিত করেন'—এই কথাটির প্রমাণ মেলে কুরআনের এই আয়াতগুলোতে—

'যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারে থাকা বোবা ও বধির। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'[১]

'আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা করো সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।'[২]

'আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। আর কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।'[৩]

হিদায়াত ও গোমরাহি আল্লাহ তাআলার হাতে, এই বিশ্বাস ও আকিদা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা। মুতাযিলা সম্প্রদায় এই আকিদা পোষণ করে যে, বান্দার কাজ তার নিজের সৃষ্টি। তাদের সুপথে থাকা ও বিপথে যাওয়া তাদের নিজেদের হাতে।

সুতরাং (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা হলো) আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে নিজ অনুগ্রহে হিদায়াত দেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকেও

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ৩৯

[২] সুরা নাহল, আয়াত : ৯৩

[৩] সুরা কাসাস, আয়াত : ৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ইনসাফের কারণেই পথভ্রষ্ট করেন।

চার. মহাবিশ্বের প্রতিটি মানুষ, জীবজন্তু, পশুপাখি, গাছপালা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই দয়া ও ইনসাফ—এই দুটি বিষয়ের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। একজন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দয়া, অনুগ্রহ, ইলম, হিকমাহ ও নিয়ামতের কারণে বিশ্বাসী মানুষে পরিণত হয়, হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হয় এবং সুপথে পরিচালিত হয়। নয়তো সে কুফুরি বা অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে বিপথগামী হয়। আর এটিও আল্লাহর জ্ঞান, হিকমাহ ও ইনসাফের কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে কেউ কিছুই করতে পারে না।

কুরআনে আমরা দেখতে পাই, 'আর বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ না চাইলে তোমরা (কিছু) চাইতে পারো না।'[১]

আল্লাহ তাআলা কাউকে হিদায়াত দেওয়ার পর গুনাহ করার কারণে শাস্তিস্বরূপ তাঁর থেকে হিদায়াতের নিয়ামত তুলে নেন। এরপর আবার অনুগ্রহবশত তাকে হিদায়াত দেন। আবার কাউকে সারাজীবনের জন্য বিপথে পরিচালিত করেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই, তাঁর কাছেই হিদায়াত কামনা করি। সবকিছু মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে থাকে।

সারকথা

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীবকে তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা করা থেকে নিষেধ করেছেন। পৃথিবীর সবকিছু তাঁর ফয়সালা ও ইচ্ছাতে চলে। মানুষের ইচ্ছাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার অধীন, তিনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান তাকে গোমরাহিতে রাখেন। আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে যে ফয়সালা করে রেখেছেন তার গন্ডি থেকে সে কখনো বের হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা

» আল্লাহ তাআলা কোন কাজের আদেশ দিয়েছেন এবং কোন কাজ করতে নিষেধ করেছেন?

---

[১] সুরা তাকভির, আয়াত : ২৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

» ভালো ও মন্দের উৎপত্তি ও প্রকাশও কি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন?

» আল্লাহ তাআলা নিজের ইনসাফের কারণেই কাউকে বিপথে পরিচালিত করেন—এ কথাটির ব্যাখ্যা করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ কেউ নেই

এক. তিনি সকল দিদ ও নিদ-এর ঊর্ধ্বে। **দুই.** কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত নাকচ করতে পারে না, কেউ তাঁর কোনো বিধান ও হুকুমের পর্যালোচনা করতে পারে না এবং তাঁর কাজের ওপর কেউ প্রভাব ফেলতে পারে না।

শাব্দিক অর্থ

দিদ—প্রতিদ্বন্দ্বী। নিদ—সমকক্ষ।

ব্যাখ্যা

এক. আল্লাহ তাআলা এমন মহান ও পরাক্রমশালী এক সত্তা, যার নির্দেশ, সিদ্ধান্ত, সৃষ্টি ও রাজত্বে তাঁর বিরোধিতা করতে পারার মতো কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। শুধু তা-ই নয়, তাঁর সামনে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে কিংবা তাঁর নাম ও গুণের অংশীদার হবে এমন কোনো সত্তাও নেই। বরং আল্লাহ তাআলা এসব প্রতিদ্বন্দ্বী ও সত্তা থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, ‘কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[১]

'অতএব তোমরা জেনে-বুঝে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত কোরো না।'[২]

দুই. মহান আল্লাহ যখন কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তা বাস্তবায়ন করে ফেলেন। যদি সমগ্র দুনিয়াবাসী মিলেও কারো উপকার কিংবা অপকার করতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেটা না চান, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা কখনো কারো উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এ বিষয়ে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। অপরদিকে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'[৩]

'আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তিনি ব্যতীত তা ছেড়ে দেবারও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[৪]

'তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছে করেন, তখন শুধু "হও" বলেন আর অমনি তা হয়ে যায়।'[৫]

আল্লাহ তাআলা যদি কোনো বিষয়ে ফয়সালা করেন, তাহলে তাঁর সেই ফয়সালা কার্যকর হবেই হবে। কারো সাধ্য নেই তা পিছিয়ে দিতে পারে, কারো ক্ষমতা নেই তা রহিত করতে পারে।

কুরআন মাজিদ আমাদের বলছে, 'আর আল্লাহই আদেশ করেন। তাঁর আদেশ প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।'[৬]

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২২

[৩] সুরা আনআম, আয়াত : ১৭

[৪] সুরা ফাতির, আয়াত : ২

[৫] সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ৮২

[৬] সুরা রাদ, আয়াত : ৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিনি যদি কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তা অবশ্যই কার্যকর হবে, কেউ তা বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার কাজ ও নির্দেশ তাঁর সকল মাখলুকের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়। কোনো মাখলুকই তাঁর কাজ ও নির্দেশ থেকে বাইরে নয়।

কুরআনুল কারিম থেকে আরো জানা যায়, 'আর আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।[১]

সারকথা

আল্লাহ তাআলা পুত ও পবিত্র সত্তা। তাঁর কোনো বিরোধী যেমন নেই, তেমনি তাঁর কোনো সমকক্ষ এবং সমপর্যায়েরও কেউ নেই। তাঁর সিদ্ধান্ত, ফয়সালা ও আদেশ-নিষেধ কেউ নাকচ করতে পারে না।

জিজ্ঞাসা

» প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ বলতে কী বোঝায়?

» আল্লাহ তাআলার হুকুম ও ফয়সালা কেউ কি রহিত করতে পারে?

---

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সপ্তম অধ্যায়

রিসালাত

এক. আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচিত সবকিছুর ওপর আমরা ঈমান এনেছি এবং গভীর বিশ্বাস স্থাপন করছি, প্রতিটি বিষয় (ভালো-মন্দ) আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। **দুই.** আমরা আরো বিশ্বাস করি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর মনোনীত বান্দা, নির্বাচিত নবি ও প্রিয় রাসুল।

ব্যাখ্যা

এক. পূর্বের সমস্ত আলোচনা আমরা হৃদয় থেকে বিশ্বাস করেছি, সেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং আমাদের হৃদয়ে এসব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়েছে।

দুই. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যত নাম আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ নাম হলো 'মুহাম্মাদ'। 'মুহাম্মাদ' অর্থ প্রশংসিত। তার মধ্যে এত বেশি প্রশংসিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তার নাম 'মুহাম্মাদ' রেখেছেন। তার বংশানুক্রম হলো—মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আব্দিল মুত্তালিব ইবনি হাশিম। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের সদস্য। এই বংশটি আরবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি বংশ। সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে তারা ছিল সবচেয়ে উঁচু স্তরের। এই বংশের ঐতিহ্যও বহু প্রাচীন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা। মানুষের যতই বংশমর্যাদা ও ইতিহাস-ঐতিহ্য থাকুক না কেন, সে আল্লাহর বান্দা—এই পরিচয়টিই মানুষের জন্য সবচেয়ে সম্মানের ও গৌরবের। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন।'[১]

'আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাজিল করেছি তাতে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে এর অনুরূপ কোনো সুরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী-সাহায্যকারীকে আহ্বান করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।'[২]

'আর যখন আল্লাহর বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দণ্ডায়মান হলো, তখন তারা (জ্বীনেরা) তাঁর কাছে ভিড় জমাল।'[৩]

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টির মধ্যে বেছে নিয়েছেন, তাকে সকল সৃষ্টিজীবের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত নবি, সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাকে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ নবি হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তার ওপর সর্বাধিক মহান ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন।

☆☆☆

তিন. তিনি খাতামুল আম্বিয়া (সর্বশেষ নবি)। সকল মুত্তাকি ও নেককারদের ইমাম (সর্দার)। তিনি সকল নবি-রাসুলের নেতা। বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া, করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন। **চার.** তার পরে কারো নবি হওয়ার দাবি সুস্পষ্ট ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা।

শাব্দিক অর্থ

খাতামুল আম্বিয়া—সর্বশেষ নবি, যার মাধ্যমে নবুওয়াতের সকল দরজা বন্ধ করে

---

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ১

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩

[৩] সুরা জ্বীন, আয়াত : ১৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা

তিন. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং সর্বশেষ নবি। আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত।'[১]

সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলাকে ভয় পান এবং তিনিই সবচেয়ে বেশি পরহেযগার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া (আল্লাহর ভয়) অবলম্বন করি।'[২]

'আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া (আল্লাহর ভয়) অবলম্বন করি এবং তাঁর (আল্লাহর) বিধিনিষেধ সম্পর্কে আমিই সবচেয়ে বেশি জানি।'[৩]

নবিজির ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি সকল নবি-রাসুলের নেতা। নবিজি বলেন, 'আমি মানবজাতির সর্দার, এতে গর্বের কিছু নেই।'[৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিশ্বজগতের মহান প্রতিপালকের প্রিয়তম বান্দা। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন, তাকে বাছাই করেছেন, তাকে সর্বাধিক নৈকট্য দিয়েছেন এবং সকলের ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। নবিজি বলেন—

'আল্লাহ তাআলা আমাকে বন্ধু বানিয়েছেন, যেভাবে তিনি বন্ধু বানিয়েছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে।'[৫]

---

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৪০

[২] *সহিহ বুখারি* : ৫০৬৩; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৩১৭

[৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৩৬৮২; *মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক* : ৭৪১২; হাদিসটি সহিহ।

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ২৫৪৬, ২৬৯২, ১০৯৮৭; *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৬১৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪৩০৮; হাদিসটি সহিহ।

[৫] *সহিহ মুসলিম* : ৫৩২; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৬৪২৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৪১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চার. তার মৃত্যুর পর নিজেকে নবি দাবি করা গোমরাহি, ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা। যে-কেউ নিজের ব্যাপারে অথবা অন্য কারো ব্যাপারে নবি হওয়ার দাবি করলে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে, কাফিরে পরিণত হবে। যে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিকে সত্য মনে করবে সেও কাফির হয়ে যাবে। এমনকি যে এটা (মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি) কুফরি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে সেও কাফির। একজন মুমিনের বিশ্বাস হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আর কোনো নবি নেই। তবে হ্যাঁ, তার পরে অনেক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তারা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাবে, মানুষকে ভড়কে দেবে, বিস্মিত করবে, অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটাবে এবং তাদের অনেক অনুসারীও তৈরি হবে। তবে তাদের এই ভেলকিবাজি মানুষের সামনে ফাঁস হয়ে যাবে। তারা শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত আর অপদস্থ হবে এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য কখনো পূর্ণতা পাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর যে ব্যক্তিই নবুওয়াতের দাবি করেছে প্রত্যেকের সাথেই এমনটা ঘটেছে। কেউই সসম্মানে ইজ্জতের সাথে জীবন অতিবাহিত করতে পারেনি।

☆☆☆

পাঁচ. তিনি সকল জ্বীন ও মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন সত্য ও সুপথের দিশা নিয়ে এবং নুর ও হিদায়াতের মশাল নিয়ে। মহান আল্লাহ তার প্রতি দয়া, করুণা ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

ব্যাখ্যা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ রাসুল। তার আনিত বার্তা ও রিসালাত সমস্ত সৃষ্টিজীব তথা মানুষ ও জ্বীনজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত। এর আগে আল্লাহ তাআলা যত নবি-রাসুল পাঠিয়েছিলেন, সবাইকে নির্দিষ্ট একটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছি।'[১]

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নবিজি বলেন, 'পূর্বে প্রত্যেক নবিকে নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো, আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে।'[১]

সত্য ও হিদায়াত দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রেরণ করেছেন। কুরআনুল কারিমে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি তাঁর রাসুলকে পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন-সহ প্রেরণ করেছেন, সকল দ্বীনের ওপর একে বিজয়ী করার জন্য; যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[২]

মহান আল্লাহ তাকে এমন আলো দিয়ে দুনিয়ার বুকে পাঠিয়েছেন, যা সৎপথের দিকে পরিচালিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের কাছে একটি বিশেষ নুর (আলো) এবং সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে।[৩]

অর্থাৎ কুরআন হচ্ছে সত্যের আলো, সৎপথ প্রদর্শনকারী এবং অন্তরের রোগ-ব্যাধির জন্য ওষুধস্বরূপ।

সারকথা

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মনোনীত করেছেন। তাকে জ্বীন ও মানুষ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত এবং সত্য একটি দ্বীন-সহ দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন। তিনি হলেন সর্বশেষ নবি। তার পরে আর কোনো নতুন নবি আসবে না।

জিজ্ঞাসা

» নবিজি কি সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন নাকি নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের জন্য?

» যে ব্যক্তি নিজের কিংবা অন্যের ব্যাপারে নবি হওয়ার দাবি করল, তার ক্ষেত্রে বিধান কী?

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৩৫, ৪৩৮; *সহিহ মুসলিম* : ৫২১

[২] সুরা সফ, আয়াত : ৯

[৩] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অষ্টম অধ্যায়

কুরআন

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম (বাণী)। এটা তাঁর কাছ থেকে কাইফিয়াত (ধরন ও আকৃতি) ছাড়া কথা হিসেবেই প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা এটিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহির মাধ্যমে নাযিল করেছেন। মুমিনেরা তাকে এ ব্যাপারে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছে এবং তারা এটাও বিশ্বাস করেছে, কুরআন আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহ তাআলার কালাম। তবে মানুষের কথার মতো তাঁর কথা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি কুরআন শোনার পর এটিকে মানুষের কথা বলে মনে করবে, সে সঙ্গে সঙ্গে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এমন ধারণা-পোষণকারী ব্যক্তির প্রতি নিন্দা জানিয়েছেন, অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং সাকর নামক জাহান্নামে তাকে প্রবেশ করানোর ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার ভাষ্য, 'শীঘ্রই আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।'[১] তিনি এই কথাটি বলেছেন ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, যে ব্যক্তি মনে করে, 'এটা (কুরআন) তো মানুষের কথা বৈ আর কিছু নয়।'[২]

---

[১] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ২৬

[২] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অতএব, কুরআনের কথাকে মানুষের কথা মনে করলে যেহেতু জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, কুরআন কখনোই মানুষের কথা নয়; বরং মানুষের স্রষ্টার কথা, যা মানুষের কথার সাথে কোনো ধরনের মিল রাখে না।

ব্যাখ্যা

বাস্তবিক অর্থেই কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। তাঁর কাছ থেকেই এই কথাটির প্রকাশ ঘটেছে। আমরা জানি না, আল্লাহ তাআলা কীভাবে কথা বলেন। তবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কথা বা কালাম। কথা বলা একটি পূর্ণতার গুণ, যা আল্লাহ তাআলার জন্য প্রমাণিত। কথা বলতে না পারা হচ্ছে অপূর্ণতা, যা থেকে তাঁর সত্তা পরিপূর্ণ পবিত্র। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'আর অনেক রাসুল আছেন, যাদের কথা আমি আপনাকে ইতঃপূর্বে জানিয়েছি এবং অনেক রাসুল আছেন, যাদের কথা আমি আপনাকে জানাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।'[১]

সুতরাং আল্লাহ শান ও মর্যাদার উপযুক্ত ভঙ্গিতে কথা বলা এমন এক পরিপূর্ণতার গুণ, যা আল্লাহ তাআলার জন্য আযাল (অন্তহীন আদিকাল) থেকেই প্রতিষ্ঠিত। কুরআন যে আল্লাহ তাআলার কালাম, এ ব্যাপারে কুরআনেই স্পষ্ট আয়াত নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর মুশরিকদের কেউ যদি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দান করুন, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা অজ্ঞ।'[২]

আল্লাহ তাআলার কথা বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে কুরআন বাস্তবেই আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী, যা তিনি ওহির মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন। এটি মুমিনরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেছে। তাদের বিশ্বাস, প্রকৃত অর্থেই কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম। আর তাঁর কালাম তাঁর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি সৃষ্টি নয়। আল্লাহ তাআলার গুণাবলি তাঁর সত্তারই একটি অংশ, যা কাদিম বা চিরন্তন, শাশ্বত ও অসৃষ্ট। মানুষের কথা শাশ্বত নয়,

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৬৪

[২] সুরা তাওবা, আয়াত : ৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মানুষের কথা মূলত সৃষ্ট। মানুষ যেমন সৃষ্ট, তেমনি তাদের কথাও সৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কথা কাদিম ও অসৃষ্ট। তাই কেউ যদি মনে করে, কুরআন হচ্ছে মানুষের কথার মতো এবং এটি নশ্বর, তাহলে সে কুফরি করল। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করার ঘোষণা দিয়েছেন। মহান আল্লাহর ভাষ্য, 'অতঃপর সে বলল, 'এ তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা তো মানুষেরই কথা।' আমি তাকে অচিরেই সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব।'[১]

মুমিনরা যখন লক্ষ করল, যে ব্যক্তি মনে করে কুরআন আর মানুষের কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছেন, তখন তারা বুঝতে পারল, কুরআন মানুষের কথা নয়; বরং এটা হলো মানুষের স্রষ্টার কথা, যার সাথে মানুষের কথার কোনো মিল নেই। আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা যেমন মানবসত্তা থেকে ভিন্ন, তেমনি আল্লাহ তাআলার গুণাবলিও মানুষের গুণাবলি থেকে ভিন্ন।

সারকথা

কুরআন প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ তাআলার কালাম। কুরআন কখনোই মাখলুক বা সৃষ্ট নয়। যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করবে, কুরআন হচ্ছে মানুষের কথা, সে ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে কাফির হয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা

» কুরআনের ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

» যে ব্যক্তি ধারণা করে, কুরআন মাখলুক (সৃষ্ট), তার ব্যাপারে বিধান কী?

---

[১] সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ২৪-২৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নবম অধ্যায়

আল্লাহর গুণাবলি অনন্য ও অতুলনীয়

কেউ যদি আল্লাহ তাআলার ওপর মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করে, তবে সে কাফির হয়ে যাবে—এই বিষয়টি যে চিন্তাভাবনা করবে, তার মধ্যে এক ধরনের উপলব্ধি সৃষ্টি হবে। সে কাফিরদের মতো অসংলগ্ন কথা বলা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। সে বুঝতে পারবে, আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।

ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার গুণাবলির সাথে কোনো মানুষ বা সৃষ্টিজীবের তুলনা করবে, তাদের মাঝে মিল খুঁজে বেড়াবে, সে ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হবে। পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়, 'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।'[১]

যে ব্যক্তি এই আয়াতের মর্মার্থ বুঝবে, সে কোনোদিনও আল্লাহ তাআলাকে মানুষের মতো গণ্য করতে পারবে না; বরং এই জঘন্য কাজটিকে সে কুফরি হিসেবেই মেনে নেবে। আর কাফিরদের মতো অমূলক ও ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে। কারণ কাফিরদের জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন নির্ধারণ করে

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দিয়েছেন। সে অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবে, আল্লাহ তাআলা কোনো দিক থেকেই মানুষের সাথে সাদৃশ্য রাখেন না; না নামের দিক থেকে আর না গুণাবলির দিক থেকে।

সারকথা

মহান আল্লাহর সিফাত ও বৈশিষ্ট্য মানুষের মতো নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর কোনো ধরনের মানবিক গুণাবলি আরোপ করল, সে যেন কুফরি করল।

জিজ্ঞাসা

» আল্লাহ তাআলার গুণাবলি যে মানুষের গুণাবলির মতো নয়, এর প্রমাণ কী?

» যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে মানুষের গুণাবলির সাথে তুলনা করে, তার ব্যাপারে বিধান কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

দশম অধ্যায়

আল্লাহর দর্শন লাভ

এক. জান্নাতবাসীদের জন্য আল্লাহ তাআলাকে দেখার বিষয়টি শতভাগ সত্য। তবে সে দেখা হবে বিনা বাধায়, বিনা পরিবেষ্টনে এবং (আমাদের বোধগম্য) কোনো মাধ্যম ছাড়াই। যেমনটি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল সজীব। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।'[১]

পালনকর্তার দিকে তাকানোর ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই এটি ঘটবে। এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন অবিকৃতভাবে তা-ই গ্রহণ করতে হবে। হাদিসে তিনি যে অর্থ উপস্থাপন করেছেন সে অর্থই মেনে নিতে হবে। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে যাব না। একইভাবে নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো চিন্তা ও বিশ্বাসের কথা বলে বেড়াব না। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে সে-ই কেবল ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সমর্পণ করে এবং যেসব বিষয় তার কাছে সংশয়যুক্ত মনে হয় সেগুলো সে বিজ্ঞ কারো কাছ থেকে জেনে নেয়।

---

[১] সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যাখ্যা

কুরআনের আয়াত ও নবিজির হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত যে, হাশরের ময়দানে মুমিনগণ স্বচক্ষে আল্লাহ তাআলার দিদার বা দর্শন লাভ করে ধন্য হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল সজীব। তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।[১]

'যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি (পুরস্কার)। আর মলিনতা কিংবা অপমান তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না। তারাই হলো জান্নাতবাসী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।'[২]

আল্লাহর রাসুল 'যিয়াদাহ' (বেশি)-এর ব্যাখ্যা হিসেবে আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের কথা বলেছেন। হাদিস থেকে জানা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা তোমাদের রবকে এই চাঁদ দেখার মতো দেখতে পাবে। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না।'[৩]

মানুষ সেদিন আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পাবে নিজের চোখে। হৃদয়ের চোখে নয়, বরং স্বচক্ষে। তবে তাদের এই দেখা আল্লাহ তাআলাকে পরিপূর্ণভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। কেননা কোনো মাখলুকের পক্ষে আল্লাহ তাআলাকে পুরোপুরিভাবে দেখা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ জান্নাতের অন্যতম নিয়ামত, যা কেবল জান্নাতবাসীরাই লাভ করতে পারবে। আলিমদের মতে, আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ-সংক্রান্ত হাদিসের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। এই আয়াত ও হাদিসগুলোর অর্থ— কিয়ামতের দিন মুমিনগণ আল্লাহ তাআলাকে নিজ চোখে দেখতে পারবে। সেখানে কোনো আড়াল বা পর্দা থাকবে না। কুরআন ও হাদিসে যা এসেছে আমরা তা-ই বিশ্বাস করি। এখানে নিজেদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে এমন কোনো ব্যাখ্যা করব না,

---

[১] সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২২-২৩

[২] সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৬

[৩] *সহিহ বুখারি* : ৫৫৪, ৫৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪-৭৪৩৬; *সহিহ মুসলিম* : ৬৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যা বাস্তবতা বিরোধী হয়। মানুষ যদি দ্বীনের ব্যাপারে চিন্তার বক্রতা থেকে বাঁচতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। যদি কোনো কিছু তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়, তাহলে সেই জ্ঞান মহান স্রষ্টার কাছে পেশ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

'তিনিই আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক)। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, কেবল তারাই ফিতনা সৃষ্টি এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর অনুসরণ করে। অথচ সেগুলোর (আসল) ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এসবের প্রতি ঈমান এনেছি। এসবই তো আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[১]

☆☆☆

দুই. আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া কেউ ইসলামের ওপর অবিচল থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে জ্ঞান খুঁজে বেড়াবার চেষ্টা করে, যা তার নাগালের বাইরে এবং মানবীয় বুদ্ধিকে পেছনে রেখে নির্দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করতে সংকোচবোধ করে, সে ব্যক্তি নির্ভেজাল তাওহিদ, স্বচ্ছ মারিফাত[২] ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়। এরপর সে কুফর ও ঈমান, সত্যায়ন ও মিথ্যারোপ এবং স্বীকার ও অস্বীকারের মাঝে প্রবঞ্চক, দিশেহারা ও সংশয়গ্রস্ত হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে পরিপূর্ণ ঈমানদারও হতে পারে না, আবার সম্পূর্ণরূপে কাফিরও হতে পারে না।

ব্যাখ্যা

ইসলামে প্রকৃতভাবে সে ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারে, যে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সকল বিষয় বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয় এবং বিশ্বাস ও আনুগত্যের মাধ্যমে সেগুলো অনুসরণ করে। সে কোনো ধারণা, অভিমত ও নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়ে কুরআন-হাদিসের

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৭

[২] মারিফাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বিষয়ে জানা এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা। কিতাবি ভাষায় বলা যায়, মহান আল্লাহ, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও নিজের বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে মারিফাত বলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিরোধিতা করে না। কারণ এমন কিছু জ্ঞান রয়েছে, যা কোনোভাবেই অর্জন করা যায় না। আল্লাহ তাআলা সেগুলো সৃষ্টিজীবের নাগালের বাইরে রেখেছেন এবং যা কেবলই তাঁর ফয়সালা ও হিকমার সাথে সম্পৃক্ত। মানুষ যখন এই ধরনের জ্ঞানের পেছনে ছুটতে শুরু করে, সেই সাথে মানবীয় জ্ঞান ও বোধকে পেছনে রেখে কুরআন-হাদিসের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে চায় না, তখন সে প্রকৃত ও নির্ভেজাল তাওহিদ থেকে বঞ্চিত হয়। সে নির্মল ও খাঁটি মারিফাতও লাভ করতে পারে না। আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং মেনে নেওয়ার গুণের ওপর যে ঈমানের ভিত্তি, তা থেকেও সে বঞ্চিত হয়। সারাক্ষণ দোদুল্যমান থাকে সত্য-মিথ্যার মাঝে, শরিয়তের বিধানের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং স্বীকার-অস্বীকারের মাঝে। তাকে ঘিরে সংশয় বাসা বাঁধে, অমূলক চিন্তা তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে। সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, কখনো স্থির হবার সুযোগ পায় না। সে খাঁটি মুমিনও হতে পারে না, আবার সে কাট্টা কাফির হিসেবেও চলতে পারে না। কেননা প্রকৃত ঈমান হলো, দ্বীনের সবকিছু সত্যায়ন করা এবং নির্দ্বিধায় মেনে চলা। এমনকি যেসব বিষয়ের হিকমত ও রহস্য আমরা উদ্‌ঘাটন করতে পারি না এবং আমাদের সাধারণ বুদ্ধিবিবেক দিয়ে যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, সেগুলোও প্রশান্ত চিত্তে মেনে নেওয়া। কারণ এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুতরাং আমরা বুঝি আর না-বুঝি, বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নেব এবং আনুগত্য প্রকাশ করব। এটাই প্রকৃত ঈমানের দাবি।

☆☆☆

তিন. জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার দর্শন পাবার ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এই বিষয়টিকে কল্পনার বস্তু মনে করবে কিংবা নিজেদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা চালাবে। আমরা আল্লাহ তাআলার অন্যান্য গুণ-সহ তাঁর সাক্ষাৎ লাভের ক্ষেত্রে কোনো মনগড়া ব্যাখ্যা করব না, বরং সেটিকে অবিকৃতরূপে গ্রহণ করে নেব। এটাই মুসলিমের দ্বীন ও বিশ্বাস। যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি ও তাশবিহ (সাদৃশ্য স্থাপন) থেকে বেঁচে থাকতে পারল না, সে পথভ্রষ্ট হলো এবং যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হলো। কারণ আমাদের মহামহিম প্রতিপালক একক গুণাবলি দ্বারা বিশেষিত এবং অনন্য বিশেষণে ভূষিত। সৃষ্টিজীবের কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ব্যাখ্যা

জান্নাতবাসীদের আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের ব্যাপারটিকে যারা নিজেদের সীমিত চিন্তা-উপলব্ধি আর ধারণাপ্রসূত জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করে অথবা দর্শনের ধরন জানার দাবি করে, আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের ক্ষেত্রে তাদের ঈমান বিশুদ্ধ নয়। এ ধরনের মানুষ মূলত ভ্রষ্টতার শিকার এবং আল্লাহ তাআলার দর্শন পাবার বিষয়ে এদের পরিপূর্ণ ঈমান নেই। কেননা দর্শনের স্বরূপ ও ধরন আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। দর্শন ও আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ব্যাখ্যা এটাই যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষের জ্ঞাত ও পরিচিত কোনো কিছুর মাধ্যমে এগুলোর ব্যাখ্যা ও ধরন বর্ণনা না করা। আমরা আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের বিষয়ে বিশ্বাসী, তবে তার ধরন কেমন হবে তা আমরা জানি না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদের প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিই। আর এভাবে আত্মসমর্পণ করাটাই হলো মুসলিমদের দ্বীন, যা নবিজির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

দুটি বিষয় থেকে মুসলিমদের বেঁচে থাকা খুব জরুরি। যথা—

» আল্লাহ তাআলা নিজের ব্যাপারে যে গুণের কথা বলেছেন তা মেনে না নেওয়া, বিকৃত করা এবং তিনি যে অর্থে এটা বলেছেন, সেই প্রকৃত অর্থের বদলে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করা।

» সাদৃশ্য স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সত্তা, কর্ম, নাম ও গুণাবলির কোনো একটির সঙ্গে মানুষ বা সৃষ্টিজীবের সাদৃশ্য স্থাপন করা।

কুরআনুল কারিমে এই দুটি বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[১]

আয়াতের প্রথমাংশে সাদৃশ্য ও প্রতিসাম্য হওয়াকে স্পষ্ট ভাষায় রহিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়াংশে আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে এই ছোট্ট একটি আয়াতে তানযিহ (মাখলুকের সাদৃশ্য থেকে পবিত্রতা) ও ইসবাত (আল্লাহর গুণাবলি উপস্থাপন করা) দুটি বিষয়ই চলে এসেছে।

---

[১] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই দুটি বিষয় (তানযিহ ও ইসবাত) যে মানবে না, সে আকিদাগতভাবে ভ্রান্তির শিকার হবে। সে ব্যক্তির আকিদা বিশুদ্ধ হবে না, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সঠিক ধারণায় সে পৌঁছতে পারবে না এবং আল্লাহকে যথাযোগ্য পবিত্র হিসেবে মেনে নিতে ব্যর্থ হবে। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অংশীদার, সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কারণ আল্লাহ তাআলা সত্তা, কর্ম, নাম, গুণ, সৃষ্টি ও নির্দেশের ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার গুণাবলি ধারণ করে আছেন। তিনি এক, স্বতন্ত্র ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের দিক থেকেও তিনি অনন্য। তাঁর মতো কেউ নেই, না সত্তার বিবেচনায়, না কর্মের প্রসঙ্গে, না গুণের বিচারে। কোনো পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর মতো কেউ নেই।

☆☆☆

চার. তিনি সীমা, পরিধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও উপাদান-উপকরণের বহু ঊর্ধ্বে। তিনি এসব থেকে পবিত্র। যাবতীয় উদ্ভাবিত সৃষ্ট বস্তুর মতো তাঁকে ছয় দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না।

ব্যাখ্যা

তিনি সীমা ও পরিধির ঊর্ধ্বে। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এমন কোনো সীমা বা পরিব্যাপ্তি নেই, যা আল্লাহ তাআলাকে বেষ্টন করতে পারে এবং এমন কোনো প্রান্ত নেই, যা আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর সৃষ্টি ও সৃষ্টের সাথে মিশে আছেন; বরং তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক ও ভিন্ন। কারণ তিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং উপাদান-উপকরণ থেকে পবিত্র। অর্থাৎ বান্দার মতো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা, লাভ অর্জন ও ক্ষতি দূরীকরণের সকল উপায়-উপকরণ থেকে তিনি মুক্ত। এগুলো থেকে তিনি পুরোপুরি পবিত্র এবং এসবের বহু ঊর্ধ্বে।

আমরা আল্লাহ তাআলার থেকে সাদৃশ্য দূরীকরণ এবং মাখলুকের সকল বৈশিষ্ট্য থেকে তাঁকে পবিত্র বলে স্বীকার করি। পাশাপাশি কুরআনে বর্ণিত তাঁর নামসমূহ আর গুণাবলিও যথাযথভাবে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করি। আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস, কুরআনে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত, তবে আমরা তাঁর অবস্থা ও ধরন সম্পর্কে জানি না। আল্লাহ তাআলার শানে যেভাবে এটি উপযুক্ত, সেভাবে আমরা তাঁর জন্য নির্ধারণ করে থাকি। তবে তাঁর ধরন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। এ ব্যাপারে কেবল তিনিই জানেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মাখলুক যেমন ছয় দিক (ওপর-নিচ, ডান-বাম, সামনে-পেছন) থেকে পরিবেষ্টিত থাকে, আল্লাহ তাআলাকে সেভাবে এই দিকগুলো পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি এ বিষয়টি থেকে পূত-পবিত্র। তবে এই কথাটির দ্বারা আল্লাহর জন্য দিকগুলোকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হচ্ছে না। কারণ আল্লাহ তাআলার জন্য উলু (ঊর্ধ্ব) দিকটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। তিনি সবার ও সবকিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন। এখানে তিনি সকল দিক থেকে পবিত্র বলতে বোঝানো হয়েছে, মাখলুকের মতো তাঁকে ছয় দিক পরিব্যাপ্ত ও পরিবেষ্টন করতে পারে না।

এখানে ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ যদি আহলুল কালামদের এই পরিভাষাগুলো উল্লেখ না করতেন, তাহলে বেশি ভালো হতো। তবে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আহলুল কালামরা যে উদ্দেশ্যে এই শব্দগুলো প্রয়োগ করে, তিনি সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেননি। কারণ তিনি পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ তাআলার জন্য উলু (ঊর্ধ্ব) দিক ও ওয়াজহ (মুখ)-সহ সকল সিফাত সাব্যস্ত করেছেন। তাই (বিভ্রান্তি এড়াতে) এখানে এ সমস্ত কালামি পরিভাষা ব্যবহার না করলেই ভালো হত। কারণ এই শব্দগুলো যেমন বাতিল অর্থ ধারণ করে তেমনি হক অর্থও ধারণ করে।

বস্তুত এ পরিভাষাগুলো দু-ধরনের ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। তাই এমন দ্ব্যর্থবোধক বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র অবস্থান হলো, লেখকের ব্যাখ্যা জানার পরই তার ব্যাপারে (হক ও বাতিলের) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, এর আগে নয়। সুতরাং 'তিনি সীমা ও পরিধি থেকে পবিত্র'—এই কথাটির দ্বারা লেখক যদি এটি বুঝিয়ে থাকেন, আল্লাহ তাআলা কোনো স্থান বা গণ্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ নন, তাহলে তার বক্তব্যটি সঠিক। আর যদি এই বাক্যের মাধ্যমে লেখকের উদ্দেশ্য এমন থাকে যে, আল্লাহ তাআলা উলু (ঊর্ধ্ব) সীমা বা ঊর্ধ্বের দিকেও নন, তাহলে তার বক্তব্যটি ভুল ও বাতিল। কারণ তখন আল্লাহ তাআলা যে তাঁর সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আছেন তা অস্বীকার করা হবে।

'তিনি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র'—এই বাক্যের মাধ্যমে যদি লেখক এটি বোঝাতে চান, আল্লাহ তাআলার গুণাবলি (চোখ, হাত, নাক, মুখ ইত্যাদি) মানুষের (চোখ, হাত, নাক, মুখের) মতো নয় এবং এগুলোর ধরন ও বৈশিষ্ট্য মানুষের ধরন ও বৈশিষ্ট্যের মতো নয়, তাহলে লেখকের বক্তব্যটি সঠিক। আর যদি তিনি এটা বোঝাতে চান যে, আল্লাহ তাআলার কোনো চেহারা নেই, তাঁর কোনো হাত নেই, তাঁর কোনো চোখ-নাক-মুখ নেই, তাহলে বক্তব্যটি ভুল ও বাতিল।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তেমনিভাবে 'তাঁকে ছয় দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না'—এই বক্তব্য দিয়ে তিনি যদি এটা বোঝাতে চান যে, আল্লাহ তাআলার কোনো দিকই নেই, তিনি ঊর্ধ্বে, নিম্নে, ডানে, বামে, সামনে, পেছনে কোনো দিকেই অবস্থান করেন না, তাহলে বক্তব্যটি ভুল ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ ছয়দিকের কোনো দিকেই না থাকা মানে তো একপ্রকার অস্তিত্বহীনতা; বরং বলা যায় এটা অসম্ভব এক সত্তার বৈশিষ্ট্য, যে কিনা ছয়দিকের কোনোদিকেই অবস্থান করে না। এটা তো সুস্পষ্ট কুফর। কারণ এটা আল্লাহ তাআলার বাণীর বিপরীত কথা এবং এমনটা বলা তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর যদি তিনি এই বাক্যের মাধ্যমে এটি বুঝিয়ে থাকেন, তিনি কোনো স্থান ও দিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন, তখন বক্তব্যটি সঠিক বলে বিবেচ্য হবে। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সারকথা

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলাকে চর্মচক্ষুর সাহায্যেই দর্শন লাভ করা যাবে। মুমিনরা আক্ষরিক অর্থেই তাঁকে দেখতে পাবে, তবে কেউ তাঁকে দৃষ্টি দিয়ে পরিবেষ্টন ও পরিব্যাপ্ত করতে পারবে না। এই-সংক্রান্ত সকল হাদিসের ক্ষেত্রে মূলনীতি এটাই। তাই মুসলিমদের কর্তব্য হলো, এ সকল ক্ষেত্রে যারা অপব্যাখ্যা করে, তাদের বাক্যালাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং নিষ্ক্রিয়বাদীদের বক্তব্য থেকে দূরে থাকা। পাশাপাশি আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা সকল নশ্বরতা ও অস্থায়িত্ব থেকে পবিত্র এবং সকল সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

জিজ্ঞাসা

» হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভের অর্থ কী?

» সিফাত-সম্পর্কিত যে সমস্ত আয়াত ও হাদিস আছে সে ব্যাপারে একজন মুসলিমের কেমন বিশ্বাস থাকা উচিত?

» 'আল্লাহ তাআলাকে ছয় দিক পরিবেষ্টন করতে পারে না'—এই কথাটি ব্যাখ্যা করুন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একাদশ অধ্যায়

ইসরা ও মিরাজ

এক. মিরাজের ঘটনা শতভাগ বিশুদ্ধ, সত্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার অপার করুণায় রাতের বেলা (মক্কা থেকে আকসায়) ভ্রমণ করেছেন। আর (সেখান থেকে) তাকে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় আসমানে ওঠানো হয়েছে। এরপর ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী একটি স্থানে নেওয়া হয়েছে। সেখানে তিনি তাঁর নবিকে যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করেছেন এবং তার প্রতি যে বার্তা অর্পণ করার কথা ছিল তা অর্পণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা দেখেছেন তার হৃদয় তা মিথ্যা বলেনি।[১] আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি বর্ষণ করুন।

শাব্দিক অর্থ

মিরাজ—শব্দটি উরুজ থেকে আগত, যার অর্থ ঊর্ধ্বগমন। ঊর্ধ্বে আরোহণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমকে মিরাজ বলে।

---

[১] অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে যা কিছু নিজ চোখে দেখেছেন, তার অন্তর সেগুলো যথাযথভাবেই উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ তাআলার সীমাহীন ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ বাস্তব বলে মেনে নিয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ব্যাখ্যা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাআলা নবিজিকে সজ্ঞানে সশরীরে ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করিয়েছেন। যে রাতে তাকে মক্কা থেকে জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতেই এ মিরাজ সম্পন্ন হয়েছে। মক্কা থেকে জেরুজালেমের সফরকে বলা হয় ইসরা, যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনুল কারিমে বর্ণিত—

'পবিত্রতা ও মহিমা সেই মহান সত্তার, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম থেকে (জেরুজালেমের) মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত—যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি; তাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[১]

তিনি মাসজিদুল আকসায় নবি ও রাসুলগণের ইমামতি করেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে সশরীরে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছেন। তিনি এই ঊর্ধ্বভ্রমণে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছেন। সিদরাতুল মুনতাহার কাছেই 'জান্নাতুল মাওয়া' অবস্থিত। আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে নবিজিকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। যেমন : আল্লাহ তাআলা কোনো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তার সাথে কথা বলেছেন। তিনি তাকে এমন স্থানে ভ্রমণ করিয়েছেন, যেখানে অন্য কেউ কখনো পৌঁছতে পারেনি। মহান আল্লাহ একান্তে মতবিনিময় করেছেন তার সাথে। জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। তার প্রতি যে বার্তা দেওয়ার তা প্রদান করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিধান কার্যকর করেছেন। তিনি যা দেখেছেন তার হৃদয় তা মিথ্যা বলেনি। অর্থাৎ, স্বপ্নের মাধ্যমে নয় বরং আক্ষরিক অর্থেই তিনি নিজ চোখে সব দেখেছেন। মিরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছেন সবই সত্য ও বাস্তব। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসুলের সম্মানার্থে এবং সকল নবি-রাসুলের ওপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের লক্ষ্যে এই ঊর্ধ্বভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন। এই বিশেষ রাতের যতগুলো আশ্চর্যজনক ঘটনার বিবরণ নবিজির কাছ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বুখারি-মুসলিম ও অন্যান্য হাদিসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার সবই সত্য ও বাস্তব।

---

[১] সুরা ইসরা, আয়াত : ১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দুই. হাউজে কাউসার সত্য, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসুলকে দান করেছেন, যেন তিনি হাশরের ময়দানে এর দ্বারা তার উম্মতের পিপাসা নিবারণ করতে পারেন।

ব্যাখ্যা

এই হাউজের বর্ণনা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আলিমদের মতে, এই হাউজ-সম্পর্কিত হাদিসের সংখ্যা অগণিত। হাদিসে যা আলোচনা করা হয়েছে তার সারকথা হলো, এটি একটি বিরাট হাউজ, যার পানি জান্নাতের নহর থেকে আসে। দুধের চেয়ে সাদা এর পানির রং, মধুর চেয়েও মিষ্টি এর স্বাদ এবং মিশকের চেয়েও বেশি এর সুঘ্রাণ। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে একই সমান, অর্থাৎ এটা বর্গাকার একটি হাউজ। এর এক কোণ থেকে আরেক কোণের দূরত্ব এক মাসের পথ। এই হাউজের পাত্রগুলো আকাশের তারকার মতো উজ্জ্বল হবে। যে এই হাউজ থেকে এক বার পানি পান করবে সে আর কোনোদিনও তৃষ্নার্ত হবে না। হাশরের ময়দানে এটিই হবে সবচেয়ে বড় হাউজ। এর পানি সর্বাধিক সুমিষ্ট এবং সবচেয়ে বেশি মানুষ এই হাউজ থেকে পানি পান করবে। হাশরের ময়দানে এই পানি পান করে মুমিনগণ তাদের তৃষ্না মেটাবে। আল্লাহ তাআলা এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদানের মধ্য দিয়ে নবিজিকে অন্য সবার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা প্রার্থনা করি, বিচার দিবসের ভয়াবহ মুহূর্তে তিনি আমাদের সবাইকে হাউজে কাউসারের পানি পান করার তাওফিক দান করেন।

সারকথা

ইসরা তথা পবিত্র মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসের ভ্রমণ সত্য। মিরাজ তথা ঊর্ধ্বাকাশ পানে ভ্রমণ সত্য। আকাশে নবিজির প্রতি বিশেষ প্রত্যাদেশ আসা সত্য। হাউজে কাউসার সত্য। এ-সম্পর্কিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীগুলোও সত্য।

জিজ্ঞাসা

» যে ব্যক্তি নবিজির ইসরাকে অস্বীকার করে তার ব্যাপারে বিধান কী?

» তিনি ইসরা ভ্রমণে কোথায় গিয়েছেন এবং মিরাজ ভ্রমণে কোথায় গিয়েছেন?

» রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউজ সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বাদশ অধ্যায়

নবিজির সুপারিশ

এক. (বিচার দিবসে) নবিজির শাফায়াত সত্য, যা তিনি কেবল তার উম্মতের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন। হাদিসগুলোতে এমনটাই বর্ণিত হয়েছে। **দুই.** আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের কাছ থেকে যে মিসাক (অঙ্গীকার) গ্রহণ করেছেন তা সত্য।

শাব্দিক অর্থ

মিসাক—কঠিন চুক্তি, সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

ব্যাখ্যা

এক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক ধরনের সুপারিশ করবেন। সবচেয়ে বড় সুপারিশ হলো, আল্লাহ তাআলা সবাইকে পৃথক করার আগে হাশরের ময়দানে দণ্ডায়মান বান্দাদের জন্য যে বিশেষ সুপারিশ করা হবে সেটি। আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' এই সুপারিশের বিষয়টি নিখাদ সত্য ও প্রমাণিত। এরপর নবিজি এমন বান্দাদের জন্য সুপারিশ করবেন, যাদের ভালো ও মন্দ কাজ সমান-সমান। এরপর যারা জাহান্নামের জন্য উপযুক্ত কিন্তু এখনো সেখানে প্রবেশ করানো হয়নি, তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। এরপর জান্নাতি বান্দাদেরকে আরো

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

উম্মত জান্নাতে প্রবেশের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে বিশেষ ফরিয়াদ জানাবেন। এরপর তিনি কিছু মানুষের জন্য বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার সুপারিশ করবেন। এরপর সকল মুমিনের জন্য জান্নাতে প্রবেশের সুপারিশ করবেন। আমাদের শাস্তি লাঘবের জন্যও নবিজির সুপারিশ থাকবে। এরপর যারা কবিরা গুনাহের কারণে জাহান্নামে চলে গিয়েছে, তাদের জন্যও তিনি সুপারিশ করবেন। বিশুদ্ধ ও সহিহ হাদিস অনুসারে এই সুপারিশগুলোর প্রমাণ মেলে। তবে নবিজি কেবল তখনই সুপারিশ করার সুযোগ পাবেন, যখন আল্লাহ তাআলা তাকে শাফায়াত করার অনুমতি দেবেন। পবিত্র কুরআনে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা তাঁর সিফাত বর্ণনা করেছেন এভাবে—

'(হে নবি,) আপনি বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই মালিকানাধীন। জমিন ও আসমানসমূহের মালিকানা তাঁরই। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে আসবে।'[১]

'তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা কেবল তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।'[২]

'আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, "তোমাদের রব কী বলেছেন?" তারা বলবে, "যা সত্য তা-ই বলেছেন। আর তিনি সমুচ্চ, মহান"।'[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাশরের ময়দানে সুপারিশ করবেন—এই বিষয়টি নির্জলা সত্য, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই শাফায়াত হবে আল্লাহ তাআলার অনুমতি প্রদানের পর।

দুই. মিসাক বা অঙ্গীকার সত্য। আল্লাহ তাআলা যখন নিজের হাত দিয়ে আদম আলাইহিস সালামের পিঠ স্পর্শ করলেন, তখন মানবজাতির শুরু থেকে কিয়ামতের আগপর্যন্ত যত মানবসন্তান পৃথিবীতে জন্ম নেবে সবাই তার পৃষ্ঠদেশ থেকে বেরিয়ে

---

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৪৪

[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৮

[৩] সুরা সাবা, আয়াত : ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এলো। এরপর আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন, তিনি তাদের প্রতিপালক এবং তাদের সবাইকে এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে বললেন। তখন সকল মানুষ তাঁর রব হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলো এবং তাঁকে রব বলে স্বীকার করে নিল। কুরআনুল কারিমে এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষী বানিয়ে স্বীকারোক্তি নিলেন (এই বলে) যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা সবাই বলল, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' এটা এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন এটা না বলো যে, 'আমরা এ ব্যাপারে বেখবর ছিলাম।'[১]

সারকথা

উম্মতের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ সত্য এবং আদম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন তাও সত্য।

জিজ্ঞাসা

» কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বড় সুপারিশ কোনটি?

» সুপারিশ কত প্রকার ও কী কী?

» আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বনি আদমের কাছ থেকে প্রথম যে অঙ্গীকার নিয়েছেন—সে ব্যাপারে আপনি কী জানেন?

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ১৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তাকদির

এক. আল্লাহ তাআলা অসীম অনাদিকাল থেকেই জানেন, ঠিক কতজন সামগ্রিকভাবে জান্নাতে যাবে আর কতজন জাহান্নামে যাবে। তাঁর জানা এই সংখ্যার মধ্যে কোনোরকম তারতম্য হবে না; তা কোনোদিন বাড়বেও না, কমবেও না।

দুই. একইভাবে তিনি অন্তহীন অনাদিকাল থেকেই তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে জানেন, কবে কখন কে কোন কাজটি করবে। (ভালো-মন্দ) যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার কাছে সে কাজটি সহজ হয়ে যাবে। আর সকল কাজের মূল্যায়ন (জীবনের) শেষ পরিণতির ওপর নির্ভর করে। সৌভাগ্যবান তো তারাই, যারা আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সৌভাগ্যবান। আর দুর্ভাগা তো সেই মানুষটা, যে আল্লাহ তাআলার চোখে দুর্ভাগা।

ব্যাখ্যা

এক. আদম সন্তানদের মধ্য থেকে কতজন জান্নাতি এবং কতজন জাহান্নামি, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অসীম অনন্তকাল থেকেই জানেন। আর তিনি তা পরিপূর্ণভাবে জানেন, খুঁটিনাটি ও সামগ্রিকভাবে জানেন। তাদের সংখ্যা পরবর্তীতে কখনো বাড়বেও না, আবার কমবেও না। প্রতিটি সন্তান মায়ের গর্ভে থাকাকালীন এটা লিখে দেওয়া হয়, তার ভাগ্য সাফল্যমণ্ডিত নাকি ব্যর্থতায় পর্যবসিত। ঠিক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যেভাবে তা লাওহে মাহফুজে[১] লিখে রাখা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান চিরকাল ধ্রুব থাকবে, কস্মিনকালেও এতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন আসবে না।

দুই. পৃথিবীতে বান্দা যা করবে, আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অন্তহীন অনাদিকাল থেকেই তিনি সব জানেন। তিনি লাওহে মাহফুজেও সেটা লিখে রেখেছেন। যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছে তার কাছে সে কাজই তুলনামূলক সহজ মনে হবে। যারা জান্নাত লাভ করবে তারা জান্নাতে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত কাজ করবে, আর যে জাহান্নামে যাবে সে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত কাজ করতে থাকবে। আর সকল কাজের মূল্যায়ন (জীবনের) শেষ পরিণতির ওপর নির্ভর করে। তাই কেউ যদি সারা জীবন খারাপ কাজ করেও জীবনের শেষ দিকে এসে (জান্নাতে যাওয়ার মতো) ভালো কাজ করে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। আর কেউ যদি সারা জীবন ভালো কাজ করে মৃত্যুর আগে (জাহান্নামে যাওয়ার মতো) খারাপ কাজ করে, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে। তাই জীবনের শেষ আমলই চূড়ান্ত আমল হিসেবে গণ্য হবে। আর সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হবে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজে সৌভাগ্যের কথা লিখে রেখেছেন। আর যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছেন তার একমাত্র ঠিকানা জাহান্নাম।

পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়, 'তিনি (আল্লাহ) যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে না। বরং (তারা যা করে সে ব্যাপারে) তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[২]

☆☆☆

তিন. তাকদির সম্পর্কে মূল কথা হলো, এটি সৃষ্টিজগৎ ও সৃষ্টিজীবের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিগূঢ় বিষয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার খুব কাছের কোনো ফেরেশতা বা কোনো নবি-রাসুলও কিছু জানেন না। এ বিষয়টি গভীরভাবে নিরীক্ষণ কিংবা চিন্তাভাবনা করার পরিণতি ব্যর্থতা ডেকে আনবে একই সাথে বঞ্চনার সিঁড়ি

---

[১] লাওহে মাহফুজ অর্থ সংরক্ষিত ফলক। এটি আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট একটি বিশেষ সংরক্ষণাগার, যেখানে তাকদির, কুরআন ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে।

[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ও সীমালঙ্ঘনের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করে দেয়। তাই তাকদির নিয়ে চিন্তাভাবনা ও কুমন্ত্রণা থেকে আমাদের পুরোপুরিভাবে বিরত থাকতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা তাকদিরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং এর তত্ত্ব উদঘাটনের চেষ্টা করা থেকেও নিষেধ করেছেন। কুরআনুল কারিমে যেমনটা বলা হয়েছে—

'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে না। বরং (তারা যা করে সে ব্যাপারে) তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[১]

সুতরাং যে ব্যক্তি প্রশ্ন তুলবে, আল্লাহ কেন এই কাজটি করলেন, সে মূলত আল্লাহ তাআলার কিতাবের নির্দেশকে অবজ্ঞা করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাবের কোনো নির্দেশ অবজ্ঞা করবে, সে মূলত কাফিরে পরিণত হবে।

ব্যাখ্যা

তাকদির মূলত আল্লাহ তাআলার একটি গোপন ভেদ। তাকদির সম্পর্কে কোনো সৃষ্টিজীব জানে না। তাই এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং জানার চেষ্টা করা বৈধ নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি কখনো তাকদির নিয়ে আলোচনা ওঠে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে আলোচনা থেকে বিরত থাকো। যে ব্যক্তি তাকদিরের বাস্তবতা জানতে চায় এবং এ নিয়ে চেষ্টা চালায়, সে যেন ব্যর্থ হওয়ার পথে ছুটছে। সে হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। সীমা অতিক্রম করে অবাধ্যতার পথে এগিয়ে চলছে। তাকদির কী এবং এর বাস্তবতা কী, এ সম্পর্কে কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। মানুষ যতই চিন্তা ও গবেষণা করুক না কেন, সে কখনোই তাকদিরের রহস্য উদঘাটন করতে পারবে না। তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস রাখার অর্থ—আমাদেরকে এই বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন, তিনি সবকিছু অন্তহীন অনাদিকালেই লিখে রেখেছেন, তিনি ইচ্ছা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। এই চারটা ধাপের ওপর বিশ্বাস রাখার অর্থই হলো তাকদিরের ওপর বিশ্বাস রাখা। প্রতিটি মুসলিমের উচিত তাকদির নিয়ে কোনো ধরনের অমূলক চিন্তা-ভাবনা না করা। সেই সাথে এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির নাগাল থেকে এই জ্ঞানকে দূরে রেখেছেন এবং এটা অন্বেষণের চেষ্টা করতেও নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে—

'যদি এতদুভয়ের মধ্যে (আসমান ও জমিনের মধ্যে) আল্লাহ ব্যতীত আরো অনেক উপাস্য থাকত, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে, তা থেকে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র।'[১]

কোনো বান্দার জন্য এভাবে জিজ্ঞেস করার কোনো সুযোগ নেই, কেন আল্লাহ তাআলা এমনটা করলেন? কারণ এই অভিযোগের মধ্য দিয়ে আসলে কুরআনীয় হুকুমের বিরোধিতা করা হয়, যা সুস্পষ্ট কুফর। তবে কেউ যদি কোনো শারয়ি বিধানের মাঝে নিহিত রহস্য ও হিকমাহ জানতে চায় এবং সে বিষয়ে গবেষণা করে, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, ইনশাআল্লাহ।

☆☆☆

চার. একজন জ্ঞানী ও আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী মানুষের জন্য এ ব্যাপারে যতটুকু জানা প্রয়োজন আমরা সামগ্রিকভাবে ওপরে সবই উল্লেখ করলাম। আর এটাই সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞানের স্তর, যা অতিক্রম করা যাবে না। কারণ জ্ঞান মূলত দু-প্রকার—**এক.** যে জ্ঞান সৃষ্টজীবের কাছে বিদ্যমান[২]। **দুই.** যে জ্ঞান সৃষ্টজীবের কাছে অবিদ্যমান[৩] ও অদৃশ্য।

বিদ্যমান জ্ঞানকে অস্বীকার করা কুফরি। অপরদিকে অবিদ্যমান জ্ঞান লাভের দাবি করাও কুফরি। তাই ঈমানকে বিশুদ্ধ করতে হলে বিদ্যমান জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা যেমন থাকতে হবে, একই সাথে অবিদ্যমান অদৃশ্য জ্ঞান অন্বেষণের মানসিকতাও পরিহার করতে হবে।

ব্যাখ্যা

আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও আল্লাহর প্রিয় একজন বান্দার জন্য যতটুকু জানা এবং বিশ্বাস করা প্রয়োজন ততটুকুই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২২

[২] বিদ্যমান বলতে যে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব এবং শরিয়তে এর অনুমোদন রয়েছে।

[৩] অবিদ্যমান বলতে যে জ্ঞান মাখলুকের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয় এবং শরিয়তে এর অনুমোদনও নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করা হয়েছে। যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত সকল সংবাদে মনেপ্রাণে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাদের জানার পরিধি এ পর্যন্তই। তারা এরচেয়ে বেশি জানেন না এবং অতিরিক্ত কিছু জানার প্রয়োজনও মনে করেন না।

সৃষ্টিজগতে জ্ঞান দুই প্রকার। **এক.** বিদ্যমান জ্ঞান, অর্থাৎ যা অর্জন করা যায়। যাকে শারয়ি মূলনীতি ও শাখাগত জ্ঞান বলা হয়। **দুই.** অদৃশ্য জ্ঞান, যা অর্জন করা যায় না। এটা সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল মাখলুকের নাগাল থেকে দূরে রেখেছেন। যে ব্যক্তি বিদ্যমান জ্ঞানের উপস্থিতিকে অস্বীকার করল, সে মূলত মানুষের দিকনির্দেশনার জন্য আল্লাহর দেওয়া প্রেরিত জ্ঞানের উপস্থিতি অস্বীকার করল। এমন কাজ নিঃসন্দেহে কুফরি। আর যে ব্যক্তি গায়েব ও তাকদিরের জ্ঞান লাভের দাবি করল, সেও কুফরি করল। কারণ এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার অধিকারেই রয়েছে, অন্য কারো অধিকারে নয়। সেই সাথে এই দাবি করার মধ্য দিয়ে সে এটাও অস্বীকার করে নিল, অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে। আর শারয়ি জ্ঞানের ব্যাপারে কারো বিশ্বাস আছে কি না, এটা জানার আগ পর্যন্ত তাকে ঈমানদার বলা যাবে না। অর্থাৎ ঈমান থাকা না-থাকা নির্ভর করবে শারয়ি জ্ঞানের প্রতি কতটুকু বিশ্বাস রয়েছে, তার ওপর।

সারকথা

সবকিছু আল্লাহ তাআলার তাকদির ও ফয়সালার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের কার্যক্রম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত। তিনি জান্নাত ও জাহান্নামে গমনকারীদের ব্যাপারে সর্বাধিক ভালো জানেন এবং তা তিনি লিখে রেখেছেন। তাকদির আল্লাহ তাআলার একটি গোপন বিষয়। এ নিয়ে সৎ ও নেককারদের তালাশে নেমে পড়া অনুচিত। এমনকি এ বিষয়টি নিয়ে কারো চিন্তাভাবনা করারও কোনো অধিকার নেই। আর এই ব্যাপারটি মনেপ্রাণে মেনে নিতে না পারলে কারো ঈমান বিশুদ্ধ হবে না।

জিজ্ঞাসা

» তাকদির নিয়ে চিন্তাভাবনা করার কোনো সুযোগ আছে কি?

» জ্ঞান মূলত কত প্রকার ও কী কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চতুর্দশ অধ্যায়

লাওহে মাহফুজ

আমরা লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) ও কলম এবং এতে লিপিবদ্ধ সবকিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। অতএব আল্লাহ তাআলা এই লাওহে মাহফুজে যে ভবিষ্যদ্বাণী লিখে রেখেছেন তা ভুল প্রমাণ করে দেওয়ার জন্য সমগ্র সৃষ্টিকুল যদি একজোট হয়ে প্রচেষ্টা চালায়, তবুও তারা এর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজে যা লিখে রাখেননি, সমস্ত মাখলুকের সম্মিলিত শক্তিও তা কখনো করে দেখাতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যা যা ঘটবে সবকিছুর ব্যাপারে লেখা চূড়ান্ত হয়ে কলম শুকিয়ে গেছে। (নতুন করে আর কিছুই লেখার বাকি নেই।) বান্দা (ভালো-মন্দ) যা পেয়েছে যতটুকু পেয়েছে সেটাই তার জন্য নির্ধারিত ছিল। আর যা পায়নি তা কখনোই লিপিবদ্ধ হয়নি।

ব্যাখ্যা

আমরা বিশ্বাস করি, লাওহে মাহফুজ সত্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এটা মহান কুরআন, লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।'[১]

এখানে সেই লাওহে মাহফুজের কথাই বলা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা সমস্ত

---

[১] সুরা যুখরুফ, আয়াত : ৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সৃষ্টিজীবের ভাগ্য লিখে রেখেছেন। আর এটা সেই কলম, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, এরপর তাকদিরের সবকিছু লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। তারপর তিনি কলমকে নির্দেশ দিলেন, লেখো। কলম জিজ্ঞেস করল, আমি কী লিখব? তখন আল্লাহ তাকে কিয়ামতের আগপর্যন্ত সবকিছুর পরিমাণ, সময় ও পরিণতি লেখার আদেশ দিলেন।'[১]

সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলা এই লাওহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা 'যা ঘটবে' বলে লিখে রেখেছেন, তা ঘটবেই। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ সেটা না চাইলেও ঘটবে, তারা কখনোই তা আটকাতে পারবে না। আর আল্লাহ তাআলা 'যা ঘটবে না' বলে লিখে রেখেছেন তা কস্মিনকালেও ঘটবে না। কারো সাধ্য নেই তা ঘটানোর। দুনিয়ার কোনো মাখলুক, কোনো মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে এবং যা কিছু ঘটবে না—সবকিছু লেখা হয়ে গেছে। কোনো কিছুই আর রদবদল হবে না। বান্দার জীবনে যা ঘটেছে, আসলে তা ঘটারই কথা ছিল। যা ঘটেনি তা কখনো ঘটার ছিল না। আল্লাহ তাআলা যা চেয়েছেন তা-ই হয়েছে, আর যা চাননি তা হয়নি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে আকিদা সম্পর্কে যে দীর্ঘ শিক্ষা দিয়েছেন, তার মূল কথা এটাই। নবিজি তাকে বলেছেন—

'জেনে রেখো, পৃথিবীর সব মানুষ যদি একত্র হয়ে তোমার উপকার করতে চায়, তাহলে তারা তোমার ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। আর যদি পৃথিবীর সব মানুষ মিলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা তোমার ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু তিনি তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজগুলোও শুকিয়ে গেছে।'[২]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭০০; *সুনানুত তিরমিযি* : ২১৫৫, ৩৩১৯; *মুসনাদু আহমাদ* : ২২৭০৭; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩৫৯২২—হাদিসটির সনদ সহিহ।

[২] *সুনানুত তিরমিযি* : ২৫১৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ২৬৬৯, ২৮০৩; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৬৩০৪; *মুসনাদু আবি ইয়ালা* : ২৫৫৬—হাদিসটির সনদ সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

☆☆☆

বান্দার জন্য এ কথাটি স্মর্তব্য, আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় কার্যকলাপের ব্যাপারে অন্তহীন অনাদিকাল থেকেই অবগত। অতএব তিনি এগুলোকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে সুনিয়ন্ত্রিত ও অকাট্য তাকদির হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আসমান ও জমিনে তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে এমন কেউ নেই, যে তা নাকচ, মূলতবি, বিলুপ্ত, পরিবর্তন, ঘষামাজা, কাটছাঁট, পরিবর্ধন, পরিবর্জন করতে পারে। তাকদিরের প্রতি ঈমান হচ্ছে মৌলিক একটি আকিদা এবং আল্লাহ তাআলার তাওহিদ ও রুবুবিয়্যাহর[১] স্বীকৃতির অংশ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়—

'তিনি হলেন সেই সত্তা, যিনি জমিন ও আসমানসমূহের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন, এরপর তা যথাযথ অনুপাতে সুনির্ধারিত করেছেন।'[২]

'আল্লাহ নবির জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার (নবির) কোনো বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবি গত হয়েছেন তাদের ব্যাপারেও এটিই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আর আল্লাহর ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।'[৩]

অতএব এমন লোকের ধ্বংস অবধারিত, যে তাকদির বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং অসুস্থ হৃদয় নিয়ে এ ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করে। নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তি তার (সীমিত মানবীয়) ধারণা নিয়ে অদৃশ্য জগতের গুপ্তরহস্য অনুসন্ধানে সচেষ্ট হলো এবং (তাকদির বিষয়ে) অসংগত ও অবান্তর কথা বলে নিজেকে একজন মিথ্যুক ও পাপী হিসেবে সকলের সামনে উপস্থাপন করল।

ব্যাখ্যা

বান্দার ওপর এ কথা জানা ও মানা খুব জরুরি, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির আগেই তাঁর সৃষ্টের ব্যাপারে জানেন এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তিনি তাদের ইজমালি (সামগ্রিক) বিষয় থেকে শুরু করে তাফসিলি (বিস্তারিত)

---

[১] প্রতিপালন/প্রভুত্ব

[২] সুরা ফুরকান, আয়াত : ২

[৩] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সবকিছুই জানেন। আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনে এবং এর মাঝখানে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর তাকদির চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কারো পক্ষে তাতে কোনো ধরনের সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও রহিতকরণ সম্ভব নয়। বরং আল্লাহ তাআলা সবকিছু অন্তহীন অনাদিকাল থেকেই জানেন এবং সে অনুসারে সবকিছুর তাকদির (লাওহে মাহফুজে) লিখে রেখেছেন। এই জ্ঞান ও আকিদা-বিশ্বাস একজন মুমিন বান্দার ঈমানের অন্যতম অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বান্দার এই আকিদা-বিশ্বাস আল্লাহ তাআলাকে চেনা এবং তাঁর প্রতিপালন ও প্রভুত্বের স্বীকারোক্তির অংশ। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ব্যাপারে বলা হচ্ছে—

‘তিনি হলেন সেই সত্তা, যিনি জমিন ও আসমানসমূহের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন, এরপর তা যথাযথ অনুপাতে সুনির্ধারিত করেছেন।’[১]

‘আল্লাহ নবির জন্য যা বিধিসম্মত করেছেন তা করতে তার (নবির) কোনো বাধা নেই। পূর্বে যেসব নবি গত হয়েছেন তাদের ব্যাপারেও এটিই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আর আল্লাহর ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।’[২]

সৃষ্টিজগতের কোনটি কোথায় ঘটবে, কীভাবে ঘটবে, পরিমাণে কতটুকু হবে—আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ব্যাপারেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন। তিনি লাওহে মাহফুজে সব লিখে রেখেছেন। তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যক্তি গায়েব-সম্পর্কিত জ্ঞানে আল্লাহ তাআলার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় এবং তাকদিরের কোনো কিছু অস্বীকার করে তার ধ্বংস অনিবার্য। কারণ সে প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলার বিশেষ জ্ঞান ও কুদরতের (ক্ষমতার) বিষয়টি অস্বীকার করছে। যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অসুস্থ হৃদয় নিয়ে তাকদির বিষয়ে চিন্তা-ফিকিরে লিপ্ত থাকে, সে মূলত সুপথ থেকে বিচ্যুত। কারণ আল্লাহ তাআলা যে জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টিজীবের নাগালের বাইরে রেখেছেন সে তার মানবীয় সাধারণ বুদ্ধি ও সীমিত বিবেক নিয়ে সেই জ্ঞানের তালাশে নেমেছে। সে যেহেতু তাকদির সম্পর্কে কোনোভাবে কিছুই জানতে পারবে না, ফলে সে যা-ই বলুক না কেন তা স্বভাবতই মিথ্যায় পরিণত

---

[১] সুরা ফুরকান, আয়াত : ২

[২] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হবে এবং সকলের সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী হিসেবে উপস্থাপন করবে। সেই সাথে সে একজন মস্ত বড় পাপী হিসেবেও গণ্য হবে। কারণ সে এমন জ্ঞানের অনুসন্ধানে নেমেছে, যা অনুসন্ধান করতে এবং এর স্বরূপ উন্মোচনের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

সারকথা

লাওহে মাহফুজ সত্য। কলম সত্য। সকল কিছু সৃষ্টির আগেই সবকিছু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না এবং কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধনও ঘটবে না। সমস্ত সৃষ্টি না চাইলেও আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই ঘটবে।

জিজ্ঞাসা

» লাওহে মাহফুজ ও কলম সম্পর্কে কী জানেন?

» আল্লাহ তাআলা একবার যা ইচ্ছে করেছেন তার মধ্যে কেউ কি কোনো পরিবর্তন আনতে পারে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

আরশ ও কুরসি

এক. আরশ ও কুরসি সত্য। **দুই.** আল্লাহ তাআলা আরশ বা অন্য কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। **তিন.** তিনি সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে। সৃষ্টিজগৎ তাঁকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে অক্ষম।

ব্যাখ্যা

এক. মহান আল্লাহর আরশ সত্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআনুল কারিমের বহু আয়াতে আরশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—'তিনি মহান আরশের অধিকারী।'[১]

আল্লাহ তাআলার আরশ এতটাই বড় আর সুবিশাল যে, তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পরিবেষ্টন করতে পারে না। (তাঁর হুকুমে) এই আরশকে বহন করেন অত্যন্ত ক্ষমতাধর কয়েকজন সম্মানিত ফেরেশতা। জান্নাতুল ফিরদাউসের ওপরেই এই আরশের অবস্থান, যার কারণে আরশ হলো জান্নাতুল ফিরদাউসের ছাদস্বরূপ। এসব কথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবিজির হাদিস থেকে আরো জানা যায়, এই সুবিশাল আরশের অনেক খুঁটি বা

---

[১] সুরা বুরুজ, আয়াত : ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

স্তম্ভও রয়েছে।[১] তাই আরশকে 'রাজত্ব ও কর্তৃত্ব' অর্থে ব্যবহার করা শুদ্ধ নয়; (যেমনটা বিদআতিরা বলে থাকে)।[২]

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ২৪১২, ৩৩৯৮, ৪৬৩৮, ৬৯১৭, ৭৪২৭; *মুসনাদু আহমাদ* : ১১২৮৬; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩১৮৩৭; *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, বাইহাকি : ৮৩৮

[২] এখানে 'বিদআতিরা' বলতে জাহমিয়্যা ও মুতাজিলাদের একটি দল বোঝানো হয়েছে যারা দাবি করে, 'আরশ' মানে রাজত্ব ও কর্তৃত্ব। তাদের বিশ্বাস, আরশ আকৃতিসম্পন্ন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বস্তু নয়। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে আরশের গাঠনিক কোনো অস্তিত্ব নেই; বরং আরশ বলতে এখানে অ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় তথা রাজত্ব ও কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। সুতরাং 'আল্লাহ আরশের অধিপতি এবং আরশের রব' কথাটি দ্বারা তারা বোঝাতে চায়, আল্লাহ তাঁর রাজত্বের অধিপতি ও এর ধারক ও বাহক। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাস, আরশ হচ্ছে আল্লাহর সুবিশাল এক সৃষ্টি, যার অবয়বগত অস্তিত্ব রয়েছে। তাই এটাকে রাজত্ব অর্থে ব্যাখ্যা করা কোনোভাবেই সঠিক নয়। কেননা, রাজত্বের না কোনো খুঁটি থাকে আর না এটাকে বহন করা যায়।

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে আরশের ব্যাপারে জানা যায়—

এক. আরশ আল্লাহর সুবিশাল এক সৃষ্টি, যা আমাদের কল্পনার বাইরে। এটিকে তিনি তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'তিনি এর ওপর সমুন্নত হয়েছেন।'—সুরা ত-হা, আয়াত : ৫, 'তিনি আরশের অধিপতি।'—সুরা বুরুজ, আয়াত : ১৫

দুই. একটি হাসান হাদিসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এর বিশালতা ও ব্যাপ্তি এতটাই বেশি যে, আরশের তুলনায় সকল আসমান ও জমিন হচ্ছে বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পড়ে থাকা একটি আংটির চেয়েও ক্ষুদ্র কোনো বস্তু।—*তাফসিরুত তাবারি* : ৫৭৯৪; *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা* : ১০৯

তিন. পানির ওপর আরশের অবস্থান।—সুরা হুদ, আয়াত : ৭

ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ একটি মাওকুফ বর্ণনা থেকে জানা যায়, অবস্থানের দিক থেকে সবার নিচে রয়েছে জমিন। জমিনের ওপর এক এক করে সাত আসমানের অবস্থান। তার ওপরে কুরসির অবস্থান। তারপর পানির অবস্থান। এরপর আরশের অবস্থান। আর আরশের ঊর্ধ্বে আছেন আল্লাহ তাআলা।—*আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা*, দারিমি : ৮১; *আত-তাওহিদ*, ইবনু খুযাইমা, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৪৪ ও খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৮৮৫; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৮৯৮৭; *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, বাইহাকি : ৮৫১, ৮৫২

চার. আল্লাহ তাআলার তাসবিহ ও প্রশংসা পাঠরত কিছু ফেরেশতা আরশকে বহন করে আছেন।—সুরা গাফির, আয়াত : ৭

পাঁচ. আরশ বহনকারী ফেরেশতার গঠন এতটাই বিশাল, তাদের কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত যেতে সাতশ বছর লেগে যাবে।—*সুনানু আবি দাউদ* : ৪৭২৭

ছয়. বিশুদ্ধ হাদিস থেকে এটাও জানা যায়, আরশের অনেকগুলো খুঁটি রয়েছে, যার একটি খুঁটি ধরে মুসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের দিন দাঁড়িয়ে থাকবেন।—*সহিহ বুখারি* : ২৪১২; *সহিহ মুসলিম* : ২৩৭৩

এগুলো হলো আরশের ব্যাপারে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের সুস্পষ্ট ভাষ্য। কিন্তু এর রূপরেখা ও ধরন সম্পর্কে আমরা সামান্যও কল্পনা করতে পারি না। আমাদের আকল-বিবেক তা ধারণ করতে অক্ষম। জান্নাতে গেলে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

একইভাবে কুরসি সত্য। কুরসি মূলত আল্লাহর দু-পা রাখার জায়গা।[১] এটা এত বড় যে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ তা পরিবেষ্টন করতে পারে না। আর তাঁর কুরসি সমগ্র আসমান ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।[২] পবিত্র কুরআন

তবেই আমরা এ বিষয়ে জানতে পারব, এর আগে নয়। তাই এটা নিয়ে আমাদের অধিক চিন্তা-ভাবনা করা এবং আমাদের সীমিত মেধা-বুদ্ধি দিয়ে তা কল্পনা করা একদমই ঠিক নয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আলিমদের দৃষ্টিতে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করাটাও অন্যায়। কুরআন ও সুন্নাহতে আরশ সম্পর্কে যতটুকু বিবরণ এসেছে, ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রশ্ন করা কিংবা নিজেদের আকল-বিবেক দিয়ে অনুমানের ভিত্তিতে এর ধরন জানার চেষ্টা করা জায়িয নয়।—শারয়ি সম্পাদক

[১] ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে এ-সংক্রান্ত একটি মাওকুফ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। *মুসতাদরাকুল হাকিমে* বর্ণিত হয়েছে, 'ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরসি হলো আল্লাহর দু-পা রাখার স্থান। আর আরশের পরিধি পরিমাপ করা সম্ভব নয়।'—*মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৩১১৬

ইমাম হাকিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদিসটি *বুখারি* ও *মুসলিমের* শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ হাদিস। হাফিয যাহাবি রাহিমাহুল্লাহও তাকে সমর্থন করেছেন।—প্রাগুক্ত

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ *ফাতহুল বারিতে* আবু মুসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইবনুল মুনযির রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত এ-সংক্রান্ত বর্ণনাকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।—*ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ১৯৯

আরো দেখুন—*আস-সুন্নাহ*, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ : ৫৮৬, ১০২০; *আত-তাওহিদ*, ইবনু খুযাইমা, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৪৮; *আল-আহাদিসুল মুখতারা*, জিয়া মাকদিসি : ৩৩১-৩৩২; *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত*, বাইহাকি : ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ১২৪০৪; *আল-ইবনাতুল কুবরা*, ইবনু বাত্তা : ২৬৯; *আল-আযামা*, আবুশ শাইখ আসবাহানি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৮২; *শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ*, লালাকায়ি : ৯২৮

ইমাম আবু মানসুর হারাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কুরসির ব্যাপারে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা ওটাই, যা সুফইয়ান সাওরি রাহিমাহুল্লাহ-সহ প্রমুখ আম্মার দুহনি রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে, তিনি মুসলিম বাতিন রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে, তিনি সাইদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহর সূত্রে, তিনি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, কুরসি হলো আল্লাহর দুই পা রাখার স্থান। আর আরশের পরিধি পরিমাপ করা তো অসম্ভব। এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত।'—*তাহযিবুল লুগাত*, আবু মানসুর আল-হারাবি, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৩৩—শারয়ি সম্পাদক

[২] কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে কুরসির ব্যাপারে জানা যায়—

এক. এটি আল্লাহর বিশাল এক সৃষ্টি, যাকে তিনি নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে, 'তাঁর কুরসি সকল আসমান ও জমিনকে বেষ্টন করে রেখেছে।'—সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫

দুই. এর বিশালতার সামনে আসমান ও জমিনের আকৃতি হচ্ছে বিশাল ময়দানে পড়ে থাকা একটি আংটি সদৃশ।—*তাফসিরুত তাবারি* : ৫৭৯৪; *সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা* : ১০৯

তিন. এটার অবস্থান হলো সাত আসমানের ওপরে এবং আরশের নিচে।—*আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়্যা*,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

থেকে জানা যায়—

'আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে, আর না তাঁকে নিদ্রা স্পর্শ করে। জমিন ও আসমানসমূহে যা রয়েছে, সবকিছুই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানসীমার কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান।'[১]

সুতরাং যারা কুরসিকে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়।

দুই. আল্লাহ তাআলা আরশ ও কুরসি কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন এ কারণে নয় যে, এটা তাঁর খুব প্রয়োজন কিংবা তিনি কোনোভাবে এর মুখাপেক্ষী। বরং তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন বিশেষ কোনো হিকমতের কারণে। বস্তুত আরশ বা এ জাতীয় কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার প্রয়োজন নেই। তাঁর মর্যাদা এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। বরং আরশ ও কুরসিকেই আল্লাহ তাআলা নিজের শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে ঊর্ধ্বে ধারণ করে রেখেছেন।

দারিমি : ৮১; *আত-তাওহিদ, ইবনু খুযাইমা,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৪৪ ও খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৮৮৫; *আল-মুজামুল কাবির,* তাবারানি : ৮৯৮৭; *আল-আযামা,* আবুশ শাইখ আসবাহানি, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৬৫; *আল-আসমা ওয়াস-সিফাত,* বাইহাকি : ৮৫১-৮৫২

চার. বিশুদ্ধ মাওকুফ বর্ণনা থেকে জানা যায়, কুরসি হলো আল্লাহ তাআলার দু-পা রাখার স্থান।—*মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৩১১৬

এগুলো হচ্ছে কুরসির ব্যাপারে কুরআন ও সহিহ সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্য। তবে কুরসির ধরন ও রূপরেখা এবং আল্লাহর পা রাখার পদ্ধতি ও প্রকৃতির ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করাকেও বৈধ মনে করি না। আমরা এ বিশ্বাস রাখি যে, তাঁর কোনো কিছুই মাখলুকের সদৃশ নয়। তিনি নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যা জানিয়েছেন, কোনোরূপ বিকৃতি, অস্বীকৃতি, পরিবর্তন ও সাদৃশ্যকরণ ছাড়া আমরা তাঁর জন্য তা-ই সাব্যস্ত করি। তাই কুরসির ব্যাপারে আমরা কেবল ততটুকুই বলব ও বিশ্বাস রাখব, যতটুকু কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস থেকে প্রমাণিত। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদা ও বিশ্বাস।—শারয়ি সম্পাদক

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তিন. আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।[১] আরশ ও কুরসি-সহ সবকিছুই তিনি পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। আরশের ওপর কেবল তাঁরই অবস্থান, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টিকে তাঁর ইলম ও জ্ঞান দিয়ে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, সকল কিছুকে তিনি তাঁর ক্ষমতা ও প্রতাপের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর কোনো সৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না। কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

'তাদের সামনে-পেছনে (আগে-পরে) যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। কিন্তু তারা তাদের জ্ঞানের আওতায় তাঁকে আনতে পারবে না।'[২]

মর্যাদা, সম্মান ও যাবতীয় কর্তৃত্বের মালিক আল্লাহ তাআলা সকল দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

সারকথা

নিশ্চয়ই আরশ সত্য। নিশ্চয়ই কুরসি সত্য। তবে আল্লাহ তাআলা এ দুয়ের কোনোটিরই মুখাপেক্ষী নন। বস্তুত কোনো কিছুর প্রতিই তাঁকে মুখাপেক্ষী হতে হয় না। আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টিকুলকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কিন্তু কোনো সৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

জিজ্ঞাসা

» আল্লাহ তাআলা কীসের ওপর সমুন্নত?

» কুরসি সম্পর্কে আপনি কী জানেন?

---

[১] এখানে পরিবেষ্টন বলতে এটা বোঝানো হয়নি যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা পুরো সৃষ্টিজগৎকে ঘিরে রেখেছে। এমনটা মনে করা ভুল আকিদা। বরং এখানে পরিবেষ্টন বলতে বোঝানো হয়েছে, তাঁর ইলম ও জ্ঞান পুরো সৃষ্টিজগৎকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ মাখলুকের কোনো কিছুই তাঁর ইলমের বাহিরে নেই। সবকিছুই তাঁর ইলম ও জ্ঞানের আওতার অন্তর্ভুক্ত।—শারয়ি সম্পাদক

[২] সুরা ত-হা, আয়াত : ১১০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ষোড়শ অধ্যায়

আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ও কথোপকথন

এক. আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর বাস্তবেই আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন। **দুই.** আমরা আরো বিশ্বাস রাখি, ফেরেশতাগণ, নবি-রাসুলগণ ও রাসুলদের ওপর নাযিলকৃত আসমানি কিতাবসমূহের ওপর। আমরা সাক্ষ্য দিই, তারা (নবি-রাসুলগণ) সবাই সুস্পষ্ট হকের ওপর ছিলেন।

ব্যাখ্যা

এক. আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়—

'যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহিমের আদর্শ অনুসরণ করে, দ্বীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম? আর আল্লাহ ইবরাহিমকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।'[১]

তিনি তাকে সান্নিধ্যে আসার সুযোগ দিয়েছেন, সকলের মধ্য থেকে তাকে মনোনীত করেছেন এবং এমন মর্যাদায় মর্যাদাবান করে তুলেছেন, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১২৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কাউকে প্রদান করেননি। তিনি মুসা আলাইহিস সালামের সাথে মতবিনিময় করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আর অনেক রাসুল আছেন, যাদের কথা আমি আপনাকে ইতঃপূর্বে জানিয়েছি এবং অনেক রাসুল আছেন, যাদের কথা আমি আপনাকে জানাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।'[১]

আল্লাহ তাআলা বাক্যের শেষে মাসদার (ক্রিয়ামূল) উল্লেখ করে বক্তব্যে জোর দিয়েছেন এ কথা বোঝানোর জন্য, তিনি আক্ষরিক অর্থেই তাঁর সাথে কথা বলেছেন। যারা আল্লাহ তাআলার সত্তার জন্য কথা বলার গুণটিকে মানতে নারাজ, তাদের এখানে ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর সুযোগ নেই। তাদের মনগড়া বিশ্বাস এই আয়াতের মাধ্যমেই রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার কথা ছিল আক্ষরিক অর্থেই 'কথা', তাঁর উপযোগী শব্দ ও ধ্বনি ছিল এখানে। শারয়ি টেক্সটে যা কিছু বিশুদ্ধ মতে বর্ণিত হয়েছে, আমরা সবকিছুই বিশ্বাস করি। আমরা কোনো কিছুই অস্বীকার করি না এবং কোনো অমূলক ব্যাখ্যাও দাঁড় করাই না। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তব্যগুলো যে অর্থে ব্যক্ত করেছেন তা-ই আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

দুই. আমরা ফেরেশতাদের বিশ্বাস করি। ফেরেশতা হলো আল্লাহ তাআলার এমন মাখলুক, যাদেরকে তিনি নুর (আলো) থেকে সৃষ্টি করেছেন, যারা আকার-আকৃতিতে অনেক বড় ও বিশাল।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে নির্দয় ও কঠোর ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যে কাজের নির্দেশ পায় তা-ই করে।'[২]

ফেরেশতাদের পাখা আছে। এ বিষয়ে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে—

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৬৪

[২] সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানাবিশিষ্ট ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তিনি (তাঁর) সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।'[১]

আমরা সামগ্রিকভাবে তাদের সবাইকে বিশ্বাস করি। আর হাদিসে তাদের মধ্য থেকে যাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আছে তাদেরকে বিস্তারিত বিবরণ-সহ বিশ্বাস করি। যেমন : জিবরিল, মিকাইল, ইসরাফিল, মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা), খাযিনুন নার (জাহান্নামের দায়িত্বশীল), খাযিনুল জান্নাহ (জান্নাতের দায়িত্বশীল), মুনকার-নাকির (অপরিচিত-কঠোর), রকিব (পর্যবেক্ষক/প্রহরী), আতিদ (সদা উপস্থিত/সদা প্রস্তুত), হাফাযাহ (রক্ষণাবেক্ষণকারীগণ) সম্মানিত ফেরেশতাগণ আলাইহিমুস সালাম।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির মধ্য থেকে যাদেরকে নবি হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এবং ওহি ও শরিয়ত দিয়ে যাদেরকে মনোনীত করেছেন, তাদের সবাইকে আমরা বিশ্বাস করি। তারা সকলেই পুরুষ ছিলেন, স্বাধীন ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মেছেন। যাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তাদেরকে যেমন আমরা বিশ্বাস করি, তেমনি যাদের ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আসেনি তাদেরকেও আমরা সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আর অনেক রাসুল আছেন, যাদের কথা আমি আপনাকে ইতঃপূর্বে জানিয়েছি এবং অনেক রাসুল আছেন, যাদের কথা আমি আপনাকে জানাইনি। আর আল্লাহ মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন।'[২]

আল্লাহ তাআলার নাযিলকৃত যেসব আসমানি কিতাবের কথা আমরা জানি—তাওরাত, ইনজিল, যাবুর এবং কুরআন, ইব্রাহিমের সহিফা (পুস্তিকা), যেমনটি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত, তার সবকিছুর ওপরই আমরা বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

---

[১] সুরা ফাতির, আয়াত : ১

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ১৬৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'নিশ্চয়ই এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী সহিফাসমূহে; ইবরাহিম ও মুসার সহিফাসমূহে।'[১]

'তিনি আপনার কাছে সত্য-সহ মহাগ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, পূর্বে যা এসেছে তার (অতীতে অবতীর্ণ আসমানি কিতাবের) সত্যায়নকারী হিসেবে। তিনি ইতঃপূর্বে তাওরাত ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছিলেন মানুষের জন্য পথনির্দেশ হিসেবে, আর (এখন) অবতীর্ণ করেছেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ (কুরআন)। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধগ্রহণকারী।'[২]

'আমি আপনার প্রতি ওহি পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহি পাঠিয়েছিলাম নুহের প্রতি এবং সে সকল নবি-রাসুলের প্রতি, যারা তার পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহি পাঠিয়েছি ইসমাইল, ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানদের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যাবুর গ্রন্থ।'[৩]

যে সমস্ত কিতাবের বিস্তারিত বিবরণ আসেনি, সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে সেসব কিতাবের ওপরও আমরা ঈমান আনি। আরো বিশ্বাস করি, সকল নবি ও রাসুল সত্যের ওপর ছিলেন। তারা সরল পথের ওপর অটল ও অবিচল ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তারা তা সঠিকভাবে পালন করেছিলেন।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

'তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে তার ওপর। আমরা নবিদের মধ্যে কারো সাথে কারো পার্থক্য

---

[১] সুরা আ'লা, আয়াত : ১৮-১৯

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩-৪

[৩] সুরা নিসা, আয়াত : ১৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করি না। আমরা তাঁরই (আল্লাহর) আনুগত্যকারী।'[১]

সারকথা

বন্ধু গ্রহণ করা এবং কথা বলার গুণ আল্লাহ তাআলার জন্য প্রমাণিত। আমরা এ ব্যাপারে ঈমান আনি। আমরা সম্মানিত ফেরেশতাদের ওপর ঈমান রাখি। সকল নবি ও রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি। সমস্ত আসমানি গ্রন্থকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং আমরা এটাও বিশ্বাস করি, তারা সকলেই সত্য ও হকের ওপর অবিচল ছিলেন।

জিজ্ঞাসা

» আল্লাহ তাআলার অন্তরঙ্গ বন্ধু কে?

» কে আল্লাহ তাআলার সাথে বাক্যালাপ করেছেন?

» যে ব্যক্তি ফেরেশতা, নবি ও আসমানি কিতাবকে অস্বীকার করে তার ব্যাপারে হুকুম কী?

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সপ্তদশ অধ্যায়

আহলুল কিবলা

যে ব্যক্তি আমাদের কিবলাকে (বাইতুল্লাহকে) কিবলা বলে স্বীকার করবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত দ্বীনের সমস্ত বিধানকে স্বীকার করবে এবং তিনি যা কিছু বলেছেন সেসব সত্য বলে বিশ্বাস করবে তাকে আমরা একজন মুসলিম ও মুমিন বলে বিশ্বাস করব।

ব্যাখ্যা

[৫৪] উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা বোঝানো হচ্ছে, যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার কথা স্বীকার করে, সালাতে কাবা অভিমুখী হয়, ইসলামের কোনো হালাল বিষয়কে হারাম মনে করে না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন ও করেছেন তা সত্য বলে মেনে নেয় এবং তিনি যে আদর্শ, আকিদা ও শরিয়ত নিয়ে আগমন করেছেন তা স্বীকার করে, তাকে আমরা মুসলিম ও মুমিন বলে আখ্যায়িত করব। যদি সে কোনো গর্হিত কাজ করে ফেলে, কিন্তু কাজটিকে হারাম বা অবৈধ কাজই মনে করে, তাহলে তাকে আমরা কাফির বলতে পারব না। তবে ঈমানভঙ্গের কাজ করলে ভিন্ন কথা।

ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ মুমিন ও মুসলিম শব্দ দুটি একসাথে একত্রে ব্যবহার করার কারণে মনে হতে পারে, এরা একই অর্থ বহন করে। আসলে শব্দ দুটি যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আলাদা ব্যবহৃত হয়, তাহলে একই অর্থ প্রকাশ করে। আর যখন একত্রে ব্যবহৃত হয় তখন তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। একত্রে ব্যবহৃত হলে মুসলিম সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ইসলামের বাহ্যিক কাজগুলো সম্পন্ন করে। আর মুমিন বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি ইসলামের অভ্যন্তরীণ কাজগুলো সম্পন্ন করে। আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সারকথা

যে ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনিত সবকিছু স্বীকার করে তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, কিবলা অভিমুখী হয় এবং নবিজির হাদিস বিশ্বাস করে, আমরা সেই ব্যক্তিকে মুসলিম বলে সাক্ষ্য প্রদান করি।

জিজ্ঞাসা

» আমরা কাকে মুসলিম বলে স্বীকার করি?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অষ্টাদশ অধ্যায়

আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা

এক. আমরা আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে অনর্থক আলোচনা করি না এবং দ্বীন নিয়ে অযথা তর্কে জড়াই না।

দুই. আমরা কুরআন নিয়ে ঝগড়া-বিতর্ক করি না। আমরা সাক্ষ্য দিই, এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার বাণী। বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরিল (আলাইহিস সালাম) এটি নিয়ে অবতরণ করেছেন। তিনি রাসুলদের সর্দার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম, এটা কোনো সৃষ্টজীবের কথার মতো নয়। আমরা কুরআনকে মাখলুক (সৃষ্ট) হিসেবে বিশ্বাস করি না এবং আমরা মুসলিম জামাআতের (সাহাবা, তাবিয়িন এবং তাদের অনুসারী সালাফগণের) বিরোধিতা করি না।

ব্যাখ্যা

এক. আমরা আল্লাহ তাআলার জাত (সত্তা) নিয়ে কোনো আলোচনা করি না। কারণ এটি সম্পূর্ণ গায়েবের বিষয়। তাই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকি। আমরা কেবল তাঁর ব্যাপারে এতটুকুই আলোচনা করি, তিনি যে নামে নিজেকে সম্বোধন করেছেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

এবং যে গুণে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন আমরাও সে নামে ও সে গুণে তাঁকে অভিষিক্ত করি। বিশুদ্ধ হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে আমরা বিন্দু পরিমাণ বেশি বা কম করি না। আমরা দ্বীন নিয়ে অযথা বিতর্ক ও কূটালাপে জড়িয়ে পড়ি না। হকপন্থি মুসলিম জামাআতের ব্যাপারে আমরা (লোকদের) সংশয়ে নিপতিত করি না। কারণ এই ধরনের কাজ বিশৃঙ্খলা ও সত্য-মিথ্যার মাঝে সংশয় সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

দুই. আমরা কুরআনকে নিজের মত ও চিন্তা দ্বারা ব্যাখ্যা করি না এবং কুরআন নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়াই না। আমরা কুরআন নিয়ে বাতিল ও ভ্রান্তদের মতো কোনো কথা বলি না। বরং আমরা এই সাক্ষ্য দিই, কুরআন আল্লাহ তাআলার কথা ও বাণী, জিবরিল আলাইহিস সালাম কুরআন নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরিল) একে নিয়ে অবতরণ করেছেন—আপনার অন্তরে; যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। (এটি অবতীর্ণ হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।'[১]

আমরা তাই বলি, কুরআন আল্লাহ তাআলার বাস্তব কালাম। কুরআন কোনো মাখলুকের কথার মতো নয়, কুরআনের সাথে মাখলুকের কারো কথার কোনো সাদৃশ্য নেই। আমরা জাহমিয়া সম্প্রদায়ের[২] মতো এ কথা বলি না যে, কুরআন সৃষ্ট। বরং আমাদের বিশ্বাস হলো, কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী। আমরা এর চেয়ে বেশি বা কম কোনো ধরনের বিশ্বাস রাখি না। মুসলিমদের জামাআত তথা সাহাবিগণ, তাবিয়িন এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী সালাফগণ যেভাবে বিশ্বাস করতেন, আমরাও তেমনি কুরআনকে আল্লাহ তাআলার কালাম হিসেবেই বিশ্বাস করি। চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যারা তাদের বিরোধিতা করে তারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।

সারকথা

আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে গভীর আলোচনায় লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। তেমনি তাঁর

---

[১] সুরা শুআরা, আয়াত : ১৯২-১৯৫

[২] এটি একটি ভ্রান্ত দল। তারা আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলি অস্বীকার করে। তাদের মতে, আল্লাহর গুণসমূহ চিরন্তন নয়। সেসব নিতান্তই লয়শীল ও অস্থায়ী। সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টি যেমন নশ্বর, অস্থায়ী, তেমনই কুরআন এক নশ্বর সৃষ্টি। জান্নাত-জাহান্নামও একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বীন নিয়েও অপ্রয়োজনীয় গভীর আলাপে জড়িয়ে পড়া জায়িয নয়। কুরআন নিয়ে অমূলক কোনো বিতর্কে জড়ানো যাবে না। কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী, এটি কোনো সৃষ্ট নয়। আর মুসলিম জামাআত তথা সাহাবিগণ, তাবিয়িন ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারী সালাফগণের সম্মিলিত কর্ম-বিশ্বাসের বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই।

জিজ্ঞাসা

» আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে আলোচনা করার হুকুম কী?

» কুরআন নিয়ে কি কোনো তর্ক করা যাবে?

» মুসলিমদের জামাআত বলতে কী বোঝায়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঊনবিংশ অধ্যায়

মুসলিম যখন গুনাহ করে

এক. আমরা কোনো মুসলিমকে গুনাহ করার কারণে কাফির বলি না, যদি না সে গুনাহের কাজকে বৈধ মনে করে।

দুই. আমরা এ কথা বলি না যে, ঈমান থাকাবস্থায় গুনাহ করলে তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে না।

তিন. মুমিনদের মধ্যে যারা গুনাহ করা সত্ত্বেও ভালো কাজ করে যাবে, তাদের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে নিজ দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু তাদের ব্যাপারে আমরা (একেবারে) আশঙ্কামুক্তও নই। তাদের ব্যাপারে আমরা (নিশ্চিতভাবে) জান্নাতি বলে সাক্ষ্য দিতে পারি না। আর মুমিনদের মধ্যে যারা অসৎকর্মী ও গুনাহগার, তাদের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাদের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ভয় কাজ করে, তবে তাদের ব্যাপারে (একেবারে) নিরাশও হই না।

ব্যাখ্যা

এক. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা হলো, কোনো মুসলিম গুনাহ করার কারণে কাফির হয়ে যায় না, সে গুনাহ সগিরা হোক বা কবিরা। তবে সে যদি

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মনে মনে এই গুনাহের কাজটিকে বৈধ মনে করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন সেটিকে সে হালাল বলে মনে করে। কিন্তু এ আকিদার বিপরীতে খারিজি সম্প্রদায়ের[১] লোকেরা মনে করে, কেউ যদি কোনো গুনাহ করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। গুনাহগারকে তারা মুসলিম বলে বিশ্বাস করে না।

দুই. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এ ধরনের কোনো বিশ্বাস পোষণ করে না যে, মুমিন ব্যক্তি গুনাহ করলে এতে তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। এটা মুরজিয়াদের[২] বিশ্বাস। তারা এ আকিদা পোষণ করে, গুনাহ ঈমানের কোনো ক্ষতি করে না। এটা মূলত বাতিল ও ভ্রান্ত আকিদা। এ ধরনের আকিদা-বিশ্বাস আল্লাহর নাযিলকৃত সেই সমস্ত আয়াতকে অস্বীকার করার নামান্তর, যেখানে গুনাহগার মুমিন বান্দাদের শাস্তি ও ধমকের কথা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস হলো, গুনাহের কারণে বান্দার ঈমানের মধ্যে অবশ্যই ঘাটতি আসে; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কাও থেকে যায়। আমরা এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আখিরাতে আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয় করি।

তিন. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এই বিশ্বাস লালন করে, নেককার মুমিন ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের আশা করা যায়। সে যদি ঈমান ও সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের ওপর মৃত্যুবরণ করে থাকে, তাহলে (এটার কারণে) আমরা খুশি হই এবং এটাকে তার জন্য শুভ মনে করি। তবে তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না এবং আমরা তার জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করি না। আর গুনাহগার মুমিন ব্যক্তির জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। তার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে আশঙ্কা কাজ করে, তবে আমরা এ ধরনের কোনো বিশ্বাস পোষণ করি না যে, নিশ্চিতভাবেই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলার রহমত ও দয়ার ব্যাপারে আশা ছেড়ে দেওয়া। (আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন ক্ষতিকর চিন্তা-ভাবনা থেকে

---

[১] আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাদের খারেজি বলা হয়। একইভাবে, প্রত্যেক যুগে যারা মুসলিম খলিফার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করেছে, তারাও খারেজি।

[২] মুরজিয়া হচ্ছে ভ্রান্ত আকিদাপোষণকারী একটি দল। তাদের মতে, যে ব্যক্তি মন থেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর স্বীকৃতি দেয়, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়, যদিও সে স্থায়ীভাবে ফরয আমল ত্যাগ করে, হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং এগুলো হালাল মনে করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হিফাযত করুন।) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ নির্দিষ্ট কারো ব্যাপারে নিশ্চিত জান্নাতি হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে না। তবে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসে কারো ব্যাপারে জান্নাতি হওয়ার উল্লেখ থাকলে, সেক্ষেত্রেই কেবল আমরা নির্দিষ্টভাবে বিশ্বাস রাখি, সে জান্নাতি। অনুরূপ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ নির্দিষ্ট কারো ব্যাপারে নিশ্চিত জাহান্নামি হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে না, তবে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসে কারো ব্যাপারে জাহান্নামি হওয়ার উল্লেখ থাকলে, সেক্ষেত্রেই কেবল আমরা নির্দিষ্টভাবে বিশ্বাস রাখি যে, সে জাহান্নামি।

☆☆☆

চার. নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্য একজন বান্দাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। কেবলামুখী মুসলিমদের জন্য এতদুভয়ের (নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের) মাঝামাঝিতেই রয়েছে সত্যের পথ।

পাঁচ. যেসব বিশ্বাসের কারণে একজন মানুষ মুমিন ব্যক্তিতে পরিণত হয় সেগুলোর কোনো একটি অস্বীকার করার মাধ্যমেই সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

ছয়. ঈমান হচ্ছে (তাওহিদ-রিসালাতের কথা) মুখে স্বীকার করা এবং অন্তরে সত্যায়ন করা।

ব্যাখ্যা

চার. আল্লাহ তাআলার পাকড়াও ও শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিন্ততা এবং তাঁর রহমত থেকে নৈরাশ্য বান্দাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

'(ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে বললেন,) হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ করো। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।'[১]

কুরআনুল কারিম আমাদের স্পষ্ট ভাষায় জানাচ্ছে—

---

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ (নিজেদের) আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করে না।'[১]

তাই সত্যপন্থিরা এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। বান্দার জন্য কর্তব্য হলো, আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা থেকে যেমন সে আশঙ্কামুক্ত হবে না, তেমনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকেও নিরাশ হবে না। নিজের ক্ষেত্রে এবং অন্যের ক্ষেত্রে একই রকম বিশ্বাস পোষণ করবে।

পাঁচ. মুমিন ঈমানের গণ্ডি থেকে তখনই বের হয়ে যায়, যখন সে ঈমানবিরোধী কোনো কাজ করে। যেমন : সে এমন কিছু অস্বীকার করে বসল, যার ওপর বিশ্বাস করা ছাড়া কারো ঈমান অর্জিত হয় না, তখন তার এই অস্বীকার করার কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

এই আলোচনা দ্বারা সম্মানিত লেখক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র অবস্থান পরিষ্কার করছেন এবং পথভ্রষ্ট খারিজি ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস থেকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাস যে আলাদা সেই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। কারণ খারিজি সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হলো, যেকোনো গুনাহ করলেই ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য তারা গুনাহগার মুমিনকে কাফির মনে করে। আর মুতাযিলা সম্প্রদায় গুনাহগার ব্যক্তিকে মুমিনও মনে করে না, আবার কাফিরও মনে করে না; বরং এ দুটির মধ্যবর্তী তৃতীয় এক স্তরের মানুষ বলে মনে করে, যারা না মুমিন আর না কাফির।

কিন্তু এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাস হলো, মুমিন ব্যক্তি গুনাহ করলে তাওবা করার আগপর্যন্ত সে গুনাহগার থাকে। গুনাহের কারণে গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী তার ঈমান হ্রাস পায়। তবে এর কারণে তার বিশ্বাস ও ঈমান পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় না, সে তখনো মুসলিম থাকে। ঈমানের যেহেতু অনেক স্তর ও ভাগ রয়েছে, তাই গুনাহের কারণে ঈমানের আংশিক স্তর হ্রাস পাবে, কিন্তু এতে তার পুরো ঈমান বিলুপ্ত হবে না। ঈমানকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেয় এমন (ঈমানবিধ্বংসী) কাজ করলেই কেবল তার ঈমান একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এর আগে নয়।

---

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ৯৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ছয়. সম্মানিত লেখক বলেছেন, 'মুখে স্বীকার করে নেওয়া এবং অন্তরে সত্যায়ন করার নাম হচ্ছে ঈমান।' কিন্তু ঈমানের এই সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈমান হলো হৃদয়ে সত্যায়ন করা, মুখে স্বীকার করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র মৌলিক আকিদার অন্তর্গত যে, ঈমানের মধ্যে তিনটি জিনিস থাকে—স্বীকৃতি, বিশ্বাস ও আমল।[১] মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের সত্যায়নের

---

[১] ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মতে ঈমান হলো বাসিত বা অবিমিশ্রিত। কেবল তাসদিক বা অন্তরের বিশ্বাসই হলো মূল ঈমান। কেবল অন্তরের বিশ্বাসটুকু থাকলেই সে আল্লাহর কাছে মুমিন বলে বিবেচিত হবে। আর মৌখিক স্বীকারোক্তি হলো তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান আরোপের জন্য শর্তস্বরূপ, এটা ঈমানের মূল অংশ নয়। আর আমল হলো ঈমানের সম্পূরক ও সজ্জাস্বরূপ, যা ঈমানের জন্য শর্ত নয়। তার মতে ঈমান যেহেতু বাসিত তাই তিনি বলেন, ঈমানে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। অবশ্য তার থেকে বর্ণিত আরেক মতানুসারে, ঈমান দুটি জিনিসের নাম—অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি। *আল-ফিকহুল আকবার, আল-আকিদাতুত তাহাবিয়্যা*-সহ অনেক গ্রন্থে তার থেকে এ মতটি বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র অধিকাংশ ইমামের মতে ঈমান হলো মুরাক্কাব বা একাধিক জিনিসের সমন্বয়ে মিশ্রিত। তারা বলেন, ঈমান হলো তিনটি জিনিসের নাম—অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল। তাদের মতে যেহেতু ঈমান মুরাক্কাব এবং আমলও ঈমানের অন্তর্গত, তাই তারা বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে। অর্থাৎ সৎকর্মের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং অসৎকর্মের দ্বারা ঈমান কমে যায়। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ি, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম সুফইয়ান সাওরি, ইমাম লাইস ইবনু সাদ, ইমাম আওযায়ি, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম ইসহাক ইবনু রাহুয়াহ, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অধিকাংশ ফকিহ ও মুহাদ্দিস এ মতই পোষণ করেন। দলিলের আধিক্য, শক্তিমত্তা ও আলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সবদিক বিবেচনায়ই এ মতটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং অধিক সঠিক।

তবে একটি বিষয়ে উভয় মতাবলম্বীদের মাঝে মিল রয়েছে, তাদের কেউই আমলকে ঈমানের জন্য অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেননি যে, তা না থাকলে ঈমানও থাকবে না। বরং তাদের সবাই এ ব্যাপারে একমত, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি থাকার পরে কেউ যদি আমল না করে বা তাতে অবহেলা করে, তাহলে তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ঈমানে ত্রুটি আসবে, কিন্তু এর কারণে তার ঈমান একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে না। অনুরূপ তাদের সবাই এ ব্যাপারেও একমত যে, মুমিন বান্দা গুনাহ করলে সে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় না। এজন্য সে গুনাহগার হবে এবং শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র কেউ তাকে ইসলাম থেকে খারিজ (বহিষ্কৃত) বলে ঘোষণা করেন না। এ আলোচনার দ্বারা মুরজিয়া, খারিজি ও মুতাযিলাদের ভ্রান্ত আকিদার সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদার পার্থক্য স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। মুরজিয়া, খারিজি ও মুতাযিলাদের ভ্রান্ত আকিদার বিবরণ মূল বইয়ে উল্লেখ রয়েছে। এ ভিত্তিতেই অনেক আলিমের মত হলো, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যান্য ইমামের মতপার্থক্য মৌলিক পর্যায়ের নয়; বরং এটা অনেকটা আক্ষরিক মতানৈক্য। কারণ শেষ ফলাফলে গিয়ে উভয় মতের আলিমগণ প্রায় একই বিন্দুরেখায় মিলিত হন; যদিও অন্যান্য দিক বিবেচনায় মতদুটির মাঝে বেশকিছু ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। যা-ই হোক, ঈমানকে বাসিত বলা হোক কিংবা মুরাক্কাব; ঈমানের মূল বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ের স্তরগত পার্থক্য আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং আলোচনাটি গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে, যেন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পাশাপাশি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল বা কর্মও যে ঈমানের অংশ, কুরআন ও হাদিসে এ-সংক্রান্ত অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আমলকে ঈমানের অংশ বিশ্বাস করেন বলেই তারা বলে থাকেন, ঈমান বাড়ে ও কমে। সুতরাং ভালো ও নেক কাজ করলে ঈমান বাড়ে এবং মন্দ কাজ করলে ঈমান কমে। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, "এটি তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল?" অতএব যেসব লোক ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই তা (অবতীর্ণ সুরা) তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে।'[১]

'তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে যায়। আসমান ও জমিনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[২]

'আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত (সৎপথপ্রাপ্তি) আরো বৃদ্ধি করে দেন। আর স্থায়ী সৎকর্মগুলো আপনার পালনকর্তার প্রতিদান প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতির দিক দিয়েও অতি উত্তম।'[৩]

যদি আমল ঈমানের অংশ না হতো, তাহলে সবাই কেবল আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রাখলে, তার গুণ ও সিফাত মেনে নিলে এবং ঈমানের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়াদি মেনে নিলে ঈমানদার বলে বিবেচিত হতো। তখন নেককার, গুনাহগার, অনুগত ও অবাধ্য সবাইকে একই পাল্লায় মাপা হতো। অথচ এটা যে একটা অবান্তর বিষয়, যে-কেউই তা স্বীকার করে। তাই বিশুদ্ধ মত এটাই যে, আমল বা কর্মকে ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাস।

আমাদের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা পথভ্রষ্ট মুরজিয়া, খারিজি ও মুতাযিলাদের সাথে মিলে না যায়। ঈমানের সংজ্ঞা নির্ণয়, ইমামদের মতপার্থক্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে এখানে আরো অনেক কথা রয়েছে, যা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমরা এখানে খুব সংক্ষেপে মূল বিষয়টি উল্লেখ করেছি মাত্র। আকিদার সাধারণ পাঠকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।—শারয়ি সম্পাদক

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ১২৪

[২] সুরা ফাতহ, আয়াত : ৪

[৩] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ৭৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সারকথা

কোনো মুসলিম গুনাহ করে ফেললে তাকে কাফির বলা যাবে না। তবে গুনাহের কারণে মুমিন ব্যক্তির ঈমানে হ্রাস ঘটে এবং এ কারণে সে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। আমরা কোনো মুসলিমকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলতে পারব না, তবে (কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসে) যাদের ব্যাপারে জান্নাতি বা জাহান্নামি হওয়ার প্রমাণ রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আমরা স্বীকার করি। পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততা ও পরিপূর্ণ হতাশার কারণে বান্দা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।[১] ঈমানের দৌলত বান্দা থেকে তখনই উঠে যায়, যখন সে ঈমানের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কাজ করে ফেলে। ঈমান হচ্ছে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা, মুখে তা স্বীকার করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করার অপর নাম।

জিজ্ঞাসা

» গুনাহের কারণে কাউকে কাফির বলা যাবে কি? এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান কি?

» মুমিন কোনো গুণাহ করলে তার ঈমানের কি কোনো ক্ষতি হয়?

» কোনো মুসলিমের ব্যাপারে কি নিশ্চিতরূপে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলা যাবে?

» একজন মুসলিম কখন ঈমান হারায়?

» আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র দৃষ্টিতে ঈমানের সংজ্ঞা কী?

---

[১] অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়ার পরও নিজের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত থাকে যে, আখিরাতে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না বরং পুরস্কৃত করা হবে, তাহলে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। একইভাবে কেউ যদি আল্লাহর দয়া থেকে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে যায় এবং মনে করে, সে যা কিছুই করুক, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন না, তাহলে সেও ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বিংশ অধ্যায়

ঈমানের যত স্তর

এক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব বাণী ও বক্তব্য এবং শরিয়তের বিধিবিধান আমাদের কাছে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে, তার সবই সত্য।

দুই. ঈমান এক ও অভিন্ন। মৌলিক ঈমানের দিক থেকে মুমিনরা সবাই এক ও সমান। তবে আল্লাহ তাআলার ভয়, তাকওয়া-পরহেজগারি, কুপ্রবৃত্তিকে দমন, সৎপথে অটল থাকা এবং সর্বদা ভালো ভালো কাজ করা—এসবের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে স্তর ও মর্যাদাগত পার্থক্য হয়ে থাকে।

তিন. সকল মুমিন আল্লাহ তাআলার বন্ধু। তবে তাদের মধ্যে সে-ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যে তাকওয়া ও মারিফাতের[১] মাধ্যমে তাঁর অধিকতর অনুগত এবং কুরআনের সর্বাধিক অনুসারী।

ব্যাখ্যা

এক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব বাণী ও বক্তব্য এবং

---

[১] মারিফাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো বিষয়ে জানা এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা। কিতাবি ভাষায় বলা যায়, মহান আল্লাহ, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও নিজের বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাকে মারিফাত বলে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিধিবিধান আমাদের কাছে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য; চাই তা তাওয়াতুর তথা সূত্রপরম্পরায় বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারীর দ্বারা বর্ণিত হোক কিংবা আহাদ তথা অল্পসংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হোক। নবিজির হাদিসের ব্যাপারে এটিই হকপন্থি আলিমদের অবস্থান ও বিশ্বাস। যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদিসকে অবিশ্বাস বা মিথ্যারোপ করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে (দুনিয়া ও আখিরাতে) অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবেন।

দুই. এই বক্তব্য লেখক মূলত ঈমানের আগের সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি করে বলেছেন। তবে (ঈমানের সঠিক সংজ্ঞা অনুসারে এ ব্যাপারে) বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে, মৌলিক ঈমানের বিচারে সকল মানুষ এক ও সমান নয়; বরং তাদের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন স্তর ও মর্যাদাগত পার্থক্য। নইলে আমরা যদি এই দাবি করি, আমাদের ঈমান আর নবিজির ঈমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তবে কি এমন বক্তব্য সঠিক? কিংবা আমরা যদি দাবি করি, 'আমাদের ঈমান ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালামের ঈমানের মতো, তার আর আমাদের ঈমানের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।' তাহলে কি কথাটি যুক্তিসংগত হবে? নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কথাটি ঠিক নয়। বস্তুত আমাদের ঈমান একেক জনের একেক রকম। যেহেতু আমল ঈমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তাই আমলের বিচারে মানুষ যেমন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, তেমনি সেই প্রভাবের কারণে তাদের ঈমানও নানা স্তরের থাকবে—এটাই স্বাভাবিক। মানুষের আমলে তো তারতম্য হবেই, এমনকি সত্যায়নের মানের মধ্যেও পার্থক্য হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই জিবরিল আলাইহিস সালামের বিশ্বাস ও সত্যায়ন আর আমাদের বিশ্বাস ও সত্যায়ন এক স্তরের নয়। এরপর তাকওয়ার কথা এলে, সে বিচারেও মানুষের মধ্যে কয়েক ধরনের স্তর আমরা দেখতে পাই। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী, সে-ই তোমাদের সবার চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।'[১]

---

[১] সুরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এমনকি মানুষের মধ্যে কেউ প্রবৃত্তিকে বেশি দমন করতে পারে এবং আল্লাহ তাআলা যে কাজগুলো পছন্দ করেন, সেই কাজগুলোও সে বেশি করতে পারে। তাই যারা নফসকে দমন ও আমল বেশি করবে, তাদের ঈমানের বিশুদ্ধতা ও ঈমানি শক্তিও অন্যদের তুলনায় বেশি থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

তিন. মুমিন ও বিশ্বাসীগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধু। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—'জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা উদ্বিগ্নও হবে না। তারা (আল্লাহর বন্ধুগণ) সেসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে থাকে।[১]

তাই ঈমান ও তাকওয়ার পার্থক্যের ভিত্তিতেই বান্দার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব দৃঢ় বা হালকা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিক পরিমাণে মেনে চলতে পারবে, আল্লাহর কিতাব ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ বেশি অনুসরণ করতে পারবে, সে আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি সম্মানিত ও অধিক মর্যাদার পাত্র বলে গণ্য হবে।

সারকথা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হিদায়াত ও বিধিবিধান আমাদের কাছে বিশুদ্ধ সূত্রে পৌঁছেছে তার সবই সত্য। মুমিনরা মৌলিক ঈমান ও তার স্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মর্যাদার হয়ে থাকে। মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধু। তাকওয়ার তারতম্যের কারণে আল্লাহ তাআলার সাথে একজন মুমিনের বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের প্রগাঢ়তা কমবেশি হয়ে থাকে।

জিজ্ঞাসা

» ঈমানের স্তরের বিবেচনায় সকল মুমিন কি এক সমান? নাকি তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে?

» আল্লাহ তাআলার বন্ধু কারা?

---

[১] সুরা ইউনুস, আয়াত : ৬-৬৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একবিংশ অধ্যায়

ঈমানের মূলভিত্তিসমূহ

এক. ঈমান হলো আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রাখা, ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস রাখা, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখা, তাঁর প্রেরিত নবি-রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস রাখা, শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাস রাখা, ভালো-মন্দ এবং কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, এই বিশ্বাস রাখা।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো—এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি তাঁর সত্তায়, তাঁর কর্মে, তাঁর গুণে, তাঁর নামে এবং ইবাদতের উপযুক্ততায় এক ও অনন্য। সেই সাথে এটাও বিশ্বাস করতে হবে যে, সকল কাজের উৎস একমাত্র তিনিই। তাঁর ইরাদা ও ইচ্ছার কারণেই মহাবিশ্বের ভালো-মন্দ সবকিছু সংঘটিত হয়। ফেরেশতাগণের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো—কুরআন-হাদিসে সামগ্রিকভাবে ও বিস্তারিতভাবে তাদের পরিচয় ও গুনাগুণ যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করা। কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার অর্থও এমনই যে, সামগ্রিকভাবে ও বিস্তারিতভাবে কিতাবগুলোর নাম আমরা জানি কিংবা না জানি সবগুলোর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। নবি-রাসুলগণের ওপর ঈমান আনার অর্থও এমন হতে হবে যে, পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে তাদের নাম আমরা জানি কিংবা না জানি সবার ওপর বিশ্বাস স্থাপন আবশ্যক। এ বিষয়েও

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। রাসুলদের[১] মধ্যে প্রথম হলেন নুহ আলাইহিস সালাম, আর সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা তাদের রিসালাতের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আর তাদের আদর্শই হলো সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। শেষ দিবসের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো—কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখা এবং পুনরুত্থান, হিসাব-কিতাব, জান্নাত-জাহান্নামের ওপরও বিশ্বাস রাখা। ভাগ্যের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো—এটা বিশ্বাস করে নেওয়া যায় যে, সকল কিছুর নিয়তি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, ভালো-মন্দ সব আল্লাহ তাআলার ফয়সালাতেই হয়, মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন—

'যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে।" আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, "এটা আপনার পক্ষ থেকে।" আপনি বলুন, "সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে।" এ সম্প্রদায়ের কী হলো যে, তারা একেবারেই কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না![২]

ঈমানের এ ছয়টি মৌলিক বিষয়ের বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বেশকিছু আয়াতে এ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন—

'কিন্তু সৎকর্ম হলো সে ব্যক্তির, যে ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামত দিবসের ওপর, ফেরেশতাগণের ওপর এবং সকল নবি-রাসুলের ওপর।'[৩]

'নিশ্চয়ই আমি প্রতিটি বস্তুকে নির্ধারিত পরিমাপ (তাকদির) অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।'[৪]

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসুলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি, যা আল্লাহ তাঁর রাসুলের ওপর নাযিল করেছেন। আর সে

---

[১] নবি ও রাসুলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত সকল বার্তাবাহকই নবি। যে সকল নবির ওপর নতুন কিতাব অথবা বিধি-বিধান নাযিল হয়েছে তারা হলেন রাসুল। অর্থাৎ, সকল রাসুলই নবি কিন্তু সকল নবি রাসুল নন।

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ৭৮

[৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৭৭

[৪] সুরা কমার, আয়াত : ৪৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

গ্রন্থের প্রতিও (ঈমান আনো), যা তার পূর্বে তিনি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ ও শেষ দিবসকে (পরকালকে) অবিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই সে সুদূর বিপথে বিভ্রান্ত হয়েছে।'[১]

ঈমানের এই ছয়টি উসুল বা মূলনীতির কোনো একটিও যদি কারো মাঝে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সে পুরোপুরিভাবে ঈমান হারিয়ে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

☆☆☆

দুই. আমরা উপরিউক্ত সকল বিষয়ের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। আমরা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবি-রাসুলদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করি না। (অর্থাৎ তাদের সবাইকেই আমরা নবি-রাসুল বলে বিশ্বাস করি।) তারা আল্লাহর কাছ থেকে যে শরিয়ত নিয়ে এসেছেন, সে ব্যাপারে আমরা তাদের সবাইকে সত্য বলে স্বীকার করি।

ব্যাখ্যা

আমরা বিগত সকল নবি-রাসুলের ওপর বিশ্বাস রাখি। তাদের প্রতি আমাদের নিঃশর্ত স্বীকারোক্তি রয়েছে এবং আমরা নবি-রাসুলদের মধ্যে কোনো ধরনের বিভেদ-রেখা টেনে দিই না। তাদের সকলের প্রতিই আমরা সমানভাবে ঈমান রাখি।

সুমহান আল্লাহ বলেন—

'রাসুল তার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি। (তারা বলে,) আমরা তাঁর রাসুলদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব, আমরা আপনারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই (আমাদের সবাইকে একদিন) প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[২]

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১৩৬

[২] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তার প্রতি। আমরা তাদের (নবি-রাসুলদের) মধ্যে কারো সাথে কারো পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই (আল্লাহরই) কাছে আত্মসমর্পণকারী।'[১]

আমরা রাসুলদের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য করি না। এমন নয় যে, আমরা তাদের কাউকে বিশ্বাস করি, আর কাউকে বিশ্বাস করি না। বরং আমরা সকল নবি-রাসুলকে এবং তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে শরিয়ত ও বিধান নিয়ে এসেছেন সবকিছুই বিশ্বাস করি।

সারকথা

ঈমান হলো আল্লাহ তাআলার ওপর বিশ্বাস রাখা, ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস রাখা, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখা, তাঁর প্রেরিত নবি-রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস রাখা, শেষ দিবসের ওপর বিশ্বাস রাখা, ভালো-মন্দ এবং কল্যাণ-অকল্যাণ যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় এই বিশ্বাস রাখা। এ ছয়টি বিষয়ের প্রত্যেকটির ওপর বিশ্বাস রাখার নামই হচ্ছে ঈমান।

জিজ্ঞাসা

» ঈমানের রুকন (মূলভিত্তি) কয়টি?

» তাকদিরের ওপর ঈমান আনার ব্যাখ্যা কী?

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৩৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ফাসিক ও মুরতাদ

এক. উম্মতে মুহাম্মাদির মধ্যে যারা কবিরা গুনাহ করে তাওবা করেনি, কিন্তু ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছে তারা জাহান্নামে যাবে, তবে চিরস্থায়ীভাবে নয়। আল্লাহ তাআলার সাথে শেষ দিবসে সাক্ষাতের পর তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কুরআন মাজিদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে (কোনো কিছু) শরিক করে, নিঃসন্দেহে সে বিরাট এক পাপ করে।'[১]

আর তিনি যদি চান, ইনসাফের বিবেচনায় তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে পারেন। শাস্তি প্রদানের পর তিনি নিজ অনুগ্রহে এবং সুপারিশের কারণে নেককারদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন এবং পরিশেষে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এটা এই কারণে যে, যারা আল্লাহ তাআলাকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করে, তিনি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাদের অবস্থা ওই ব্যক্তিদের মতো করবেন না, যারা তাঁকে অবিশ্বাস করে এবং যারা হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় আল্লাহর বন্ধুত্ব ও অভিভাবকত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে। হে আল্লাহ, আপনি তো ইসলামের রক্ষাকর্তা, মুসলিমদের বন্ধু। হাশরের দিনে আপনার সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হওয়ার আগপর্যন্ত আমাদেরকে ইসলামের ওপর অটল ও অবিচল রাখুন।

ব্যাখ্যা

যে মন্দ কাজের ব্যাপারে কোনো হদের (শরিয়ত নির্ধারিত শাস্তির) কথা আছে, কোনো অভিশাপের কথা আছে, জাহান্নামের ঘোষণা আছে কিংবা যে মন্দ কাজের নিকৃষ্টতার আলোচনা বিশেষভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে কবিরা গুনাহ বলে। যে ব্যক্তি (কুফর ও শিরক থেকে মুক্ত হয়ে) কোনো কবিরা গুনাহে জড়িত হবে তাকে আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না। কারণ মৃত্যুকালে তার মধ্যে ঈমান ছিল। যদি সে মৃত্যুর আগে তাওবা না-ও করতে পারে, তবুও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে না। আল্লাহ তাআলাকে মাবুদ হিসেবে স্বীকার করা এবং তাঁকে এক বলে বিশ্বাস করা অবস্থায় কেউ যদি তাঁর সাথে বিচার দিবসে সাক্ষাৎ করতে পারে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন থাকবে। আল্লাহ চাইলে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে শাস্তি দিতে পারেন। তবে তাদেরকে তিনি চিরকালের জন্য সেখানে রাখবেন না। আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে মুমিন ও নেককার বান্দাদের সুপারিশের কারণে সেসব পাপীকে (একদিন না একদিন) জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন। সুপারিশকারীদের মধ্যে সবচেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আবার আল্লাহ তাআলা চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া ছাড়াই ক্ষমা করে মুক্তি দিতে পারেন। কারণ বান্দা শিরক ছাড়া যে গুনাহই করুক না কেন, তার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা আশা করা যায়। পবিত্র কুরআনে এসেছে—

‘আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। আর যে আল্লাহর সাথে (কোনো কিছু) শরিক করে, নিঃসন্দেহে সে বিরাট এক পাপ করে।’[১]

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৪৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হাদিসে এসেছে, 'কেউ যদি এসব (কবিরা) গুনাহের মধ্য থেকে কোনো একটিতে লিপ্ত থাকে, আর আল্লাহ তাআলা তা গোপন করে রাখেন, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন থাকবে। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আবার চাইলে এই গুনাহের জন্য তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।'[১]

কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকা ব্যক্তির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাস এমনই। যদি সেই ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তাওবা করতে না-ও পারে, তবুও সে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তাআলা একদিন না একদিন তাকে জাহান্নামে থেকে বের করে আনবেন। তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাসের বিপরীতে পথভ্রষ্ট মুতাযিলা ও খারিজি সম্প্রদায়ের লোকদের বিশ্বাস হলো, গুনাহগার বান্দা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে যাবে। নিঃসন্দেহে এটা ভুল ও ভ্রান্ত একটা বিশ্বাস। এ ব্যাপারে সঠিক বিশ্বাস সেটিই, যা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ লালন করে থাকে। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের অবস্থা অবিশ্বাসী বান্দাদের মতো করবেন না; দুনিয়াতেও না, আখিরাতেও না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

'যারা দুষ্কর্ম করে তারা কি মনে করে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে ওইসব লোকের মতো গণ্য করব, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে? তাদের বিবেচনা কতই না মন্দ!'[২]

'আমি কি মুসলিমদেরকে (আত্মসমর্পণকারীদেরকে) অপরাধীদের মতো গণ্য করব?'[৩]

ইসলামের রক্ষাকর্তা ও মুসলিমদের অভিভাবক মহান আল্লাহর কাছে আমাদের নিবেদন, তিনি যেন আমাদের হৃদয়কে ইসলামের ওপর অবিচল রাখেন এবং হাশরের দিন আমরা যেন মুমিন ও মুসলিম হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৪৮৯৪, ৬৭৮৪, ৬৮০১, ৭৪৬৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৭০৯

[২] সুরা জাসিয়া, আয়াত : ২১

[৩] সুরা কলাম, আয়াত : ৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

☆☆☆

দুই. নেককার ও বদকার প্রতিটি মুসলিমের ইমামতি আমরা শুদ্ধ মনে করি এবং এই দুই প্রকারের মানুষ মারা গেলে তাদের জানাযার সালাতও আমরা বৈধ বলে বিশ্বাস করি।

তিন. নির্দিষ্টভাবে তাদের কাউকে আমরা জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে ঘোষণা দিই না। এমনকি আমরা তাদের কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক বলেও সাব্যস্ত করি না; যতক্ষণ না তাদের থেকে এ জাতীয় কোনো গর্হিত কাজ প্রকাশ পায়। আর তাদের অভ্যন্তরীণ যেসব বিষয়ে আমরা জানি না, সেগুলোর (দেখার ও বিচারের) দায়িত্ব আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করি। আমরা (অনুমান করে) সেসব বিষয়ে কোনো মন্তব্য করি না কিংবা সিদ্ধান্ত দিই না।

চার. শরিয়তের বিধান অনুসারে যাদের ব্যাপারে হত্যার হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে, তারা ব্যতীত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতদের (মুসলিমদের) কারো বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করা আমরা বৈধ মনে করি না।

ব্যাখ্যা

দুই. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাস হলো, একজন মুসলিম ব্যক্তি পাপী বা ফাসিক হলেও তার পেছনে সালাত আদায় করা যাবে। যদিও ইমামতির জন্য সর্বদা নেককার ব্যক্তিই অধিক উপযুক্ত, তবে নেককার ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতে যদি কোনো অসুবিধা থাকে কিংবা শাসকের পক্ষ থেকে কোনো ফাসিককে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়ার কারণে তার পেছনে সালাত আদায় না করলে ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ফাসিক ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য ফাসিক ইমামের পেছনে সালাত আদায় করা তখনই সঠিক হবে, যখন সে এমন কোনো গুনাহ বা বিদআতে লিপ্ত থাকবে না, যা তাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে কাফির বানিয়ে দেয়।

ঠিক একইভাবে আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এটাও বিশ্বাস করি যে, সকল মুসলিমের জানাযার সালাত আদায় করা যাবে, যদিও মৃত ব্যক্তি গুনাহগার ও পাপিষ্ঠ হয়ে থাকে। তবে কেউ যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার জানাযার সালাত আদায় করা যাবে না।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিন. আমরা কোনো মুসলিমকে অকাট্য ও নির্দিষ্টভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলে দাবি করি না। মুসলিমদের মধ্যে যে ব্যক্তি আকিদা ও আমলের বিচারে ভালো তার ব্যাপারে জান্নাতের আশা করতে পারি। তবে আমরা এটা বিশ্বাস করি, সে আল্লাহ তাআলার শাস্তির সম্মুখীনও হতে পারে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে, গুনাহের কাজে ডুবে থাকবে, তার ব্যাপারে আমরা আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। তবে তাকে আমরা কখনোই আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ করব না।

পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে আমরা কোনো মুসলিমকে কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক বলে অভিযোগ করব না। আমরা কারো ব্যাপারে এ কথা বলতে পারব না যে, সে মুসলিম উম্মাহ থেকে বের হয়ে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তবে যদি কারো থেকে কুফর, শিরক বা নিফাকের স্পষ্ট কোনো প্রমাণ প্রকাশ পায়, পাশাপাশি সেখানে তাকফিরের (কাফির বলে আখ্যায়িত করার) সকল শর্ত পাওয়া যায় এবং মাওয়ানিউত তাকফির (কাফির বলার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ, যেমন, বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞতা, নির্যাতন ও ভীতিমূলক বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি) না থাকে, তাহলেই কেবল এমন অভিযোগ তোলা যেতে পারে।

মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ও গোপন বিষয়সমূহ না জেনে (স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে) আমরা কোনো মন্তব্য করব না কিংবা কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। আমরা এগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে পেশ করব। কেননা তিনিই সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। আমরা কেবল মানুষের বাহ্যিক কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখেই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

চার. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কোনো মুসলিমকে হত্যা করা বা কোনো মুসলিম দলের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে বৈধ মনে করে না। তবে কিছু পরিস্থিতি ও অবস্থা এই হুকুমের আওতাভুক্ত নয়, যে ব্যাপারে শরিয়তের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। যেমন : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এমন কোনো মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না, যে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। তবে তিন ধরনের ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে। যথা— বিবাহিত ব্যভিচারী, অন্যায়ভাবে হত্যাকারী এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি।'[১]

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'শাসকের মধ্যে যদি তোমরা স্পষ্টভাবে কুফরি করার কোনো আলামত পাও যার স্বপক্ষে আল্লাহ তাআলা কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন তখন তোমরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে।'[২]

আল্লাহ তাআলা এ ধরনের শাসকদের ব্যাপারে বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হলো তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা। (এ ছাড়া) আখিরাতেও তাদের জন্য থাকবে বড় রকমের শাস্তি।'[৩]

এমন আরো কিছু অবস্থা ও প্রেক্ষিতে মুসলিমদের রক্ত ঝরানোর বৈধতা রয়েছে। এসব শারয়ি অনুমোদন ছাড়া বিনা কারণে কোনো অবস্থাতেই কাউকে হত্যা করা যাবে না।

সারকথা

কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও মর্জির অধীনে রয়েছে। তিনি চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আবার চাইলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন। বিশ্বাসী (মুমিন) ব্যক্তি আর অবিশ্বাসী (কাফির) ব্যক্তি কখনো এক হতে পারে না। আমরা প্রত্যেক মুসলিমের পেছনেই সালাত আদায় করি; চাই সে নেককার হোক কিংবা ফাসিক। আমরা কোনো মুসলিমের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি হওয়ার দাবি করতে পারি না। ইসলামের বিধান ও শারয়ি অনুমোদন ছাড়া অন্যায়ভাবে কোনো মুসলিমকে হত্যা করা আমরা বৈধ কাজ মনে করি না।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬৮৭৮; *সহিহ মুসলিম* : ১৬৭৬

[২] *সহিহ বুখারি* : ৭০৫৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৭০৯

[৩] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জিজ্ঞাসা

» কবিরা গুনাহকারীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা-দর্শন কী?

» একজন ফাসিক মুসলিমের পেছনে সালাত আদায়ের ব্যাপারে বিধান কী?

» শরিয়তের আলোকে কোন কোন পাপের কারণে একজন মুসলিম মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ইসলামি শাসক ও খলিফার আনুগত্য

এক. আমরা খলিফা ও মুসলিম শাসকবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করি না; যদিও তারা জনগণের ওপর জুলুম-অত্যাচার করে। আমরা তাদের জন্য বদদুআ করি না এবং তাদের আনুগত্য থেকে বেরিয়েও আসি না। আর আমরা তাদের প্রতি আনুগত্যকে আল্লাহরই আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরয বলে বিশ্বাস করি, যতক্ষণ না তারা কোনো গুনাহের কাজের নির্দেশ দেয়। আমরা তাদের উৎকর্ষ ও সুস্থতার জন্য দুআ করি।

দুই. আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও সাহাবিদের জামাআতের অনুসরণ করি এবং বিচ্ছিন্নতা, বিরোধিতা ও বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকি।

ব্যাখ্যা

এক. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা হলো, খলিফা ও মুসলিম শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকতে হবে; যদিও তারা জনগণের ওপর জুলুম-অত্যাচার করে কিংবা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনেক গুনাহ ও পাপাচার প্রকাশ পায়। সকল ক্ষেত্রেই তাদের আনুগত্য করতে হবে। কারণ বিদ্রোহের ফলে অনেক খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যেমন : রক্তপাত, জানমালের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ক্ষয়ক্ষতি এবং নানা বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। তবে এ (আনুগত্য ও বিদ্রোহ না করার) বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত প্রযোজ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত এই শাসকগণ ইসলামের গণ্ডির মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন আনবে না এবং তাদের কার্যক্রমে কোনো কুফর প্রকাশিত হবে না। শাসক যদি এমন হয়, তাহলে মুসলিম জনগণ তাদের প্রতি অভিসম্পাত জানাবে না, তাদের কথার অবাধ্য হবে না এবং শাসকের আনুগত্যকে নিজেদের জন্য অবশ্যপালনীয় বলে মনে করবে। কিন্তু তারা যদি কোনো গুনাহের কাজের আদেশ দেয়, সেক্ষেত্রে তাদের আদেশ মেনে চলা যাবে না, তাদের আনুগত্যও করা যাবে না। কারণ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

'যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানির নির্দেশ দেওয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সকল বিষয়ে (মুসলিম শাসকের) আনুগত্য করা মুসলিমদের কর্তব্য। তবে যখন কোনো গুনাহের কাজের নির্দেশ দেবে, তখন আর কোনো বশ্যতা ও আনুগত্য নেই।'[১]

'আল্লাহর নাফরমানির কাজে কোনো আনুগত্য নেই। আনুগত্য করতে হয় কেবল ভালো ও ন্যায়সংগত কাজে।'[২]

জনগণ সর্বদা তাদের মুসলিম শাসকদের জন্য কল্যাণ, সংশোধন ও সুস্থতার জন্য দুআ করবে। কারণ শাসকগণ সৎ, চরিত্রবান ও সংশোধিত হলে তাদের জনগণও সৎ, চরিত্রবান ও সংশোধিত হবে। আর তারা যদি অসৎ ও পাপিষ্ঠ হয়, তাহলে জনগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে অসততা ও পাপচারের অনুপ্রবেশ ঘটবে।

দুই. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ চিন্তা-ফিকির ও কাজে-কর্মে মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাকে নাজায়েয মনে করে। তাদের বিশ্বাস, নবিজির সুন্নাহর অনুসরণ এবং মুসলিম জামাআতকে আঁকড়ে ধরার মাঝেই হিদায়াত ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তারা আরো বিশ্বাস করে, মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্নতা, মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ, দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা এবং মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দল-উপদল তৈরি—এসব

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৭১৪৪; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৩৯

[২] *সহিহ বুখারি* : ৭২৫৭; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৪০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হলো গোমরাহি, ভ্রষ্টতা ও সত্যপথ থেকে বিচ্যুতির পরিচায়ক।

তবে এসব ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম জামাআত আল্লাহর বিধানের ওপর অটল থাকবে। কিন্তু যখন মুসলিম সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে, শরিয়তের বিধান বিকৃত করা হবে, সুন্নাহকে বিদআত এবং বিদআতকে সুন্নাহ বলে প্রচার করা হবে, মন্দ কাজকে ভালো এবং ভালো কাজকে মন্দ বলে বিবেচনা করা হবে তখন ঈমান বাঁচানোর তাগিদে নষ্ট সমাজ, মানুষ ও সকল পথভ্রষ্ট দল-উপদল থেকে পৃথক হয়ে (বিশুদ্ধ সুন্নাহর অনুসারে) একাকী চলার সুযোগ রয়েছে।

যেমন : হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

'যখন কোনো খলিফা ও মুসলিমদের সঠিক জামাআত থাকবে না তখন সকল দল-উপদল থেকে পৃথক হয়ে যাও এবং মৃত্যু আসা পর্যন্ত কোনো বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও এভাবে সকল দলমত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় (দ্বীনের ওপর অটল) থাকবে।'[১]

☆☆☆

তিন. আমরা ইনসাফকারী ও আমানতদার মানুষকে ভালোবাসি এবং জালিম-অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক মানুষকে ঘৃণা করি।

ব্যাখ্যা

শাসক কিবা জনগণ, আমরা সকল ইনসাফকারী মানুষকে ভালোবাসি। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে আমানত রক্ষা করে, মানুষের সাথেও আমানত রক্ষা করে, তাকে আমরা ভালোবাসি। আর শাসক কিবা জনগণ যে-ই জুলুম করে, নিপীড়ন চালায়, আমরা তাকে ঘৃণা করি। একইভাবে, যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমরা তাদেরও ঘৃণা করি। কুরআনুল কারিমে স্পষ্ট ভাষায় আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে—

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৩৬০৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৮৪৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এবং জেনেশুনে নিজেদের আমানতসমূহের খিয়ানত কোরো না।'[১]

এই বিশ্বাস ও ঘৃণা করাকে আমরা হক বলে বিশ্বাস করি। কারণ একজন মুমিন (স্বভাবতই এবং ঈমানের তাগিদে) আল্লাহভীরু নেককার মুমিনদের ভালোবাসে এবং অবাধ্য ও পাপীদের ঘৃণা করে। যেমন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন—

'যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

» তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য সবকিছুর চাইতে অধিক প্রিয়।

» কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই ভালোবাসা।

» আল্লাহ তাআলা তাকে কুফর থেকে মুক্তি প্রদানের পর পুনরায় কুফরে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতোই অপছন্দ করা।'[২]

হাদিসে এ ব্যাপারে আরো এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় হাতল হলো, কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই (কাউকে) ভালোবাসা এবং আল্লাহ তাআলার জন্যই (কাউকে) ঘৃণা করা।'[৩]

তাই যার মধ্যে যতটুকু আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য ও দ্বীনদারি আছে, আমরা তাকে ততটুকু ভালোবাসব। আর যার মধ্যে যতটুকু পাপ ও গুনাহ রয়েছে, তাকে ততটুকু ঘৃণা করব।

সারকথা

শরিয়তের বিধিনিষেধ অনুযায়ী হুকুম করলেই কেবল শাসকদের আনুগত্য করতে হবে, অন্যথায় নয়। অন্যায়ভাবে মুসলিমের ঐক্যে কোনো ধরনের ফাটল

---

[১] সুরা আনফাল, আয়াত : ২৭

[২] *সহিহ বুখারি* : ১৬, ২১, ৬৯৪১; *সহিহ মুসলিম* : ৪৩

[৩] *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৩৭৯০; *মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা* : ৩০৪৪৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৮৫২৪; *আল-মুজামুল আওসাত* : ৪৪৭৯—হাদিসটি সহিহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ধরানো যাবে না। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ এবং সাহাবিদের জামাআতের অনুসরণ করি। আমরা ইনসাফকারী ও আমানতদার মানুষকে ভালোবাসি এবং অত্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক মানুষকে ঘৃণা করি।

জিজ্ঞাসা

» জালিম শাসকের আনুগত্য করার ব্যাপারে বিধান কী?

» জালিম শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কি বৈধ?

» আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য ঘৃণা করার বিষয়ে আমাদের কী করণীয়?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আল্লাহু আ'লাম, মোজার ওপর মাসেহ, জিহাদ ও হজ

এক. কোনো বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কাছে অস্পষ্ট হলে সে ব্যাপারে আমরা বলি, "আল্লাহু আ'লাম।" অর্থাৎ আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

দুই. নিজ বাড়িতে বা সফরে চামড়ার মোজার ওপর মাসেহ করাকে আমরা বৈধ মনে করি; যেমনটি হাদিসে এসেছে।

তিন. নেককার বা বদকার হোক কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম শাসকদের নেতৃত্বে জিহাদ ও হজ অব্যাহত থাকবে। কোনো কিছুই এ দুটো কাজকে বাতিল বা প্রত্যাহার করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা

এক. কোনো বিষয়ের জ্ঞান স্পষ্ট না থাকলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ সর্বদা সেটার ইলম আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করেন। এক্ষেত্রে তারা বলে থাকেন, "আল্লাহু আ'লাম।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত। আর এটাই ইনসাফ ও ন্যায্যতা। কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর ব্যাপারে না জেনে কোনো মন্তব্য করাকে হারাম করেছেন, সেটার উদ্দেশ্য এই ইনসাফ ও ন্যায়সংগতা বজায় রাখা। এটা (আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে না জেনে কোনো মন্তব্য করা) সবচেয়ে জঘন্য ও নিকৃষ্ট গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। অতএব মানুষকে যখন এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

করা হয়, যা সে জানে না তখন তার এ কথা বলা উচিত, "আল্লাহু আ'লাম।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

দুই. ফিকহের কিতাবে যে সকল শর্ত সহযোগে মোজার ওপর মাসেহ করার বৈধতা এসেছে সেভাবে মাসেহ করাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বৈধ মনে করে। মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকিম ব্যক্তির জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার ওপর মাসেহ করার সুযোগ আছে। তেমনি জাওরাব (উল, লিনেন বা সুতার মোজা, যার ওপর-নিচ উভয় অংশে চামড়া লাগানো থাকে) ও না'ল (উল, লিনেন বা সুতার মোজা, যার শুধু নিচের অংশে চামড়া লাগানো থাকে) এর ওপর মাসাহ করাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র কাছে বৈধ। মোজার ওপর মাসেহ করার এ মাসআলায় রাফেযি-শিয়ারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিরোধিতা করে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। অথচ মোজার ওপর মাসেহ করার বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির (অসংখ্য বর্ণনাকারীর পরম্পরাগত) সূত্রে বর্ণিত, যার সত্যতা সুনিশ্চিত ও অকাট্য।

তিন. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বিশ্বাস করে, মুসলিম শাসকদের নেতৃত্বে হজ ও জিহাদ সর্বদাই চলতে থাকবে; চাই তারা নেককার শাসক হোক কিংবা বদকার শাসক। কোনো কিছুই এ দুটি আমলকে বাতিল করতে পারবে না, কোনো পরিস্থিতিই এ দুটি কাজকে নাকচ করতে পারবে না এবং কেউই এ বিধান দুটির অপরিহার্যতাকে রহিত করতে পারবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এ দুটি আমল চলমান থাকবে। আর এ আমল দুটি সম্পাদিত হবে মুসলিম শাসকদের নেতৃত্বে; চাই তারা ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা জালিম ও অত্যাচারী। বস্তুত শাসক জালিম হলেও তার সেনাবাহিনী ও শক্তি-সামর্থ্য মুসলিমদের কল্যাণেই ব্যয়িত হয়ে থাকে, আর তার জুলুমগুলোর দায়ভার থাকবে তার নিজের ঘাড়ে। এ বিধান ততক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ না শাসকরা জালিম হলেও ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। তবে তারা যদি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে মাসআলা পাল্টে যাবে। তখন আর তাদের নেতৃত্বও মেনে চলা যাবে না এবং তাদের আনুগত্যেরও বিধান থাকবে না।

সারকথা

একজন মুসলিমের জন্য কর্তব্য হলো, যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই সে বিষয়ের ক্ষেত্রে এ কথাটি বলা, "আল্লাহু আ'লাম।" অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভালো জানেন। সে কখনো অজ্ঞাত ও অজানা বিষয় জানানোর দায়িত্ব নিতে যাবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

না। সফরে ও বাড়িতে সব জায়গায় মোজার ওপর মাসেহ করা বৈধ। ন্যায়পরায়ণ হোক কিংবা জালিম সর্বাবস্থায় মুসলিম শাসকদের অধীনেই হজ ও জিহাদের আমল কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে।

জিজ্ঞাসা

» কেউ যদি আপনাকে এমন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, যে সম্পর্কে আপনার কিছু জানা নেই, তখন আপনি উত্তরে কী বলবেন?

» মোজার ওপর মাসেহ করার বিধান কী? আর এর সময়সীমা কতটুকু?

» জালিম শাসকের নেতৃত্বে জিহাদ ও হজ করার বিধান কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

কতিপয় সম্মানিত ফেরেশতা

এক. আমরা কিরামান-কাতিবিন (সম্মানিত লিপিকার) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের সকল কথা ও কাজের সংরক্ষণকারী হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

দুই. আমরা মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফেরেশতার) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। তাকে সৃষ্টিজগতের রুহ কবজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তিন. কবরের শাস্তি ও শান্তির ব্যাপারে আমরা বিশ্বাস রাখি ওইসব লোকের জন্য, যারা এর (শাস্তি বা শান্তির) উপযুক্ত হবে। আর আমরা এ কথার প্রতিও ঈমান রাখি যে, কবরে মুনকার-নাকির নামক ফেরেশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে তার রব (প্রতিপালক), দ্বীন ও নবি সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবিদের থেকে এ-সংক্রান্ত অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা

এক. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কিরামান-কাতিবিন (সম্মানিত লিপিকার) ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবকিছু সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন। তারা আমাদের সকল কাজ ও কথা লিখে রাখেন। তারা কেবল দুটি সময় আমাদের থেকে দূরে অবস্থান করেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সহবাস এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার সময়। তাদের কথা কুরআনে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন, 'আর নিশ্চয়ই তোমাদের ওপর নিয়োজিত আছেন সংরক্ষকদল, সম্মানিত লেখকবৃন্দ। তারা জানে, তোমরা যা করো।'[১]

তাদেরকে রকিব (পর্যবেক্ষক/প্রহরী) এবং আতিদ (সদা-উপস্থিত/সদাপ্রস্তুত) নামেও ডাকা হয়। তাদের কথা আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে মাজিদে উল্লেখ করেছেন, 'সে যে কথাই উচ্চারণ করে, (তা সংরক্ষণ করার জন্য) তার কাছে সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।'[২]

দুই. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফেরেশতার) প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, যাকে আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিনের সকল সৃষ্টিজীবের জান কবজ করার কাজে নিয়োজিত করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন—

'আপনি বলে দিন, তোমাদের (জান কবজের) জন্য নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের জান কবজ করবে। অতঃপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।'[৩]

এ আয়াতে রুহ কবজ করার কাজটি ফেরেশতার কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এই কারণে যে, আল্লাহ তাআলার হুকুমে সরাসরি মৃত্যুর ফেরেশতাই তাঁর সৃষ্টিজীবের জান কবজের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আবার এই কাজটি যেহেতু আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এবং ইচ্ছেতে হয়ে থাকে এবং তিনিই প্রকৃত মৃত্যুদাতা, তাই তিনি অন্য একটি আয়াতে মৃত্যু দেওয়ার কাজটিকে সরাসরি তাঁর দিকেও নিসবত (যুক্ত) করেছেন। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়; আর যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের প্রাণও তাদের ঘুমের সময় (হরণ করে রাখেন)। তারপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলোকে

---

[১] সুরা ইনফিতার, আয়াত : ১১-১২

[২] সুরা কফ, আয়াত : ১৮

[৩] সুরা সাজদাহ, আয়াত : ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[১]

তাই দুই আয়াতে দুই রকম আলোচনার মধ্যে মূলত কোনো ধরনের অসংগতি নেই। সুতরাং মালাকুল মাউত কেবল সেই প্রাণীর রুহই কবজ করেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ থাকে। তিনি শরীর ও গঠনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় ফেরেশতাদের অন্যতম। রুহ কবজের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার কোনো নির্দিষ্ট নাম কুরআন বা হাদিসে উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, তার কোনোটিই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। লোকমুখে প্রসিদ্ধ 'আজরাইল' নামটি মূলত আহলুল কিতাবদের (ইহুদি-খ্রিষ্টানদের) থেকে এসেছে।

তিন. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বিশ্বাস করে, কবরে কাফির ও মুনাফিকরা কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হয়। আর গুনাহগার মুসলিমদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি প্রদান করেন। তবে এখানে কবর বলতে কিন্তু কবরস্থানে মাটির গর্ত বোঝানো হচ্ছে না; বরং কবর হচ্ছে বারযাখ। সেখানে আল্লাহ তাআলা সকল কাফির-মুনাফিক এবং গুনাহগার বান্দাদের ইচ্ছেমতো শাস্তি দিয়ে থাকেন। তা সে দুনিয়ার কবরে মাটির গর্তে থাকুক, সাগরে মাছের পেটে থাকুক, হিংস্র কোনো পাখি বা জন্তুর পেটে থাকুক বা অন্য কোথাও থাকুক।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আরো বিশ্বাস করে, এটা তাদের জন্য যথাযথ বিচার। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ কারণেই শাস্তি দিচ্ছেন যে, তারা প্রকৃতপক্ষেই শাস্তির উপযুক্ত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আরেকটি বিশ্বাস হচ্ছে, মুনকার-নাকির নামক ফেরেশতাদ্বয় অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর প্রকৃতির, যারা প্রতিটি মানুষের কবরে এসে তাকে তার রব (প্রতিপালক), তার দ্বীন এবং তার নবি সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সকল বর্ণনা ও হাদিস মুতাওয়াতির (অসংখ্য বর্ণনাকারীর ক্রমধারা) সূত্রে প্রমাণিত, যাতে কোনো ধরনের মিথ্যা, গোঁজামিল কিংবা ভুল থাকা অসম্ভব। তাই হাদিসগুলোতে এ-সংক্রান্ত যেসব আলোচনা এসেছে, সেগুলো বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করা আমাদের জন্য আবশ্যক।

---

[১] সুরা যুমার, আয়াত : ৪২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

চার. কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের (আগুনের) গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ত হবে।

ব্যাখ্যা

চার. মুমিন বান্দা যাকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের প্রশ্নের সময় অবিচল রাখবেন এবং উত্তর দিতে সাহায্য করবেন, তার কবর জান্নাতের একটা বাগানে পরিণত হবে। আর কাফির, মুনাফিক ও জালিম মুসলিমদের মধ্যে যাকে আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিতে চান, তার কবর জাহান্নামের একটি গর্তের আকারে রূপ নেবে। এই বাক্যটি (কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগান কিংবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে একটি গর্ত হবে।) হুবহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। তবে এটা মূলত কবর সম্পর্কিত মুতাওয়াতির (অসংখ্য বর্ণনাকারীর ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত) হাদিসগুলোরই সারমর্ম, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত।

সারকথা

আমরা কিরামান-কাতিবিন তথা সম্মানিত লিপিকার এবং সবকিছুর সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। আমরা মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফেরেশতার) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। আমরা কবরের শাস্তি-শান্তি, সাওয়াল-জবাব, মুনকার-নাকির এবং কবরে যা কিছু হবে সবকিছুর ওপর বিশ্বাস রাখি।

জিজ্ঞাসা

» সংরক্ষণকারী ফেরেশতা কারা?

» মালাকুল মাউত বা মৃত্যুর ফেরেশতার ব্যাপারে কী জানেন?

» কবরে কি শান্তি ও শাস্তি হবে?

» মুনকার-নাকির কারা?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ষড়বিংশ অধ্যায়

পুনরুত্থান ও আখিরাত

এক. আমরা (মৃত্যুর পর) পুনরুত্থান, কিয়ামতের দিন কৃতকর্মের ফলাফল প্রদান, সবাইকে (আল্লাহর সামনে) উপস্থাপন, হিসাব-নিকাশ গ্রহণ, আমলনামা পাঠ, পুরস্কার-শাস্তি প্রদান, সিরাত (পুলসিরাত/সেতু) ও মিযান (আমল পরিমাপের দাঁড়িপাল্লা)—এ সবকিছুর ওপরই বিশ্বাস রাখি।

দুই. জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার মাখলুক (সৃষ্টি)। এ দুটি সৃষ্টি কোনোদিন ধ্বংস ও নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ তাআলা মানবজাতি সৃষ্টি করার আগেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন অধিবাসীদের। তবে তাদের মধ্যে যাদেরকে তিনি জান্নাতে পাঠাতে চান, সেটা কেবল তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের ভিত্তিতেই। আর যাদেরকে তিনি জাহান্নামে পাঠাতে চান, সেটা তাদের প্রতি ন্যায়বিচারের ওপর ভিত্তি করেই। বস্তুত যার ব্যাপারে (ভালো-মন্দ) যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সে তেমন কাজই করে থাকে এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিকেই সে ধাবিত হয়।

ব্যাখ্যা

এক. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিশ্বাস, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সকল মৃতকে জীবিত করবেন এবং তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তাআলা বলেন—

'কাফিররা মনে করে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। আপনি বলুন, হ্যাঁ, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা আমল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।'[১]

'সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো কিছু গোপন থাকবে না।'[২]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ হিসাব-নিকাশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন সকল মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেবেন। তারা এটাও বিশ্বাস করে, সেদিন সকলের আমলনামা পাঠ করা হবে। কুরআন মাজিদ থেকে জানা যায়—

'(প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে বলা হবে,) তুমি তোমার কিতাব (আমলনামা) পাঠ করো। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।'[৩]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কিয়ামতের দিন অবাধ্য ও অনুগত বান্দাদের শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যাপারে বিশ্বাস করে। প্রতিটি নেক কাজের প্রতিদান দশগুণ বা তার চাইতেও বেশি হবে সেদিন। আর প্রতিটি গুনাহের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা তার সমপরিমাণ শাস্তি দেবেন বা ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ সিরাতের (সেতু/পুলসিরাতের) ওপর বিশ্বাস রাখে। এই সেতু স্থাপিত হবে জাহান্নামের প্রান্তের ওপরে, যা চুলের থেকে বেশি চিকন এবং তলোয়ার থেকেও বেশি ধারালো। নেককার মুমিনেরা সেতু পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর সাজাপ্রাপ্তরা তা থেকে জাহান্নামে ছিটকে পড়বে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ মিজানের (দাঁড়িপাল্লার) ওপর বিশ্বাস রাখে। এই দাঁড়িপাল্লার মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ পরিমাপ করা হবে। মিজান হচ্ছে হাকিকি (প্রকৃত)

---

[১] সুরা তাগাবুন, আয়াত : ৭

[২] সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ১৮

[৩] সুরা ইসরা, আয়াত : ১৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দাঁড়িপাল্লা, যার এক পাল্লায় বান্দার ভালো কাজ এবং আরেক পাল্লায় তার খারাপ কাজগুলো মাপা হবে।

দুই. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখে। তাদের বিশ্বাস, জান্নাত ও জাহান্নাম দুটোই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা আপন অবস্থায় বিদ্যমান। জান্নাত হবে মুত্তাকিদের আবাস আর জাহান্নাম হবে কাফির ও পাপীদের আবাস। গুনাহগার মুমিন বান্দাদের জাহান্নামের আগুন একদিন নিভে যাবে। (অর্থাৎ ঈমানের বদৌলতে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।) তবে কাফিরদের জাহান্নামের আগুন কোনোদিনও নিভবে না। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। জান্নাত ও জাহান্নাম কখনো ধ্বংস হবে না। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করার আগেই জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে রেখেছেন। মহান আল্লাহ এ দুই জায়গার জন্য সৃষ্টি করেছেন উপযুক্ত মাখলুক। যারা জান্নাতের অধিবাসী হবে, (দুনিয়ার জীবনে) তাদের জন্য সৎকর্ম সহজ করা হয়; ফলে তারা জান্নাতের কাজের দিকে ধাবিত হয়। আর যারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে, (দুনিয়ার জীবনে) তাদের জন্য পাপকাজগুলো সহজ হয়ে থাকে। ফলে তারা জাহান্নামের দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হয়। জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের কারণে, আর জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচারের কারণে। বস্তুত প্রত্যেকে সে কাজই করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং প্রত্যেকে সেদিকেই ধাবিত হয়, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে ফয়সালা করে রেখেছেন।

☆☆☆

তিন. ভালো ও মন্দ উভয়টি বান্দার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে।

চার. ইসতিতাআত বা সক্ষমতা দুই প্রকার। (১) যে সক্ষমতা কার্য সংঘটিত হওয়ার সময় পাওয়া যায়। যেমন : তাওফিক বা কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা, যা কোনো মাখলুকের গুণ হতে পারে না। এটা তো কেবল আল্লাহ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের সক্ষমতা সর্বদা কর্ম সম্পাদনের সময় বিদ্যমান থাকতে হয়। (২) যে সক্ষমতা শারীরিক সুস্থতা, শক্তি-সামর্থ্য, সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ইত্যাদি ঠিক থাকার সাথে সম্পৃক্ত। এ ধরনের সক্ষমতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সর্বদা কার্য সংঘটিত হওয়ার আগেই বিদ্যমান থাকতে হয়। আর এই সক্ষমতার সাথেই আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থাকে। (অর্থাৎ পার্থিব জীবনে সকল কাজের আগে সুস্থতা, শক্তি ও প্রয়োজনীয় সকল সামর্থ্য থাকলেই কেবল একজন বান্দার ওপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিধান প্রযোজ্য হয়।) এরই প্রতি ইঙ্গিত করে কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দেন না।'[১]

ব্যাখ্যা

তিন. ভালো ও মন্দ উভয়টি আল্লাহ তাআলার ফয়সালা ও নির্ধারণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

'যদি তাদের কোনো কল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে।" আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয় তাহলে তারা বলে, "এটা আপনার পক্ষ থেকে।" আপনি বলুন, "সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে।" এ সম্প্রদায়ের কী হলো যে, তারা একেবারেই কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না!'[২]

'প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা ফিরে আসবে।'[৩]

সুতরাং এই পৃথিবীতে ভালো ও মন্দ যা কিছু ঘটছে সব আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এবং তাঁর ইচ্ছেতেই ঘটছে। বস্তুত আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই হয়ে থাকে, আর যা চান না তা কখনোই হয় না।

চার. সক্ষমতা দুই প্রকার। এক ধরনের সক্ষমতা হচ্ছে কোনো কাজ করার বাস্তব ক্ষমতা ও ইচ্ছা, যা প্রয়োগের মাধ্যমে কাজটি অস্তিত্ব লাভ করে। এই সক্ষমতা সর্বদা যেকোনো কাজ করার সময় উপলব্ধি করা যায়। এটি মূলত হিদায়াত ও তাওফিকের মাধ্যমে ঘটে থাকে, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে, এখানে বান্দার কোনো হাত থাকে না।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ৭৮

[৩] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৩৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বিতীয় আরেক প্রকার সক্ষমতা হচ্ছে কোনো কাজ করার প্রয়োজনীয় সকল শক্তি, সামর্থ্য ও উপায়-উপকরণের অস্তিত্ব থাকা। এটা সাধারণত কাজ করার আগেই পাওয়া যায়। অন্যভাবে বললে, সর্বদা কাজ সম্পাদনের আগেই এটা থাকতে হয়। এ ধরনের সক্ষমতার ভিত্তিতেই বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার সকল আদেশ-নিষেধ প্রযোজ্য হয়। (এজন্যই কোনো কাজ আল্লাহর নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও তা করার শক্তি-সামর্থ্য না থাকলে বান্দার জন্য সেটা করা অপরিহার্য নয়।) যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দেন না।'[১]

'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকেই সে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তার বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দান করবেন।'[২]

☆☆☆

পাঁচ. বান্দাদের যাবতীয় কাজকর্ম সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা, কিন্তু তা উপার্জন (বাস্তবায়ন) করে বান্দাগণ।

ছয়. বান্দা যতটুকু করতে সক্ষম আল্লাহ তাআলা তার ওপর ততটুকু দায়িত্বই অর্পণ করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তাকে যতটুকুর দায়িত্ব দিয়েছেন, সে কেবল ততটুকুই পালন করতে পারে। এটাই 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহর সাহায্য ছাড়া মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ভালো কাজ করার ক্ষমতা কারো নেই)—বাক্যটির অর্থ ও প্রকৃত ব্যাখ্যা। আমরা বলি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারো পক্ষে গুনাহ থেকে বাঁচার কোনো উপায়, কৌশল ও পদ্ধতি নেই। আর আল্লাহ তাআলার তাওফিক ছাড়া তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং তাতে অটল-অবিচল থাকার কোনো শক্তি নেই।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

[২] সুরা তালাক, আয়াত : ৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সাত. সবকিছু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা ও নির্ধারণ অনুসারেই চলছে। সুতরাং তাঁর ইচ্ছাই সকল ইচ্ছার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং তাঁর সিদ্ধান্ত-ফয়সালাই সমস্ত কলা-কৌশলের ওপর বিজয়ী হয়। তিনি যা চান তা-ই করেন। তবে তিনি কখনো কারো ওপর জুলুম করেন না। আল্লাহ তাআলা সব ধরনের অকল্যাণ ও বিপদাপদ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং সকল দোষ ও ত্রুটি থেকে পূত-পবিত্র। কুরআনুলে কারিমে বলা হয়েছে, 'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে না। বরং (তারা যা করে সে ব্যাপারে) তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[১]

ব্যাখ্যা

পাঁচ. বান্দাদের ভালো-মন্দ যত কাজ আছে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট। পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়—

'অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ, সবাইকে সৃষ্টি করেছেন।'[২]

তবে আল্লাহর সৃষ্ট সেই কাজগুলো বান্দা নিজের ইচ্ছায়ই উপার্জন তথা কর্মে বাস্তবায়ন করে। তাই সেই কাজের দায়ভারও বান্দার ওপরেই আসে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা। তবে জাবরিয়া সম্প্রদায় এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে। তাদের মতে, বান্দার কোনো ইচ্ছাধিকার নেই। অপরদিকে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হলো, সকল মন্দ কাজের স্রষ্টা বান্দা, এতে আল্লাহ তাআলার কোনো দখল নেই। পথভ্রষ্ট এই দুই সম্প্রদায়ের অবস্থান দুই প্রান্তে। সুতরাং জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম গোঁড়ামি বিদ্যমান আর মুতাযিলাদের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক শিথিলতা। এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র আকিদা হলো পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ, যা উপরিউক্ত দুই বিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থিত।

ছয়. আল্লাহ তাআলা বান্দাকে কেবল এমন কাজের নির্দেশই দিয়ে থাকেন, যা তার শক্তি ও সামর্থ্যে রয়েছে। যেমনটা আগেও বলা হয়েছে—

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩

[২] সুরা সফফাত, আয়াত : ৯৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের ভার চাপিয়ে দেন না।'[১]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা যদি কোনো কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে এই কাজের সামর্থ্য বান্দার আছে। আর আল্লাহ বান্দাদের ওপর যতটুকু দায়িত্ব অর্পণ করেন, তারা মূলত ততটুকুরই সামর্থ্য রাখে। তারা যদি এর অতিরিক্ত করার সামর্থ্য রাখত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর সে অতিরিক্ত কাজের দায়িত্বও অর্পণ করতেন। কিন্তু যখন তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব দেননি, তখন বোঝা গেল তারা এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম নয়। আর 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বাক্যটির অর্থ—আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও তাওফিক ছাড়া গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং ইবাদত করার কোনো শক্তি নেই।

সাত. সমগ্র সৃষ্টিজগতে সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও জ্ঞান মোতাবেক সম্পন্ন হয়। তাঁর মর্জি ও সিদ্ধান্তেই সবকিছু ঘটে থাকে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার কাছে সকল ইচ্ছা পরাভূত এবং কেবল তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের ফয়সালা করে রেখেছেন, তা থেকে বাঁচার যত কলা-কৌশলই অবলম্বন করুক না কেন মানুষ, তারা তা থেকে বাঁচতে সক্ষম হবে না। আল্লাহ তাআলার ফয়সালাই সকল কলা-কৌশলের ওপর বিজয়ী। আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই করেন। তবে তিনি কারো সাথে কোনো ধরনের অবিচার করেন না। আল্লাহ তাআলা যে ফয়সালাই করেন সেটাই মূলত ইনসাফ ও ন্যায়বিচার।

এ বিষয়ে কুরআনুল কারিমে বর্ণিত রয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণ জুলুমও করেন না। আর কোনো পুণ্য কাজ হলে তিনি সেটাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে দান করেন মহাপুরস্কার।'[২]

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের ওপর এতটুকু জুলুমও করেন না; বরং মানুষ নিজেই নিজের ওপর জুলুম করে।'[৩]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

[২] সুরা নিসা, আয়াত : ৪০

[৩] সুরা ইউনুস, আয়াত : ৪৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অকল্যাণ, অপরাধ, ধ্বংস, দোষ, ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পূত-পবিত্র। তিনি মহান; মহাবিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। কুরআন থেকে জানা যায়, 'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে না। বরং (তারা যা করে সে ব্যাপারে) তাদের জিজ্ঞেস করা হবে।'[১]

সারকথা

কিয়ামত দিবসে সবার পুনরুত্থান সত্য। আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থাপন, প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব গ্রহণ, যথাযথ প্রতিদান প্রদান, মিজানের পাল্লায় আমল নিরূপণ—সবকিছুই শতভাগ সত্য। জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব সত্য। এ দুটি আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এবং তা কোনোদিনও ধ্বংস হবে না। তাকদিরে যা লিখে রাখা হয়েছে সে অনুযায়ী প্রতিটি বান্দা (ভালো ও মন্দ দুটি পথের মধ্য থেকে যেকোনো একটিতে ধাবিত হয়। বান্দার সকল কাজ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট। তিনি কাউকে সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের আদেশ দেন না।

জিজ্ঞাসা

» কিয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?

» জাহান্নাম ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে সঠিক আকিদা কী?

» আল্লাহ তাআলাই কি ভালো ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন এবং তা (বান্দাদের ভাগ্যে) নির্ধারণ করেছেন?

» কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার ওপর সাধ্যাতীত কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন।'—তাহলে এর উত্তরে আপনি কী বলবেন?

---

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ২৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দুআ ও প্রার্থনা

এক. জীবিত ব্যক্তিদের দুআ এবং দান-সাদাকা মৃত ব্যক্তিদের উপকারে আসে।

দুই. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুআ কবুল করেন, যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করেন।

তিন. আল্লাহ তাআলা সবকিছুর মালিক, কিন্তু কেউ তাঁর মালিক হতে পারে না। কারো পক্ষে আল্লাহ তাআলার করুণা ব্যতীত এক নিমেষও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি মনে করবে, সে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী নয়, সে কাফির হয়ে যাবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

চার. আল্লাহ তাআলা রুষ্ট হন, আবার সন্তুষ্টও হন। তবে তাঁর রোষ বা সন্তোষ কোনোটিই সৃষ্টিজগতের কারো মতো নয়।

ব্যাখ্যা

এক. কোনো জীবিত ব্যক্তি যদি কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করে সে দুআর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়। যেমন : হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া। (১) সাদাকায়ে জারিয়া। (২) এমন জ্ঞান,

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। (৩) নেককার সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।'[১]

অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তির দুআ মৃত ব্যক্তির কাজে আসে। তেমনই কেউ যদি মৃতের জন্য দান-সাদাকা করে, সে তার সন্তান হোক বা না হোক, সেই দানের কারণে মৃত ব্যক্তির আমলনামায় সাওয়াব লেখা হতে থাকবে।

দুই. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুআ কবুল করেন। যেমনটা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। নিশ্চয়ই যারা অহংকারবশত আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[২]

আল্লাহ তাআলাই তাঁর বান্দাদের যাবতীয় প্রয়োজন ও অভাব-অনটন দূর করে দেন। সব ধরনের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত থেকে তাদের হিফাযত করেন এবং সীমাহীন কল্যাণ বয়ে আনেন তাদের জীবনে। কারণ এই কাজটি কেবল আল্লাহ তাআলাই করতে পারেন, আর কেউ নয়।

তিন. আল্লাহ তাআলা সকল মালিকের মালিক। তিনি সবকিছুর অধিকারী। অতি ক্ষুদ্র কণা থেকে সুবিশাল পর্বতমালা সবকিছুতেই তাঁর একচ্ছত্র মালিকানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত। তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কেউ কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারে না। একটি মুহূর্তের জন্যও কেউ আল্লাহ তাআলার নিয়ামত থেকে দূরে থাকতে পারে না। প্রতিটি মাখলুক তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে রিযিক, কাজকর্ম, হিদায়াত এবং সাফল্য-সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। এই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, 'হে মানুষ, তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ, তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।'[৩]

যে ব্যক্তি মনে করে সে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী না হয়ে চলতে পারবে, তাহলে সে এমন ঈমানবিধ্বংসী বিশ্বাস রাখার কারণে কাফির

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৬৩১; *সুনানু আবি দাউদ* : ২৮৮০

[২] সুরা গাফির, আয়াত : ৬০

[৩] সুরা ফাতির, আয়াত : ১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হয়ে যাবে এবং ধ্বংসই তার শেষ পরিণতি।

চার. আল্লাহ তাআলার নিষেধ অমান্য করে বান্দা যখন পাপের পথে এগিয়ে চলে, আল্লাহ তখন ভীষণ রুষ্ট হন। আর বান্দা যখন তাঁর আদেশ মেনে চলে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হন। রোষ ও সন্তোষ আল্লাহ তাআলার দুটি সিফাত বা বৈশিষ্ট্য, যা কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। যেমন—

'আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঈমানদার লোককে হত্যা করে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'[১]

'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন এবং আসন্ন বিজয় দিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন।'[২]

আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও সন্তোষ নামক বৈশিষ্ট্য দুটি তাঁর শান ও মান অনুযায়ী প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে তাঁর এই গুণগুলো সৃষ্টিজীবের অনুরূপ নয় এবং তার ধরন কেমন তা আমরা জানি না।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও পরাক্রমশালিতার ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শোনেন, সব দেখেন।'[৩]

সারকথা

জীবিত ব্যক্তিদের দুআ ও সাদাকা মৃত ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুআ কবুল করেন। আসমান ও জমিনে যা আছে তিনি সবকিছুর মালিক। কোনো সৃষ্টিজীব তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। ক্রোধ

---

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ৯৩

[২] সুরা ফাতহ, আয়াত : ১৮

[৩] সুরা শুরা, আয়াত : ১১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ও সন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলার শান ও মান অনুযায়ী বাস্তব দুটি গুণ, যার সাথে বান্দার গুণের কোনো সাদৃশ্য নেই।

জিজ্ঞাসা

» জীবিত ব্যক্তিদের দুআ ও সাদাকা মৃত ব্যক্তির কোনো কাজে আসে কি?

» যে ব্যক্তি মনে করে, সে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী নয়, তার ব্যাপারে বিধান কী?

» ক্রোধ ও সন্তুষ্টি কি আল্লাহ তাআলার সিফাতের অন্তর্ভুক্ত?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

নবিজির প্রিয় সাহাবিগণ

এক. আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের ভালোবাসি। তাদের কাউকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা যেমন বাড়াবাড়ি করি না, তেমনই তাদের কারো সঙ্গে আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি না। যারা সাহাবিদের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ এবং বিরূপ মন্তব্য বা সমালোচনা করে আমরা তাদের ঘৃণা করি। আমরা কেবল তাদের গুণাগুণ ও প্রশংসাই উল্লেখ করি। তাদেরকে ভালোবাসা ঈমান ও ইহসানের লক্ষণ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কুফর, নিফাক ও সীমালঙ্ঘনের পরিচায়ক।

দুই. নবিজির মৃত্যুর পর আমরা প্রথমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতে বিশ্বাস করি এবং তার স্বীকৃতি প্রদান করি। কারণ তিনি ছিলেন সমগ্র উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম ব্যক্তি। তারপর যথাক্রমে উমার, উসমান এবং আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুমের খিলাফতে বিশ্বাস করি এবং সেসবেরও স্বীকৃতি দিই। তারাই হলেন খুলাফায়ে রাশিদিন (সত্যনিষ্ঠ খলিফাগণ) এবং আইম্মায়ে মুহতাদিন (সুপথপ্রাপ্ত শাসকবৃন্দ)।

ব্যাখ্যা

এক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবিকে আমরা হৃদয়

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

থেকে ভালোবাসি। তারা নবিজিকে নিজেদের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন এবং তিনিও তাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তবে আমরা তাদের কাউকে শরিয়তের নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে গিয়ে ভালোবাসি না। রাফিজিরা (বর্তমানে তারা শিয়া নামে পরিচিত) আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। তার প্রতি অতিরিক্ত মর্যাদা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে তারা একপর্যায়ে তাকে উপাস্যের স্তরে নিয়ে গেছে।

আমরা (ঘৃণা ও বিদ্বেষের মাধ্যমে) কোনো সাহাবির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি না। উম্মতের মধ্যে তাদের ঈমান ছিল একদম পরিপূর্ণ, তাদের আমল ছিল সর্বাধিক সুন্দর, আল্লাহ তাআলার ইবাদতে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। এমনকি তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ক্ষেত্রেও অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। যারা তাদের নিয়ে অহেতুক সমালোচনা করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, ঘৃণা করে, আমরাও তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখি এবং মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। সাহাবিদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকি ও দ্বীন ত্যাগ করার লক্ষণ। আমরা কেবল তাদের ভালো ভালো গুণ, মর্যাদা ও প্রশংসা উল্লেখ করে থাকি। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাদের ভালোবাসতেন এবং আমাদেরও তাদেরকে ভালোবাসার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যারা তাদের ভালোবাসে তাদের ঈমান, আমল ও দ্বীনদারি সঠিক ও নির্ভেজাল। আর যারা তাদেরকে ঘৃণা করে, তাদের মধ্যে কুফর, নিফাক, রিদ্দাহ (দ্বীন পরিত্যাগ) এবং সীমালঙ্ঘন রয়েছে। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে হিদায়াতের পর সর্বপ্রকার ভ্রান্তি ও গোমরাহি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

দুই. আমরা নবিজির পর প্রথমে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকে স্বীকার করি। কারণ সমগ্র উম্মাহর মধ্যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুই ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই এ ঘোষণা দিয়েছেন, সকল ক্ষেত্রে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন তাকে এবং বহু হাদিসে তাকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদানের ইঙ্গিত করেছেন। এজন্য উম্মতের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে উত্তম ও সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বনু সাকিফার আঙিনায় সমবেত সকল সাহাবি সম্মিলিতভাবে তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম উম্মাহর খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নেন। মৃত্যুর আগে আবু বকর নিজে উমারকে এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করে যান। তারা দুজনেই নবিজির একান্ত ও ঘনিষ্ঠ সাহাবি ছিলেন। উমারের মৃত্যুর পর তৃতীয় খলিফা হিসেবে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দুই কন্যাকে (এক কন্যার মৃত্যুর পর আরেক কন্যাকে) উসমানের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তার শাহাদাতের পর চতুর্থ খলিফা হিসেবে আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহর সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে প্রিয় কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার স্বামী।

এই চার খলিফা সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম। তারা হলেন খুলাফায়ে রাশেদিন এবং সুপথপ্রাপ্ত শাসক, যাদের আদর্শ অনুসরণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দিয়েছেন।

☆☆☆

তিন. সাহাবিদের মধ্যে (এক বৈঠকে) যে দশজন সাহাবি জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, আমরা তাদেরকে জান্নাতি বলে সাক্ষ্য দিয়ে থাকি; যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন। আর তার বাণী ও সাক্ষ্য ধ্রুব সত্য। এই দশজন সাহাবি হলেন—আবু বকর, উমার, উসমান, আলি, তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, সাইদ ইবনু যাইদ ইবনি আমর, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, যিনি এ উম্মতের বিশ্বস্ত ও আমানতদার বলে পরিচিত। রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন।

চার. যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের ব্যাপারে ভালো কথা বলবে, তাদের প্রশংসা করবে এবং তার সম্মানিতা স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততিদের সব ধরনের কলঙ্ক, নোংরামি ও অপবিত্রতা থেকে পূত-পবিত্র বলে বিশ্বাস করবে তারা নিফাক থেকে মুক্ত থাকবে।

ব্যাখ্যা

তিন. আমরা বিশ্বাস করি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একসাথে) দশজন সাহাবির ব্যাপারে স্পষ্টভাষায় জান্নাত লাভের ঘোষণা দিয়েছেন। বিশুদ্ধ হাদিসে তিনি বলেছেন, 'আবু বকর জান্নাতি, উমার জান্নাতি, উসমান জান্নাতি, আলি জান্নাতি, তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহ জান্নাতি, যুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতি, আব্দুর রহমান ইবনু আউফ জান্নাতি, সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি, সাইদ ইবনু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

যাইদ ইবনি আমর জান্নাতি এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ জান্নাতি।'[১]

আমরা তাদের সবাইকে জান্নাতি বলে বিশ্বাস করি। আমরা আরো বিশ্বাস করি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন আরো অনেক সাহাবির ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন; যেমনটা অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।[২]

চার. যারা রাসুলুল্লাহর সাহাবিদের ব্যাপারে সুধারণা রাখে, তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকে এবং উম্মুল মুমিনিন ও তার সন্তানদের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করে, তাদেরকে সকল নোংরামি ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র মনে করে, সকল অপবিত্রতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত বলে বিশ্বাস রাখে—এ ধরনের বিশ্বাস স্থাপনকারী সবাই নিফাক থেকে মুক্ত।

সারকথা

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সাহাবিকে ভালোবাসি। তাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা বাড়াবাড়িও করি না, আবার ছাড়াছাড়িও করি না, বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করি। উম্মতের সকলের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করি। আমরা উল্লিখিত চার খলিফাকে (ক্রমানুসারে) অন্য সকল সাহাবির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করি। যে দশজন সাহাবির ব্যাপারে জান্নাতের ঘোষণা করা হয়েছে, আমরা তাদের সবার জান্নাতি হওয়ার বিষয়টি সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস, যে ব্যক্তি নবিজির সাহাবি, তার পবিত্র স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততির সমালোচনা করে, সে মুনাফিক।

---

[১] *সুনানুত তিরমিযি* : ৩৭৪৭; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৬৪৯; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ১৩৩; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৬২৯; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ৫৮৫৮; *ফাযায়িলুস সাহাবা*, আহমাদ : ৮৫—হাদিসটি সহিহ।

[২] একটি হাদিসে দশজন সাহাবিকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে—এর অর্থ এটা নয় যে, এই দশজনের বাইরে আর কোনো সাহাবিকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়নি। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন হাদিসে আরো অনেক সাহাবিকেই পৃথকভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু একসাথে এতজনকে জান্নাতের সুসংবাদ কখনো দেওয়া হয়নি। সাহাবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দশজনকে যেহেতু একসাথে এক বৈঠকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এজন্যই তারা 'আশারায়ে মুবাশশারা' (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবি) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। তারা ছাড়াও আরো অনেক সাহাবিকেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথক পৃথকভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন : হামযা, বিলাল, জাফর, যাইদ ইবনু হারিসা, উক্কাশা, খাদিজা, ফাতিমা, হাসান, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ।—শারয়ি সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

জিজ্ঞাসা

» নবিজির সাহাবিদের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস ও কর্তব্য কী?

» নবিজির স্ত্রীগণ ও সন্তানসন্ততির ব্যাপারে আমাদের আকিদা-বিশ্বাস কী?

» যারা তাদের সমালোচনা করে তাদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কী?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

আল্লাহর ওলিগণ ও তাদের কারামত

এক. প্রথম যুগের সালাফে সালিহিন ও তাদের অনুসারী পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্য হতে যারা নেককার, মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং জ্ঞানী তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে কটূক্তি ও অসম্মানমূলক কথা বলে, সে ভ্রান্ত পথের অনুসারী।

দুই. আমরা কোনো ওলিকে কোনো নবির ওপর প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি না। আমাদের বিশ্বাস, একজন নবি সকল ওলি থেকে শ্রেষ্ঠ।

তিন. আমরা ওলিদের কারামত (অলৌকিক ঘটনা) এবং নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত সকল বিশুদ্ধ ঘটনা বিশ্বাস করি।

শাব্দিক অর্থ

কারামত—স্বাভাবিক নিয়মবিরুদ্ধ আলৌকিক ঘটনা, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নেককার বান্দাদের (সম্মান ও মর্যাদার) জন্য সংঘটিত করেন।

ব্যাখ্যা

এক. সাহাবি ও তাবিয়িদের মধ্যে যারা আলিম, নেককার বুজুর্গ, মুহাদ্দিস এবং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ফকিহ ছিলেন, তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। যে ব্যক্তি তাদের নিয়ে বাজে মন্তব্য করে, অহেতুক সমালোচনা ও পরনিন্দায় মেতে ওঠে, তাদেরকে অভদ্র ভাষায় সম্বোধন করে, সে নিঃসন্দেহে একজন পথভ্রষ্ট। কারণ এই সমস্ত মহান মনীষীকে হৃদয় থেকে ভালোবাসা আমাদের জন্য একান্ত জরুরি ও কর্তব্য। অন্যায়ভাবে যে তাদের নিন্দা ও সমালোচনা করে, তার জেনে রাখা উচিত, এই মহান মানুষদের মাংস বিষাক্ত। তাই অন্যায়ভাবে যখন সে তাদের গিবত করছে, তখন আসলে সে তাদের বিষাক্ত মাংস খাচ্ছে এবং নিজেই নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

দুই. সর্বেশ্বরবাদী ইবনু আরাবি-সহ কিছু পথভ্রষ্ট সুফিদের মতো আমরা ওলিদেরকে কখনো নবিদের ওপর প্রাধান্য দিই না। আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি, একজন নবি সমস্ত ওলি থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ তাআলা নিজেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে নবিদেরকে নির্বাচন করেছেন। যেমনটি কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে—

'আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসুল মনোনীত করেছেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।'[১]

তিন. ওলিদের কারামাত ও অলৌকিক ঘটনাবলির প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে যে সমস্ত অলৌকিক বিষয় ঘটিয়েছেন, বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত সে সমস্ত ঘটনাকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আর যেসব ঘটনা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয় সেগুলো আমরা বিশ্বাস করি না। কারামতের দৃষ্টান্ত ও ভিত্তি কুরআনেই রয়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়—

'অতঃপর তার (মারইয়ামের) রব তাকে উত্তমরূপে গ্রহণ করলেন এবং তাকে ভালোভাবে বড় করে তুললেন। আর তাকে তিনি যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যাকারিয়া যখনই তাকে দেখতে কক্ষে প্রবেশ করতেন তখনই তার কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি তাকে বলতেন, হে মারইয়াম, তুমি এটা কোথা থেকে পেলে? তিনি (মারইয়াম) উত্তরে বলতেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে (এসেছে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছে অপরিমিত রিযিক দান করেন।'[২]

---

[১] সুরা হজ, আয়াত : ৭৫

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৩৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহ তাআলার ওলিদের হাতে যে সমস্ত আলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, তা আল্লাহর নেক বান্দাদের ক্ষেত্রে ঘটলেই কেবল আমরা সেটাকে কারামত বলি। কিন্তু ফাসিক ও শয়তানের দোসরদের থেকে কোনো স্বাভাবিক নিয়মবিরুদ্ধ আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখতে পেলে তা কখনো কারামত বলে গণ্য হবে না।[১]

সারকথা

সালাফদের মধ্যে কোনো আলিমের বিরুদ্ধে আমরা কখনো বাজে সমালোচনা কিংবা অশোভন ভাষা ব্যবহার করি না। তাদের প্রতি আমরা কোনো ধরনের নেতিবাচক চিন্তাও পোষণ করি না। আমরা নবিদেরকে ওলি-আউলিয়াদের চেয়ে (লক্ষ-কোটিগুণ) শ্রেষ্ঠ মনে করি। ওলি-আউলিয়াদের হাতে সংঘটিত যেসব কারামত ও আলৌকিক ঘটনা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়ে এসেছে, আমরা সেগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করি।

জিজ্ঞাসা

» সালাফে সালিহিনদের নেককার লোকজন ও আলিমদের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কীরুপ?

» কোনো নবির ওপর কি কোনো ওলিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে?

» ওলি-আউলিয়াদের কারামত কাকে বলে? বাস্তবে এটা ঘটার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ থেকে একটি প্রমাণ পেশ করুন।

---

[১] স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত ঘটনা যেমন আল্লাহর ওলিদের থেকে ঘটে, তেমনই কখনোসখনো ফাসিক ও অবিশ্বাসী লোকদের থেকেও তা প্রকাশ পেতে পারে। প্রথমোক্ত অলৌকিক ঘটনাকে বলা হয় কারামত। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে সম্মানিত করেন। আর শেষোক্ত অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে ইস্তিদরাজ, যার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদের পরীক্ষা করেন এবং ফাসিক ও কাফিরকে পার্থিব জীবনে কিছুটা ছাড় দেন। শেষ জমানায় দাজ্জাল এসে বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক আর চোখধাঁধানো ঘটনা ঘটিয়ে মুমিনদের ফিতনায় নিপতিত করবে। এটা ইস্তিদরাজেরই অন্তর্ভুক্ত।—শারয়ি সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ত্রিংশ অধ্যায়

কিয়ামতের আলামত

এক. আমরা কিয়ামতের আলামতসমূহে বিশ্বাস করি। যেমন : দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, আকাশ থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন, পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হবে এবং দাব্বাতুল আরদ তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে ইত্যাদি।

দুই. আমরা কোনো গণক ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করি না এবং এমন কোনো ব্যক্তিকেও বিশ্বাস করি না, যে কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিপরীত কোনো কিছু দাবি করে।

ব্যাখ্যা

এক. আমরা বিশ্বাস করি, কিয়ামতের এমন কিছু আলামত বা লক্ষণ রয়েছে, যা কিয়ামতের সময় ঘনিয়ে এলে প্রকাশ পাবে। এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে, কিয়ামত আর খুব বেশি দূরে নয়, সন্নিকটে চলে এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লক্ষণগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি হাদিসে তিনি বর্ণনা করেছেন—

‘যতদিন না তোমরা কিয়ামতের আগে দশটি আলামত দেখতে পাবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না। এরপর তিনি দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিমের আকাশে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূর্যোদয়, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ এবং তিনটি ভূমিধস তথা পূর্ব দিকের ভূমিধস, পশ্চিম দিকের ভূমিধস ও আরব উপদ্বীপের ভূমিধসের কথা উল্লেখ করলেন। এ আলামতসমূহের পর ইয়ামান থেকে একটি আগুন প্রকাশ পাবে বলে জানালেন, যা মানুষকে হাশরের মাঠ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।'[১]

এ দশটি হলো কিয়ামতের বড় আলামত। এছাড়াও কিয়ামতের ছোট ছোট আরো অনেক আলামত রয়েছে, যেগুলোর কথা হাদিস থেকে জানা যায়।

দুই. আমরা কোনো গণক ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করি না। তারা (মিথ্যা, ধোঁকার মাধ্যমে ও জ্বীনদের সাহায্য নিয়ে) অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবি করে এবং (জ্বীনদের থেকে প্রাপ্ত সত্যমিথ্যার সাথে আরো হাজারো মিথ্যা মিশিয়ে) মানুষকে অদৃশ্যের সংবাদ দিয়ে থাকে। অথচ পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—

'নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা আছে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু আসবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'[২]

'বলুন, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও জমিনে কেউই অদৃশ্যের খবর জানে না এবং তারা এটাও জানে না যে, কবে তারা পুনরুত্থিত হবে।'[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গণক ও জ্যোতিষীর কাছে গেল এবং তাঁর কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনিত শরিয়তকে অস্বীকার করল।'[৪]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ২৯০১

[২] সুরা লুকমান, আয়াত : ৩৪

[৩] সুরা নামল, আয়াত : ৬৫

[৪] *সুনানুত তিরমিযি* : ১৩৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৬৩৯; *সুনানুদ দারিমি* : ১১৭৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ৯৫৩৬, ১০১৬৭; *মুসতাদরাকুল হাকিম* : ১৫—হাদিসটি সহিহ।

এ হাদিসে জ্যোতিষী ও গণকদের কাছে যাওয়া এবং তাদের কথা সত্য মনে করাকে কুফর বলা হয়েছে। অধিকাংশ আলিমের নিকট এখানে প্রকৃত অর্থে কুফর বলা হয়নি; বরং এটা বলে এখানে গুনাহের ভয়াবহতা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

অনুরূপ যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবি করে, যা কুরআন, হাদিস ও উম্মতের ইজমার (সকল আলিমের ঐকমত্যের) সাথে সাংঘর্ষিক, আমরা তার দাবি প্রত্যাখ্যান করে সেটা তার মুখের ওপর ছুড়ে ফেলি; তা সে যে-ই হোক না কেন।

সারকথা

আমরা কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের ব্যাপারে বিশ্বাস করি। গণক, জ্যোতিষী এবং যারা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু দাবি করে, আমরা তাদের সকলকে মিথ্যুক বলে গণ্য করি।

জিজ্ঞাসা

» কিয়ামতের আলামতসমূহ বলতে কী বোঝায়? এই অধ্যায় থেকে চারটি আলামত উল্লেখ করুন।

» যে ব্যক্তি গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে যায় এবং তাদের কথাকে সত্য মনে করে, তার ব্যাপারে বিধান কী?

এবং তার শেষ পরিণতি কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে কঠিনভাবে সতর্ক করা হয়েছে। শরিয়তের বিধানমতে, গণকদের কাছে যাওয়া ও তাদের কথা সত্য মনে করা সুস্পষ্ট হারাম। তবে কেউ যদি এ হারাম কাজটিকে হালাল ও বৈধ মনে করে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা কুফর বলে গণ্য হবে। হাদিসে এদিকে ইঙ্গিত করেও কুফর বলা যেতে পারে বলে কিছু আলিমের মত। যা-ই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মতানুসারে গণকদের কাছে যাওয়া ও তাদের কথা সত্য মনে করা সরাসরি কুফর না হলেও এটা যে মারাত্মক গুনাহ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি এটা একপর্যায়ে মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে; যখন সে একথা বিশ্বাস করতে শুরু করবে যে, অমুক জ্যোতিষী গাইবের (অদৃশ্যের) জ্ঞান রাখে। এটা তো সুস্পষ্ট শিরক। কারণ গাইবের ইলম কেবল আল্লাহ তাআলারই আছে, যা কোনো বান্দার পক্ষে নিজে থেকে অর্জন করা অসম্ভব। তাই প্রতিটি মুমিনের এ ধরনের কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকা একান্ত জরুরি ও আবশ্যক।—শারয়ি সম্পাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

একত্রিংশ অধ্যায়

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ

এক. আমরা (মুসলিম জাতির) ঐক্যকে সত্য আর সঠিক বলে মনে করি এবং বিভক্তি ও দলাদলিকে ভ্রান্তি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করি।

দুই. আসমান ও জমিনে আল্লাহর দ্বীন একটিই। আর সেটি হলো ইসলাম। যেমনটা আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করেছেন—

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।'[১]

'আর আমি তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।'[২]

তিন. ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থার ধর্ম। বিধিবিধানের ক্ষেত্রে যেমন কোনো অতিরঞ্জন নেই, তেমনি এতে নেই কোনো শিথিলতা। আল্লাহর নাম ও গুণ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর সৃষ্টিজীবের অনুরূপ মনে করা হয় না, আবার কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত তাঁর বিভিন্ন গুণাগুণকে নাকচও করা হয় না। এতে যেমন মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন জড়পদার্থ মনে করা হয় না, তেমনই তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের

---

[১] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৯

[২] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

রচয়িতা, এটাও মনে করা হয় না। এতে (মুমিনদের) শেষ বিচারের দিনে (আল্লাহর পাকড়াও ও শাস্তি থেকে) একেবারে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হতে বলা হয় না, আবার তাদেরকে পুরোপুরি নিরাশও হতে বলা হয় না। ইসলাম মূলত এসবের মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ একটি ধর্ম।

ব্যাখ্যা

এক. আমরা বিশ্বাস করি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও সাহাবিদের আদর্শের ওপর যারা রয়েছে তারাই হক এবং সত্য পথের অনুসারী। তারাই একমাত্র নাজাতপ্রাপ্ত দল। এছাড়া যত দল ও মত রয়েছে সব গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত এবং সত্য থেকে বিচ্যুত। দুনিয়া ও আখিরাতে তারা লাঞ্ছনা ও শাস্তির মুখোমুখি হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

'আর এটি তো আমার সরল-সোজা পথ। সুতরাং তোমরা এই পথের অনুসরণ করো এবং আর কোনো পথের অনুসরণ কোরো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। এসব তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।'[১]

দুই. আসমান ও জমিনে আল্লাহ তাআলার দ্বীন একটিই, আর সেটি হলো ইসলাম। কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ভাষায় বলেন—

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট (গ্রহণযোগ্য) একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।'[২]

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায়, তার কাছ থেকে সেটা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৩]

'আর আমি তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[৪]

এটা সেই সত্য দ্বীন, যে দ্বীনের বার্তা দিয়ে আল্লাহ তাআলা সকল নবি-রাসুলকে

---

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৫৩

[২] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ১৯

[৩] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৮৫

[৪] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সেই বার্তা হলো, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না এবং তাঁর দেওয়া শরিয়ত ও বিধান অনুসারেই তাঁর ইবাদত করতে হবে। প্রত্যেক রাসুলকে ইসলাম ধর্মের এ মৌলিক বার্তা সহকারেই পাঠানো হয়েছে। যেমন : ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ও তার সন্তানদের কথোপকথন পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়—

'যখন ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় হয়েছিল তখন তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে? তিনি তখন তার পুত্রদের বলেছিলেন, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলেছিল, আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করব, যিনি এক। আর আমরা তো তাঁরই অনুগত।'[১]

মুসা আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁর ওপরই ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হও।'[২]

রানি বিলকিস[৩] বলেছিলেন, 'হে আমার প্রভু, আমি তো নিজের ওপর জুলুম করেছি। আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করলাম।'[৪]

ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদের কথোপকথন কুরআনের ভাষায়, 'ঈসা যখন তাদের (বনি ইসরাইলের) কুফরি উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেন, কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে? তাঁর অনুসারীরা বললেন, আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা মুসলিম।'[৫]

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৩৩

[২] সুরা ইউনুস, আয়াত : ৮৪

[৩] সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময়কার সাবা সাম্রাজ্যের রানি।

[৪] সুরা নামল, আয়াত : ৪৪

[৫] সুরা আলি-ইমরান, আয়াত : ৫২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তিন. ইসলাম মধ্যপন্থি একটি ধর্ম। সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়িমুক্ত ন্যায়সংগত নির্দেশনা দেয়। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থি সম্প্রদায় বানিয়েছি।'[১]

ইবাদতের ক্ষেত্রে যেমন এই ধর্ম অতিরঞ্জন ও শিথিলতার মাঝখানে অবস্থান করে, তেমনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হক ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও মুসলিমদের অবস্থান বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমুক্ত। যারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে মানুষের সদৃশ ঘোষণা করে, আর যারা তাঁর গুণাবলিকে অস্বীকার করে, উভয় দলকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামের অবস্থান হলো এ দু-দলের মধ্যখানে। ইসলামে জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মতো যেমন মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার করা হয় না, তেমনি মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতো মানুষকে নিজের কর্মের স্রষ্টাও ভাবা হয় না। বরং ইসলাম এই দুইয়ের মাঝ বরাবর অবস্থান করে। ইসলাম যেমন আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে একেবারে নিরাপদ ভাবার শিক্ষা দেয় না, তেমনি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে পুরোপুরি নিরাশ হওয়ার কথাও প্রচার করে না। বরং ইসলাম এই দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেয়।

---

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৪৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শেষকথা

এই হলো আমাদের দ্বীন এবং আমাদের আকিদা-বিশ্বাস, যা আমরা প্রকাশ্যে ও অন্তরে পোষণ করি। এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা করেছি তার বিপরীত সকল আকিদা-বিশ্বাস থেকে আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট দায়মুক্ত। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সর্বদা ঈমানের ওপর অটল রাখেন এবং ঈমানের ওপর আমাদের মৃত্যুদান করেন। আমরা আরো দুআ করি, মুশাব্বিহা, মুতাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদরিয়া এবং অন্যান্য যত ভ্রান্ত মত ও পথ রয়েছে, সেসবের অন্ধকার ও গোমরাহি থেকে তিনি যেন আমাদের হিফাযত করেন। যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-কে পরিত্যাগ করে এবং গোমরাহির সাথে সহাবস্থান করে আমরা তাদের থেকে নিজেদের দায়মুক্তির ঘোষণা দিচ্ছি। তাদের সাথে আমাদের কোনো ধরনের আকিদা ও চিন্তাগত সম্পর্ক নেই। আমরা তাদেরকে গোমরাহ ও নিকৃষ্ট আকিদার লোক মনে করি। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র তাওফিকদাতা এবং তিনিই সর্বাধিক নিরাপত্তা দানকারী।

ব্যাখ্যা

আমরা পরিষ্কার ভাষায় আমাদের বিশ্বাস ও আকিদাকে প্রকাশ করলাম। এ বইয়ে উল্লিখিত বিশ্বাস ও আকিদাই আমাদের ভেতর ও বাহিরের আকিদা। আমরা কোনো গোপন আকিদায় বিশ্বাস করি না। আমরা প্রকাশ্যে এক বিশ্বাস এবং গোপনে আরেক বিশ্বাস—এমন কোনো কুটিল স্বভাব আমাদের মাঝে নেই। এ বইয়ে উল্লিখিত আকিদা ও বিশ্বাসমালার সাথে সাংঘর্ষিক সকল কিছু থেকে আমরা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহ তাআলার কাছে দায়মুক্তির ঘোষণা করছি। আমরা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সর্বদা ঈমান ও আমলের ওপর অটল রাখেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে দুআ করতেন সেভাবে যেন তিনি আমাদের হৃদয়কে স্থির রাখেন—'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর স্থির রাখুন।'

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আরো দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে নানামুখী চিন্তা-চেতনা, মন্দ ধ্যান-ধারণা, বিচ্ছিন্ন মত-অভিমত এবং পথভ্রষ্ট দলমত থেকে রক্ষা করেন। মুশাব্বিহা, মুতাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, কাদরিয়া-সহ সকল ভ্রান্ত দল ও তাদের আকিদা-বিশ্বাস থেকে আমাদের দূরে থাকার তাওফিক দান করেন। এসব পথভ্রষ্ট দলের লোকেরা সত্যপন্থি দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-র বিরোধিতা করে গোমরাহি ও ভ্রান্তির পথ বেছে নিয়েছে এবং গোমরাহির সাথে সহাবস্থান করে সে মতেরই প্রবক্তা হয়েছে। সুতরাং আমরা এসব দল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং তাদের সকল কার্যক্রম থেকে দায়মুক্ত। কেননা একজন মুসলিমের জন্য সকল কাফির ও বিদআতি এবং তাদের কার্যক্রম থেকে নিজের দায়মুক্তির ঘোষণা দেওয়া আবশ্যক। এসব বিদআতি দলের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত হলো—তারা ভ্রান্ত, মন্দ, ভুল চিন্তার অধিকারী এবং সত্যপথ থেকে বিচ্যুত। কেবল আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সকল চিন্তাগত গোমরাহি এবং বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি থেকে হিফাযত করতে পারেন। তিনিই একমাত্র তাওফিকদাতা। আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আপনি রহমত, দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন। আমিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
০১	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ	২৮৭
০২	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৩৬
০৩	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৪	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৩৫
০৫	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩০০
০৬	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা	৪০০
০৭	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩১৫
০৮	পড়ো-১	ওমর আল জাবির	২২০
০৯	পড়ো-২	ওমর আল জাবির	২৮০
১০	ফেরা	সিহিস্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
১১	ফেরা-২	বিনতু আদিল	১৭২
১২	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৩২
১৩	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
১৪	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
১৫	তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)	শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসি	২৬০
১৬	তিনিই আমার প্রাণের নবি	শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
১৭	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৭৮
১৮	রিক্লেইম ইয়োর হার্ট	ইয়াসমিন মুজাহিদ	২৫০
১৯	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
২০	ইমাম আবু হানিফা رحمه الله	আবুল হাসানাত	২৫৫
২১	ইমাম শাফিয়ি رحمه الله	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন	২৪৩
২২	ইমাম মালিক رحمه الله	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	২৪৩
২৩	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল رحمه الله	যোবায়ের নাজাত	২৫৫
২৪	হাসান আল-বাসরি رحمه الله	আব্দুল বারী	১৭৫
২৫	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক رحمه الله	আবুল হাসানাত	২৬৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ড. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আল-খুমাইস। সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকিদা ও মাযহাব-বিষয়ক প্রভাষক। শিক্ষাজীবনে তিনি আরবের প্রখ্যাত স্কলার আব্দুল্লাহ ইবনু জিবরিন, শাইখ আব্দুল আযিয ইবনু বায, আব্দুল্লাহ ইবনু হুমাইদ প্রমুখের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তার রচিত কয়েকটি জনপ্রিয় গ্রন্থ হলো–'আকায়িদুল আইম্মাতিল আরবাআহ', 'উসুলুদ্দিন ইনদাল ইমাম আবি হানিফা', 'ইতিকাদুস সালাফ শারহু আসহাবিল হাদিস'। এছাড়াও তার আরো ডজনখানেক পুস্তক পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত।

সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আকিদা হলো এক বৃক্ষের মতো, আর আমলগুলো তার ডালপালা। বৃক্ষ ছাড়া যেমন ডালের অস্তিত্ব কল্পনাতীত, ঠিক তেমনি আকিদাবিহীন আমলও পুরোপুরি মূল্যহীন। যদি দেখেন মৃত্যুর পর আপনার কোনো আমলই আর কাজে আসছে না, তখন কেমন লাগবে আপনার?

হ্যাঁ, ভ্রান্ত আকিদা আমাদের সব আমল নিঃশেষ করে দেয়। আমল তখনই কবুল হবে, যখন আকিদা হবে বিশুদ্ধ। আর বিশুদ্ধ আকিদা গড়ে তুলতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে আজই পড়ে ফেলুন চমৎকার এ বইটি।

বিক্রয়কেন্দ্র :
১১/১, ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৪০৯-৮০০-৯০০

সমকালীন প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com